রত্নমালা
গ্রহরত্ন ও সেরা
জ্যোতিষ সংস্থা
আসল গ্রহরত্নের পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা
মিনি মার্কেট, ১২ নং রেলগেট,
বারাসাত, কোলকাতা–১২৪
মোবাইল – ৯৮৩০৯ ৭১৩২৭
ফোন : ২৫৪২ ৭৭৯০

৫৩ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কিন্ডার গার্টেন অ্যান্ড
নার্সারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ
মহিলারা প্রি–প্রাইমারি মন্তেসরি টিচার্স ট্রেনিং–
ভর্তি চলিতেছে
এর জন্য যোগাযোগ করুন
(ব্রতচারী কম্পিউটার সহ)
২১, কে বি বসু রোড, লরি স্ট্যান্ড
এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের পাশে, বারাসত,
কলকাতা–১২৪
ফোন : ৯৮৩৬১৮৪৭১২/৮৬২২৯৫৪৩৩২

কলকাতা ঃ ৫৩ বর্ষ, ৪৭ সংখ্যা, ২৭ ভাদ্র – ২ আশ্বিন, ১৪২৬ ঃ ১৪ সেপ্টেম্বর – ২০ সেপ্টেম্বর, ২০১৯

Kolkata : 53 year : Vol No.: 53, Issue No. 47, 14 September - 20 September, 2019 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : প্রবল শ্বাসকষ্ট নিয়ে দক্ষিণ কলকাতার এক নার্সিংহোমে

ভর্তি হলেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। সিওপিডিতে আক্রান্ত বুদ্ধদেববাবুর চিকিৎসায় বিশেষ ডক্তর প্যানেল তৈরি করেছে কর্তৃপক্ষ। এদিকে বুদ্ধবাবুর অসুস্থতার খবর পেয়েই তাঁকে দেখতে নার্সিংহোমে চলে আসেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। হাজিন হন সিপিএম পলিটব্যুরো সদস্য সূর্যকান্ত মিশ্র ও মহম্মদ সেলিম।

রবিবার: কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা নিয়ে বিরোধীরা যতই চিৎকার

চেঁচামেচি করুক না কেন, সেখান থেকে ঘুরে এসে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল জানালেন কাশ্মীরের সাধারণ মানুষ এই সিদ্ধান্তে খুশি। আপামর কাশ্মীরবাসীর এই সমর্থনের কথা ব্যক্ত করে কার্যত যাবতীয় সমালোচনাকে আস্তাকুঁড়ে পাঠালেন তিনি।

সোমবার: মেট্রো রেলের কাজের জন্য বউবাজারের একাধিক

ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ি ভেঙে ফেলার অনুমতি দিল কলকাতা পুরসভা। তাদের অনুমতি পেয়ে এবার এই অঞ্চল সংলগ্ন দুর্গা পিথুরি লেন ও সেকড়াপাড়া লেনের বাড়িগুলি ভাঙার কাজ শুরু করবে মেট্রো কর্তৃপক্ষ।

মঙ্গলবার: কাশ্মীরে নতুন করে অশান্তির ইন্ধন দিতে কুখ্যাত

সন্ত্রাসবাদী মাসুদ আজহারকে তার গোপন ডেরা থেকে মুক্তি দিল পাক সরকার। ইমরান সরকারের এই সিদ্ধান্তে ফের সীমান্ত উত্তপ্ত হতে পারে বলে ওয়াকিবহাল সূত্র মনে করছে।

বুধবার: চেন্নাই থেকে জেএমবি

উগ্রপন্থী আসাদুল্লাহ ওরফে রাজাকে গ্রেফতার করল পুলিশ। উল্লেখ্য, এই রাজ্যে হিংসায় মদত দেওয়ায় জেএমবি'র ভূমিকা রয়েছে।

বৃহস্পতিবার: কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার রাজীব

কুমারকে কবে গ্রেফতার করতে পারবে সিবিআই সেই সংক্রান্ত মামলার রায় বেরোতে পারে শুক্রবার। বিচারপতি মধুমালতি মিত্রের এজলাসে উঠবে এই মামলা।

শুক্রবার: প্রাণ থাকতে এই রাজ্যে নাগরিক পঞ্জিকরণ বা

এনআরসি বলবৎ করতে দেবেন না বলে কলকাতার রাজপথ থেকে হুঙ্কার দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও মুখ্যমন্ত্রীর এই হুঁশিয়ারিকে পাত্তা না দিয়ে বিজেপি নেতাদের দাবি এই রাজ্যেও এনআরসি হবে।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

ভয়াবহ : পূর্ব রেলের শিয়ালদহ–বজবজ শাখার বাটা রেল ব্রিজ–এর অবস্থা বিপদজনক। এই সেতুর উপর দিয়েই অবিরত চলেছে ভারী যানবাহন। তারই পাশে হুগলি নদীর পাড় ধরে গড়ে উঠেছে হাল আমলের অত্যাধুনিক টাউনশিপ। অথচ ভ্রূক্ষেপ নেই কারোর। ১। রেল ব্রিজের তলার অংশ। ২। ব্রিজের উপরের অবস্থা। ৩। দূরের ক্যামেরায় ব্রিজের ছবি।

ছবি : অরুণ লোধ

ঘরে আসছেন মা, মন ভালো নেই ঘরছাড়াদের

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ বৌবাজার থেকে কুমারটুলির দূরত্ব মেরে কেটে ৫ কিলোমিটার। অথচ প্রাচীন উত্তর কলকাতার দুই অঞ্চলের আবহের দূরত্ব বর্তমানে কয়েক যোজন। কুমারটুলির পটুয়াপাড়ায় যখন মা রূপ পাচ্ছেন পরিবার নিয়ে নিজের ঘরে যাওয়ার তখন বৌবাজারের দুর্গা পিতুরি লেনে অন্য মায়েরা পরিবার নিয়ে ঘর ছাড়ছেন বাসস্থানের খোঁজে।

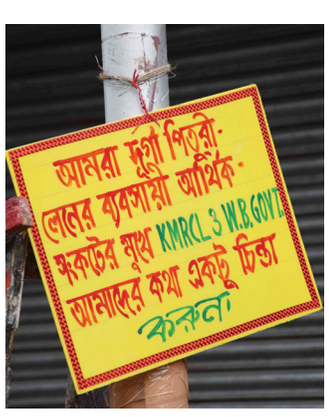

সব মিলিয়ে মন ভালো নেই কলকাতার। শরৎ এসেছে। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী দুর্গাপুজোকে রাজ্যের পর্যটনের ব্র্যান্ড বানাতে আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছেন ক্ষমতায় আসার পর থেকেই। পুজো কমিটিগুলোকে অনুদান দিচ্ছেন সরকারের তহবিল থেকে। এবারে তা দশ হাজার থেকে পঁচিশ হাজারে পৌঁছেছে। পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। আয়কর দফতর

হিসাব চাওয়ায় ক্ষুব্ধ হয়েছেন। অথচ সেই উৎসবের শহরে এমন বিপর্যয় পুরো আনন্দটাকেই মাটি করে দিয়েছে।

কলকাতায় বড় বাজেটের বড় বড় পুজোর মণ্ডপ শুরু হয়ে গিয়েছে বেশ কিছুদিন আগেই। প্রতিমাও রূপ পাচ্ছে অসুরদলনি দুর্গায়। নিজেদের উৎসবের আয়োজনের মাঝে শহরের দুঃখ কি তাদের আদৌ ছুঁয়ে যাচ্ছে? এই প্রশ্ন নিয়ে হাজির হয়েছিলাম বেশ কিছু পুজো উদ্যোক্তাদের কাছে। সকলেই বলছেন মন খারাপ। পুজোর আনন্দে এবছর কাঁটা হয়ে থাকবে বৌবাজার। শুধু গৃহস্থরাই নয় পুজোর মুখে কাজ ও রোজগার হারালেন বহু মানুষ। সোনা রুপোর কাজ করে পেট চালানো বহু পরিবার এখন অনিশ্চয়তার মধ্যে। আর কয়েকদিন পরেই আলোয় ভাসবে কলকাতা। পথ ভাসবে জনজোয়ারে। অন্ধকারে পড়ে থাকবে বৌবাজার।

এই অন্ধকার কাটাতে লক্ষ লক্ষ টাকা বাজেটের পুজো উদ্যোক্তারা কি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে পারেন না শহরের বিপদগ্রস্ত মানুষগুলোর দিকে। সকলেই বলছেন ভাবছি।

মাকে ফেরালো হ্যাম রেডিও

সুভাষ চন্দ্র দাশঃ গোসাবা বিহারের খাগারিয়া ষ্টেশনে প্রচুর ভিড়ের মধ্যে নিজের দুই সন্তানের কাছ থেকে হারিয়ে গিয়েছিলেন তাদের মাতৃদেবী। মা পথ ভুলে বিহার থেকে চলে এসেছিলেন সুদূর নদীনালা বেষ্টিত প্রত্যন্ত সুন্দরবনের গোসাবা এলাকায়। নদীনালা বেষ্টিত একাধিক দ্বীপের গ্রাম ঘুরে ঘুরে ঐ মহিলা গত প্রায় পনেরো দিন আগে চলে এসেছিলেন সোসাবা ব্লকের প্রত্যন্ত এক দ্বীপ কচুখালি গ্রামে। সেই গ্রামেরই এক যুবক তাকে অসুস্থ অবস্থায় উদ্ধার করে একটি মন্দিরে রেখে সেবাশুশ্রূষা করেন। পাশাপাশি হ্যাম রেডিওতে ছবি সহ ঐ বৃদ্ধার পূর্ণঙ্গ বিবরণ পাঠান। তার পরই দুই ছেলের হাতে তাদের নিখোঁজ মাকে ফিরিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ শুরু হয়ে যায়। দু'বছর পর হারানো মাকে ফিরিয়ে আনতে রওনা দিয়েছে দুই ছেলেও।

এরপর পাঁচের পাতায়

বিরোধিতার দিনেও ধৃত অনুপ্রবেশকারী

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ গত বৃহস্পতিবার কলকাতায় যখন এনআরসি বা নাগরিক পঞ্জির বিরোধিতা করে পথ মাতাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী তখন তাঁরই অধীনে থাকা কলকাতা পুলিশের এসটিএফ শিয়ালদহ স্টেশন চত্বর থেকে আটক করল অবৈধ অনুপ্রবেশের তিন দালালকে। সঙ্গে দুজন বাংলাদেশি নাগরিকও। অভিযোগ টাকার বিনিময়ে তারা বাংলাদেশি নাগরিকদের বনগাঁ সীমান্ত দিয়ে কলকাতায় পৌঁছে দিত। আবার ওই একই দিনে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটের মিনাখাঁ থানার চৈতল থেকে উদ্ধার হয়েছে প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র, অস্ত্র তৈরির সরঞ্জম এবং বোমার মশলা। জানা গেছে কারখানার ধৃত দুই কর্মীর বাড়ি বিহারের মুঙ্গেরে। মিনাখাঁর মাছ ব্যবসায়ী

এনআরসি

তাহিদ মোল্লার মেছোঘেরির আলাঘরে মুঙ্গের থেকে যন্ত্রপাতি এনে তৈরি হত অস্ত্র যা ইছামতি পেরিয়ে পাচার হত বাংলাদেশে।

সেই বাম আমল থেকেই বারবার অনুপ্রবেশ ও পাচারের অভিযোগ উঠেছে পশ্চিমবঙ্গের বিরুদ্ধে। আজকের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় খোদ অনুপ্রবেশ নিয়ে বাম নেতাদের বিঁধতেন।

আজকের মিছিলে হেঁটে বক্তৃতায় বলছেন এনআরসি হলে মানুষ রুখে দেবে। বিজেপি নেতারা অবশ্য একে আমল না দিয়ে বাংলায় এনআরসি চালুর পক্ষে মত দিয়েছেন। এরই মধ্যে দোলাচলে ভুগতে শুরু করেছে মানুষ।

এরপর পাঁচের পাতায়

নেতাজি 'মহাত্মা' রূপে ছিলেন ভারতে : স্বরূপানন্দ সরস্বতী

প্রিয়ম গুহঃ জন্ম ১৯২৪। ভারত ছাড়ো আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে ২ বছরের জেলও খাটেন এই স্বাধীনতা সংগ্রামী। তবে এখন তার পরিচয় ৭০তম শঙ্করাচার্য স্বরূপানন্দ সরস্বতী। আলিপুর বার্তাকে এক একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি আন্তর্জাতিক কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। বর্তমানে নেতাজিকে নিয়ে উত্তাল সারা দেশ। যার উৎস অবশ্যই বাংলা। সম্প্রতি যে সিনেমা বের হচ্ছে 'গুমনামী' সেটি হলো এ ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল। তার ওপর আবার এ বছর কেন্দ্রীয় সংস্থা পিআইবি–র একটি টুইট আরও উত্তাল করেছে। তবে শঙ্করাচার্যের কাছে এ বিষয় জানতে চাইলে তিনি অবিলম্বে বলে দেন, কোনও বিমান দুর্ঘটনাই হয়নি। উনি লুকিয়ে সাধু বেশে ভারতে প্রবেশ করেন এবং নিজের দেশেই তিনি স্বমহিমায় এক 'মহাত্মারূপে' ছিলেন। তিনি এও বলেন, বিশ্বের বীর দেশপ্রেমিক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু দেশবাসীর কাছে বের হননি, তার কারণ হলো বের হলেই তাকে তুলে দেওয়া হতো ব্রিটিশের হাতে। বা আরও অনেক কিছুই ঘটতে পারতো।

দেশের আর একটি প্রশ্ন এখন সকলের মুখে মুখে সেটি হলো রামমন্দিরের বিষয়ে। এ ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞাসা করতেই তিনি বললেন, ''বিচার করবেন মহামান্য আদালত। কিন্তু আমার বক্তব্য যদি জানতে চাও তাহলে আমি বলবো ধর্মে যে কোনও রাজা কিছু তৈরি করলে তা হয় কিনতে হয় নয় তো লড়ে নিতে হয়। কিন্তু এ বিষয়ে সেই জায়গার দুটির একটিও তথ্য নেই। বাবর যে কিনেছিল তার একটি কাগজপত্র কেন কোনও প্রমাণ নেই। এছাড়াও ওই জায়গায় যে মসজিদ ছিল তা হুমায়ুননামাতেও লেখা নেই। সব থেকে বড় কথা হলো মুসলমানেরা যেখানে মূর্তি থাকে সেখানে নামাজ পড়ে না। আর আমরা সবাই জানি যে জায়গাটা নিয়ে লড়াই সেখানে মূর্তি ছিল। তা হলে কি করে তারা দাবি করে? তাই আমার মত এ জায়গা রামেরই।''

বাংলার এক সমস্যা হচ্ছে গরু পাচারের সমস্যা তিনি বলেন, এখানে ১৪ বছরের ওপরে গরু কাটা যায় কিন্তু রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ বা আরও কিছু রাজ্য আছে সেখানে নিষিদ্ধ। সেক্ষেত্রে কিছু লোক চুরি করে এ রাজ্যের মাধ্যমে অন্য দেশে পাচার করে। তবে আমার মত সেনাদের অবশ্যই ধরা উচিত। এরপর তাকে যখন বলা হয় সেনাদের রাখার জায়গার অসুবিধা। তিনি বলেন, সকলকে এগিয়ে এসে এর সুফল নিতে হবে কারণ গরুকে কেন্দ্র করে অনেক শিল্প তৈরি করা সম্ভব। এলাকার মানুষের রোজগার বাড়বে। শুধু দুধ নয় গোমুত্র দিয়েও এখন তৈরি হয় বহু সামগ্রী। কারণ আমরা এখন বিষ খাচ্ছি। রাসায়নিক সার যুক্ত খাদ্য সামগ্রী খেয়ে আমাদের শরীরেও বিষ প্রয়োগ হচ্ছে। তাই এখন আমাদের উচিত জৈব সার ব্যবহার করা যা মূলত দিতে পারে গরু।

সেক্ষেত্রে বলা যায় এমতব্যবস্থা যদি সরকার নেয় তাহলে অনেকাংশেই উপার্জন বাড়বে এবং গরু পাচারের হাত থেকেও মুক্তি পাবে।

তিনি বলেন বাংলার মানুষ তাকে খুবই ভালোবেসেছেন, সম্মান করেছেন। আবারও সময় পেলেই ফিরে আসবেন বাংলায়। আগেও বহুবার এসেছেন। বারবার আসবেন। কারণ বাংলাকে তিনি ভালোবাসেন। উল্লেখ্য, তার সমিতির গোড়াপত্তন অর্থাৎ যে দণ্ড সাধুদের আমরা দেখি তা বাংলা থেকেই। বাংলার প্রতি তাই এক অন্য টান রয়েছে।

ছবি : নীলাঞ্জন মল্লিক

মেকানিক্যাল ইনস্টিটিউটের গবেষণা বলছে

জল শুদ্ধিকরণে জুড়ি মেলা ভার গোবরের

নিজস্ব প্রতিনিধি : সেন্ট্রাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট (সিএমইআরআই), দুর্গাপুর এবং ইইপিসি–র উদ্যোগে কলকাতায় ১৩ সেপ্টেম্বর আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থা শীর্ষক এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন ইইপিসি–র চেয়ারম্যান রবি সিগ্যাল, ভারত সরকারের শিল্প দফতরের অধীনে থাকা এই সংস্থা ব্যাঙ্গালুরুর পরে কলকাতায় তাদের শাখা খোলে। তিনি বলেন, ছোট, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগীদের কাজে এগিয়ে আসছে সিএমইআরআই এবং সিএসআইআর। উন্নত মানের উৎপাদনে প্রযুক্তিগত শিক্ষা প্রদান করবে তারাই।

সিএমইআরআই–এর প্রধান প্রফেসর হরিশ হিরানী বলেন, উৎপাদন শিল্প হচ্ছে অর্থনীতির শিরদাঁড়া। এবং এটিই পারে বেকারত্ব দূর করতে। যদিও গবেষণা এবং নতুন নতুন ভাবনার উন্মেষ ঘটানো প্রয়োজন এই উৎপাদন শিল্পের। তিনি আরও বলেন, আমরা এবার দুর্গাপুর থেকে বেরিয়ে সব জায়গায় পৌঁছানোর চেষ্টা করবো। আলিপুর বার্তাকে এক একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, তাদের কাজ হলো প্রযুক্তি মানুষের ঘরে এবং সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়া সেক্ষেত্রে সব থেকে বড় বিষয় হলো, আমাদের 'মেক ইন ইন্ডিয়া' প্রকল্প। তিনি দাবি করেন, এর প্রচার এবং সম্প্রসারের মাধ্যমে ভারত চিনকে অনায়াসে কুপোকাত করতে পারবে। কারণ, চিনের থেকে মৌলিক ভাবনায় ভারত বহু এগিয়ে। তবে সকলের সম্মিলিত শক্তিই পারবে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে। তিনি বলেন, গ্রামে গ্রামে হোক বা শহরে উন্মেষ ভাবনার বিষয়ে তাদেরকে যদি জানানো হয় তাহলে সেই ভাবনাটিকে বাস্তবায়িত করতে সাহায্য করবে তাদেরই সংস্থা।

এরপর পাঁচের পাতায়

স্বামীজির স্মৃতি নিয়েও পর্যটন মানচিত্রে আজও ব্রাত্য বজবজ

কুনাল মালিক : স্বামী বিবেকানন্দ সহ নানা মনীষীর স্মৃতি বিজড়িত ও নানা ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী দক্ষিণ ২৪ পরগনার বজবজ নগরী পর্যটন মানচিত্রে আজও বঞ্চিত। সেই বজবজ নগরীকে পর্যটন মানচিত্রে তুলে ধরতে এবং নানা ঐতিহাসিক স্থানগুলোকে সংরক্ষণ করতে বজবজ স্বামী বিবেকানন্দ স্মারক কমিটি আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর 'বজবজ এ টুরিজিম ডেস্টিনেশন' নামে একটি কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। আয়োজক কমিটির মধ্যে অন্যতম উদ্যোক্তা হলেন আঞ্চলিক ইতিহাসে গবেষক বজবজ পুরস্কার প্রাক্তন চেয়ারম্যান গণেশ ঘোষ। গণেশবাবু জানালেন, শিকাগো থেকে বিশ্বজয় করে দক্ষিণ ভারত থেকে বাংলার মাটিতে প্রথম পদার্পণ করেছিলেন বজবজের মাটিতে স্বামী বিবেকানন্দ। ১৮৯৭ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি বজবজ পুরাতন রেল স্টেশন থেকে শিয়ালদহ যান। বজবজ কালীবাড়িতে আছে ঐতিহাসিক খুকি কালী, বজবজের কেল্লা, কোমাগাটামারু, যুদ্ধের ইতিহাসে আজ সর্বজনবিদিত। বজবজ যুদ্ধের ইতিহাসে আজ সর্বজন বিদিত। বজবজ স্টেশনের নাম পরিবর্তন করে হয়েছে কোমাগাটামারু। এছাড়াও নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস, কাজি নজরুল ইসলাম, কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে বজবজ নগরীর রয়েছে নানা স্মৃতিকথা ও বাসস্থানের ইতিহাস। আছিপুরে আছে চিনা মন্দির ও টম অছুর সমাধিস্থল।

পুরনো বজবজ স্টেশনে স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতিবিজড়িত কক্ষ।

আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর বাংলা গ্রাম গবেষণা কেন্দ্র ও ক্যালকাটা কালচারাল সেন্টারের সহযোগিতায় বেশ কিছু গুণি মানুষ বজবজের ঐতিহাসিক স্থানগুলো পরিদর্শন করবেন। ম্যানুয়েল স্কুলে 'বজবজ এ ট্যুরিজম ডেস্টিনেশন' শীর্ষক একটি সেমিনারে অংশ নেবেন গুণিজনরা।

এই গুনিজনের মধ্যে থাকছেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি চিত্ততোষ মুখোপাধ্যায়, কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার সন্ধি মুখার্জি, সাংবাদিক দেবাশিস ভট্টাচার্য ও পল্লব মিত্র প্রমুখ।

আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক গণেশ ঘোষ জানালেন, আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটন দফতর ও হেরিটেজ কমিশনের কাছে কয়েকটি প্রস্তাব পেশ করব। সেই প্রস্তাবগুলো হল– কলকাতা হাইকোর্টের প্রথম বিচারপতি স্যর বার্নেশ পিকক ও দায়রা জজ বজবজের যে বাংলো বাড়ি থেকে ঘোড়ায় টানা গাড়ি করে কলকাতায় যাতায়াত করতেন, সেই বাড়িটি বর্তমানে বজবজ জুট মিলের অন্তর্গত। সেই বাড়িটি সংরক্ষণ করা হোক।

স্বামী বিবেকানন্দ যে ১ নম্বর জেটিতে পদার্পণ করেছিলেন, সেখানে একটি স্মারক স্তম্ভ নির্মাণ হোক।

বজবজ রেলস্টেশনে একটি ফটো ওয়ালের মাধ্যমে বজবজের ঐতিহাসিক স্থানগুলোকে তুলে ধরা হোক।

বাংলার শেষ নবাব সিরাজদৌল্লার ২০টি কামান বজবজ থেকে ফোর্ট উইলিয়ামে পাঠানো হয়। তার কয়েকটি বজবজে রাখা হোক। ইতিমধ্যেই কলকাতার মেয়রকে এ ব্যাপারে চিঠি পাঠানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বজবজ কালী বাড়ির নিকট পোর্ট ট্রাস্টের জমিতে একটি ট্যুরিস্ট লজ নির্মাণ করা হোক।

Alipur Barta: 53 year : Vol No.: 53, Issue No. 47, 14 September - 20 September, 2019

১১ হাজার পার করলে গতি, না করলে অগত্যা

পার্থসারথি গুহ

নিফটি ফের ১১ হাজারের দিকে ছুটে চলেছে। যদিও এই জায়গাতেই বেশ বড় চ্যালেঞ্জ বা রেজিস্ট্যান্সের মুখোমুখি হচ্ছে নিফটি মহারাজকে। অনুরূপভাবে সেনসেক্স বাবুও তার কিছু কড়া অনুশাসনের বাউন্ডারির সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এখন কথা হল আগামী ৩–৪ মাস কিছু দেশের রাজনীতির অস্থিরতা তুর্কীনাচন নাচাবে সূচকজোরকে? নাকি নতুন কোনও অধ্যায় চালু হবে । রাজনীতি বরাবরই ভারতের মতো দেশে ভালো প্রভাব ফেলে থাকে। অনেকসময় অর্থনীতির জিয়নকাঠিতে ফেলে মাপার চেষ্টা হয় রাজনৈতিক পটভূমিকে। তাতে দেখা যায় ভালো নম্বর পাচ্ছে কিছু অচলাবস্থা বা অস্থিরতা। যথারীতি রাজনীতির আবর্তে জন্ম হয় এসব ঘূর্ণাবর্তার। পরে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা শেপ নিতে শুরু করে।

এই মুহূর্তে ভারতের অর্থনীতি এখন যে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে তাতে খুব খারাপ কিছু হওয়ার আশঙ্কা করছেন না বিশেষজ্ঞরা। বড়জোর রাজনীতির চাপানউতোরের ঠেলায়

অর্থনীতি

ফের ভারতীয় সূচকগুলি একটা ভালো রকমের কারেকশন সেরে নিতে পারে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো সূচক নানা সময়ই নানাভাবে সংশোধনীর সম্মুখীন হয়েছে। তা বলে তার চালিকাশক্তি সে হারিয়ে ফেলে তা কিন্তু নয় মোটেই। বরং একেকটি কারেকশন নতুন করে উজ্জীবিত করে তোলে শেয়ার বাজারকে। সেরকমই একটা কিছু ধরে নিতে হবে আগামী ৩–৪ মাসের বাজারের অবস্থাকে। কারেকশন বড় আকারে হলেও এই উচ্চতা থেকে ২০–২৫ শতাংশের বেশি নিচে সূচককে কখনই দেখছেন না বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের মতে হোক কারেকশন। তাতে ভালো কিছু শেয়ারে অবস্থান নেওয়ার সুযোগ এসে যাবে 'পড়ে পাওয়া চৌদ্দআনা'র মতো।

গত ৫ বছরে ভারতের অর্থবাজার যে কারেকশন সম্পন্ন করেছে তাতে নিচের দিকে ৭ হাজার পর্যন্ত আসতে দেখা গিয়েছে নিফটিকে। সেনসেক্সও ওই ২০ হাজারের কাছ থেকে সাপোর্ট নিয়েছে। ব্যাঙ্ক নিফটি, আইটি ও ফার্মা সূচকও কারেকশনের মধ্যে দিয়ে আরও সমৃদ্ধ হয়েছে। ওষুধ সেক্টর তো শুধু এমনি কারেকশন করেই ক্ষান্ত থাকেনি। তার কারেকশন পর্ব ছিল টাইম ওয়াইজ বা অন্তর্বর্তীকালীন। এই কারেকশন বন্ধনীতে প্রায় বছর দুয়েকের বেশি গুজরান করতে দেখা গিয়েছে ফার্মা সূচককে। আর এই রাজনীতির সাপলুডোর ছকে যখন ভারতের অর্থবাজার আবর্তিত হবে তখন সেও ওষুধের ওপর বাজি ধরতে দেখা যাচ্ছে বাজার বিশেষজ্ঞদের। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো ওষুধ সেক্টরের মতো না হলেও ভারতীয় লগ্নিকারীদের অত্যন্ত পছন্দের মিডক্যাপেও কারেকশন নামক গ্রহণ ঘনিয়ে এসেছিল বেশ ভালোমতোই। সেই জায়গাটাই আবার যেন মেরামত হতে চলেছে। আর লোকসভা নির্বাচনের ডামাডোলের কথা ভেবেও ফার্মা ও মিডক্যাপকে এই বছরের অন্যতম সেরা থিম বলে অভিহিত করছেন শেয়ার তার্কিকরা। মিডক্যাপের ক্ষেত্রে তাঁদের বক্তব্য, ২০১৭

তে যে কাজ শুরু হয়েছিল জোরালোভাবে সেই বুল রানেই লাগাম পরে ছিল গত প্রায় ১ বছর। সেই চাকাই এবার ফের ঘুরে দাঁড়াবে বলে আশাবাদী পণ্ডিতরা।

মিডক্যাপ ও ফার্মা ছাড়াও ডলার চাঙ্গা থাকায় তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রেও এই বছর বুল হাওয়া জারি থাকার ওপর বাজি ধরছেন শেয়ার বিশেষজ্ঞরা। অর্থবাজারের ইতিহাস বলছে প্রতিটি সংশোধনের পর সূচক আরও পুষ্ট হয়। নতুন করে শক্তি লাভ করে ওপর দিকে চলার ব্যাপারে। আসলে প্রচণ্ড দাবদাহের পর এক পশলা বৃষ্টি যেমন চাতকের পরিতৃপ্তি মেটায় ঠিক তেমনই ব্যাপক বেড়ে যাওয়া বাজারকে লাগাম পরায় এক–একটি কারেকশন। আর এই কারেকশন আসেও নানা ফ্রেজে নানা ভাবে। তাতে মূলত বাজার উপকৃতই হয়। কাছাকাছি কিছু উদাহরণ তুলে ধরলে ব্যাপারটা আরও পরিস্কার হবে। ২০১৬ তে দীর্ঘ কারেকশনের পর নিফটি থিতু হয়েছিল ৭ হাজারের ঘরে। এই কারেকশনের পর যে পরিমাণ পুষ্টি বাজার লাভ করে তার ফলস্বরূপ ৬০ শতাংশের বেশি বৃদ্ধি পায় বাজার। এটা যে কতটা শক্তি জুগিয়েছিল বাজারকে তা বেশ বোঝা যায়। তারপরগত ২০১৮–র জানুয়ারি থেকে সংশোধনী নেমে এসেছে তা ঠিক একইভাবে সমৃদ্ধ করল অর্থবাজারকে। প্রসঙ্গত, এই কারেকশনের হাত ধরে ১০–১২ শতাংশ নিচে আসে উভয় সূচকই। এর ফলে বাজার সমতা বা ব্যালান্স লাভ করে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১৪ সেপ্টেম্বর – ২০ সেপ্টেম্বর, ২০১৯

মেষ : শরীরের দিকে বিশেষভাবে নজর দেবেন। মাতা বা মাতৃস্থানীয়ার সাহায্য পাবেন। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। শত্রুরা তৎপর হয়ে আছে আপনার ক্ষতি করার জন্য, কিন্তু তারা পরাস্ত হবে। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্যহানির যোগ।

বৃষ : দায়িত্বমূলক কাজগুলি যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে সমর্থ হবেন। মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। আর্থিক বিষয়ে নানারকম ঝামেলা ঝঞ্ঝাট ভোগ করতে হবে। লেখাপড়ায় বন বসতে চাইবে না। বন্ধু–বান্ধবরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্যহানির যোগ।

মিথুন : শিল্পী বা সাহিত্যিকদের পাতা সময়টি শুভদায়ক। লেখাপড়ায় আশানুরূপ ফল পাবেন। সন্তান–সন্ততী বিষয়ে ভাল ফল পাবেন। বিবাহ যোগ্য যোগ্যাদের বিবাহের যোগ রয়েছে। ব্যবসায় সাফল্য পাবেন।

কর্কট : স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে শুভ যোগাযোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে মিশ্র ফল পাবেন। বন্ধুদের দ্বারা উপকৃত হবেন। ব্যবসা–বাণিজ্যে কিঞ্চিৎ লাভযোগ লক্ষিত হয়। ভাগ্যের উন্নতির ক্ষেত্রে বাধা–বিঘ্ন আসবে। নূতন কর্মলাভের যোগ রয়েছে।

সিংহ : মনের সাহস নিয়ে এগিয়ে চলুন। লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন। কথাবার্তায় সংযমী হতে হবে। কর্মস্থলে সুনাম যশ বজায় থাকবে। ব্যবসায় পূর্বের তুলনায় কিছুটা শুভফল পাবেন। ভ্রমণের যোগ রয়েছে, তবে বিপদাশঙ্ক জায়গায় ঝুঁকি নেবেন না।

কন্যা : যতদূর সম্ভব মাথা ঠান্ডা রেখে কাজ করুন। অন্যের সঙ্গে ঝামেলা ঝঞ্ঝাট এড়িয়ে চলুন। আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন, কিন্তু সঞ্চয়ে বাধা আসবে, অতিরিক্ত চিন্তায় আপনার শরীর খারাপ হয়ে যাবে। লেখাপড়ায় ভাল ফল আশা করা যায়।

তুলা : ব্যবসায় আশানুরূপ ফল পাবেন না। দায়িত্বমূলক কাজে সফলতার যোগ রয়েছে। পায়ে চোট আঘাতের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় মিশ্রফল পাবেন। বেকারত্বের অবসান হবে। আর্থিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। শত্রুদের থেকে সাবধান থাকবেন।

বৃশ্চিক : আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। কিন্তু শরীর নিয়ে খুবই কষ্ট পাবেন। লেখাপড়ায় আশানুরূপ ফল লাভে বাধার যোগ রয়েছে, পিতার পক্ষে সময়টি শুভ ফলদায়ক। যোগাযোগমূলক কাজে সাফল্য লাভ করবেন। কর্মস্থলে পদোন্নতির যোগ রয়েছে।

ধনু : অর্থনৈতিক বিষয়ে খুব বেশি ভাল ফল পাবেন না। অনেকে নিম্নাঙ্গের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। কর্মস্থলে ঝামেলা–ঝঞ্ঝাট ভোগ করতে হবে। আধ্যাত্মিক বিষয়ে উন্নতির যোগ রয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষার যোগ রয়েছে। মাতার স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন।

মকর : গৃহভূমি সম্পর্কে বাধা থাকলেও শুভফল পাবেন। ব্যবসা–বাণিজ্যে লাভযোগ লক্ষিত হয়। আর্থিক বিষয়ে মোটামুটি ফল পাবেন। লেখাপড়ায় ফল ভালই হবে। ঠান্ডা জনিত পীড়ায় ও যকৃৎ পীড়ায় কষ্ট পাবেন। অন্যের দায়িত্ব নিতে যাবেন না।

কুম্ভ : ভাগ্যের উন্নতির পক্ষে সময়টি শুভ ফলদায়ক। রাস্তা–ঘাটে সাবধানে চলাফেরা করবেন। আর্থিক বিষয়ে বিবিধ প্রকার সমস্যা আসবে। শত্রুদের থেকে দূরে থাকুন। রক্তের উচ্চচাপ জনিত পীড়ায় কষ্ট পাবেন। আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে সদ্ভাব থাকবে না।

মীন : শিক্ষায় শুভফলের যোগ রয়েছে। নতুন নতুন কাজের যোগাযোগ আসবে। সন্তান–সন্ততি বিষয়ে শুভফল পাবেন। পতি–পত্নীর মধ্যে মতান্তরের যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে মোটামুটি ফল পাবেন। প্রস্রাব সংক্রান্ত পীড়ায় কষ্ট পাবেন।

স্টেট ব্যাঙ্কে ২৫২ অফিসার পদে নিয়োগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া ডেভেলপার, সিস্টেম / সার্ভার অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, ডাটাবেস অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার পদে ২৫২ জন লোক নিচ্ছে। কারা কোন পদের জন্য যোগ্য :

ডেভেলপার (জে এম জি এস–I) : কম্পিউটার সায়েন্স, আই টি বা কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাশরা যোগ্য। এম সি এ / এম এসসি (আই টি)/ এম এসসি. (কম্পিউটার সায়েন্স) কোর্স পাশরাও যোগ্য। অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট (কোডিং, টেস্টিং ও অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার), এন ই টি, অ্যাঙ্গুলার জে এস, কোর জাভা, ওরাকল, প্রোগ্র্যামিং ইত্যাদি বিষ অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। শূন্যপদ : ১৪৭টি (জেনাঃ ৬২, ও বি সি ৩৯, তঃ জাঃ ২২, তঃ উঃ জাঃ ১০, ই ডব্লু এস ১৪)।

সিস্টেম / সার্ভার অ্যাডমিনিস্ট্রেটর : কম্পিউটার সায়েন্স, আই টি বা কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাশরা যোগ্য। এম সি এ / এম এসসি (আই টি) / এম এসসি / এম এসসি (কম্পিউটার সায়েন্স) কোর্স পাশরাও যোগ্য। অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট (কোডিং, টেস্টিং ও অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার), এন ই টি, অ্যাঙ্গুলার জে এস, কোর জাভা, ওরাকল, প্রোগ্র্যামিং ইত্যাদি বিষয়ে অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। শূন্যপদ : ১৪৭টি (জেনাঃ ৬২, ও বি সি ৩৯, তঃ জাঃ ২২, তঃ উঃ জাঃ ১০, ই ডব্লু এস ১৪)।

সিস্টেম / সার্ভার অ্যাডমিনিস্ট্রেটর : কম্পিউটার সায়েন্স, আই টি, বা কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিগ্রি কোর্স পাশরা যোগ্য। এম সি এ /এম এসসি (আই টি)/ এম

কাজের খবর

এস সি (কম্পিউটার সায়েন্স) কোর্স পাশরাও যোগ্য। আই টি সেক্টর সিস্টেম বা সার্ভার অ্যাডমিনিস্টেশনের কাজে অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন। এন ই টি/ এ আই এক্স/আই বি এম লিনাক্স, ওরাকল ইত্যাদি কাজে জ্ঞান থাকতে হবে। শূন্যপদ : ৪৭টি (জেনাঃ ২১, ও বি সি ১২, তঃ জাঃ ৭, তঃ উঃ জাঃ ৩, ই ডব্লু এস ৪)।

ডাটাবেস অ্যাডমিনিস্ট্রেটর : কম্পিউটার সায়েন্স, আই টি বা কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাশরা যোগ্য। এম সি এ / এম এসসি (আইটি) / এম এসসি (কম্পিউটার সায়েন্স) কোর্স পাশরাও যোগ্য। আই টি সেক্টর সিস্টেম বা সার্ভার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কাজে অভিজ্ঞতা থাকেল অগ্রাধিকার পাবেন। এন ই টি /এ আই এক্স / আই বি এম

ইত্যাদি কাজে জ্ঞান থাকতে হবে। শূন্যপদ : ২৯টি (জেনাঃ ১৪, ও বি সি ৭, তঃ জাঃ ৪, তঃ উঃ জাঃ ২, ই ডব্লু এস ২)।

ক্লাউড অ্যাডমিনিস্ট্রেটর : কম্পিউটার সায়েন্স, আই টি, বা কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাশরা যোগ্য। এম সি এ / এম এসসি (আই টি) / এম এসসি (কম্পিউটার সায়েন্স) কোর্স পাশরাও যোগ্য। আই টি সেক্টর সিস্টেম বা সার্ভার অ্যাডমিনিস্টেশনের কাজে অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন। ক্লাউড কম্পিউটিং ইত্যাদি কাজে জ্ঞান থাকতে হবে। শূন্যপদ : ১৫টি (জেনাঃ ৮, ও বি সি ৩, তঃ জাঃ ২, তঃ উঃ জাঃ ১, ই ডব্লু এস ১)।

নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার : কম্পিউটার সায়েন্স, আই টি বা কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিয়ের ডিগ্রি কোর্স পাশরা যোগ্য। এম সি এ/এম এসসি (আইটি)/এম এসসি (কম্পিউটার সায়েন্স) কোর্স পাশরাও যোগ্য। আই টি সেক্টর সিস্টেম নেটওয়ার্ক বা ব্যাঙ্কিং নেটওয়ার্কের কাজে অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন। এন ই টি/নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি, নেটওয়ার্কিং কনসেপ্ট ইত্যাদি কাজে জ্ঞান থাকতে হবে। শূন্যপদ : ১৪টি (জেনাঃ ৮, ও বি সি ৩, তঃ জাঃ ১, তঃ উঃ জাঃ ১, ই ডব্লু এস ১)।

সব পদের বেলায় বয়স গুণতে হবে ৩০–৬–২০১৯'র হিসাবে ৩০ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও বি সিরা ৩ বছর, প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর ও প্রাক্তন সমরকর্মীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। মূল মাইনে ২৩,৭০০ – ৪২,০২০ টাকা। বিজ্ঞপ্তি নং : CRPD/SCO-System/2019-20/11.

দরখাস্ত দেখে বাছাই প্রার্থীদের পরীক্ষা (টেস্ট) ও ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাকা হবে। অনলাইন পরীক্ষা হবে ৩০ অক্টোবর, কলকাতা, পাটনা, রাঁচী, ভুবনেশ্বর, গুয়াহাটিতে। এই পরীক্ষায় থাকবে এইসব বিষয় : ইংলিশ ল্যাঙ্গোয়েজ, রিজনিং, কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড ও পেশাগত জ্ঞান। ১০০ নম্বরের ১৬০ মিনিটের পরীক্ষা। পেশাগত জ্ঞানের পেপার ছাড়া অন্য সব পেপারে কোয়ালিফাইং নম্বর পেয়ে থাকতে হবে। পরীক্ষার কল লেটার ডাউনলোড করতে পারবেন ১০ অক্টোবর থেকে।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। এই ওয়েবসাইটে : www.sbi.co.in/www.sbi.co.in/ www.statebankofindia.com

নাম রেজিস্ট্রেশন করার আগে বৈধ ই–মেল আই ডি থাকতে হবে। এছাড়াও অনলাইনে নাম রেজিস্ট্রেশন করার আগে পাসপোর্ট মাপের ফটো ও সিগনেচার জে পি জি বা জে পি ই জি ফর্মাটে স্ক্যান করে নিয়ে যাবেন। ফটো রঙিন হতে হবে ও ফটো ২০০ × ২৩০ পিক্সেল হতে হবে। সিগনেচার ১৪০ × ৬০ পিক্সেল হতে হবে। ফটো ও সিগনেচার ২০০ ডি পি আই'তে স্ক্যান করবেন।

প্রথমে ওপরের এই ওয়েবসাইটে গিয়ে যে মাধ্যমে ফি দেবেন, তার জন্য Offline/Online সিলেক্ট করবেন। এবার যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তখন পাসওয়ার্ড ও রেজিস্ট্রেশন নম্বর পাবেন। এবার পরীক্ষা ফি বাবদ ৭৫০ টাকা (তপশিলী ল প্রতিবন্ধী হলে ১২৫) টাকা ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড বা নেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে জমা দেবেন। সব ক্ষেত্রে ফি জমা দেওয়ার আগে ফটো ও সিগনেচার আপলোড করে নেবেন। সব শেষে সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নিজের কাছে রেখে দেবেন। পরীক্ষার সময় ফটো আইডেনটিটি কার্ড হিসাবে ভোটার কার্ড, পাসপোর্ট, আধার কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স, ব্যাঙ্ক পাশবুক ইত্যাদি প্রমাণপত্রের মূল ও প্রত্যয়িত জেরক্স নিয়ে যাবেন।

শব্দবার্তা ১৪৫

শুভজ্যোতি রায়

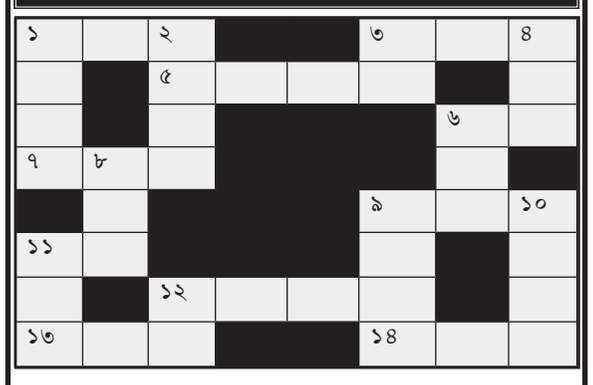

পাশাপাশি

১। পেট পরিষ্কার করার ওষুধ ৩। প্রথম ৫। বৃষ্টিপাতের শব্দ ৬। জেলখানা, কয়েদ ৭। মুছতে লাগে ৯। জাহান্নাম ১১। টেলিগ্রাম ১২। এক বাদ্যযন্ত্র ১৩। স্বর্ণ, সোনা ১৪। সংগীতের স্বরকম্পন বিশেষ।

উপর–নীচ

১। জবরদস্তি ২। সহচর, কটিবন্ধ ৩। ফল তবে রসাল ৪। হালুইকর ৬। সমাপ্ত, শেষ ৮। 'কবে আমি — হলেম তোমারি গান গেয়ে' ৯। উত্তমকুমার অভিনীত একটি বাংলা ছবি ১০। কড়ি ১১। খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর ১২। আন্দাজ, অনুমান।

সমাধান : শব্দবার্তা ১৪৪

পাশাপাশি : ১। কবিকল্পনা ৪। অলি ৫। উলেমা ৬। জালপাদ ১০। মহরম ১২। বিরাগ ১৩। বোকা ১৪। মহারজত।

উপর–নীচ : ১। কমিউনিজম ২। কম্পমান ৩। নামজাদা ৪। অজপা ৭। দরবিগলিত ৮। রামশ্যাম ৯। অবিচার ১১। হলকা।

কেন্দ্রীয় সংস্থায় ৩ হাজার কর্মী নিয়োগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের অধীন ব্রডকাস্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কনসালট্যান্টস ইন্ডিয়া লিমিটেড স্কিল্ড ম্যানপাওয়ার ও আন–স্কিল্ড ম্যানপাওয়ার পদে ৩,০০০ জন লোক নিচ্ছে। কারা কোন ট্রেডের জন্য যোগ্য :

স্কিল্ড ম্যানপাওয়ার : আই টি আই থেকে ইলেক্ট্রিক্যাল বা, ওয়ারম্যান ট্রেডের সার্টিফিকেটে কোর্স পাশ কিংবা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমা কোর্স পাশ হলে যোগ্য। তবে সব ক্ষেত্রে ইলেক্ট্রিক্যাল সেফটির প্রসেস ওভারহেড সার্টিফিকেট কোর্স পাশ যেতে হবে। ইংরিজি ও হিন্দিতে লিখতে ও পড়তে পারা দরকার। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৪৫ বছরের মধ্যে। পারিশ্রমিক মাসে ৯,৩৮১.০৬ টাকা। শূন্যপদ : ১,৫০০ টি।

আন–স্কিল্ড ম্যানপাওয়ার : ক্লাস এইট পাশরা যোগ্য। ইলেক্ট্রিক্যাল সংক্রান্ত বিষয়ের কাজে অন্তত ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ১৫ থেকে ৪৫ বছরের মধ্যে। পারিশ্রমিক মাসে ৭,৬১৩.৪২ টাকা। শূন্যপদ : ১,৫০০টি। চাকরি হবে উত্তর প্রদেশে। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং : BECIL/CONTRACT JOB/PVVNL/Advt.2019/03.

প্রার্থী বাছাই হবে শিক্ষাগত যোগ্যতায় পাওয়া নম্বর দেখে। এরপর ইন্টারভিউ হবে। সাক্ষাৎকার, সার্টিফিকেট ভেরিফিকেশন ইত্যাদি হবে ২০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। জয়েনিং হবে ১ অক্টোবর থেকে। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ১৬ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে : www.beciljobs.com এজন্য বৈধ একটি ই–মেল আই ডি থাকে হবে। এছাড়াও পাসপোর্ট মাপের ফটো ও সিগনেচার স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর পরীক্ষা ফি বাবদ ৫০০ (তপশিলী, প্রতিবন্ধী হলে ২৫০) টাকা NEFT/RTGS করতে হবে এই শিরোনামে : BROADCAST ENGINEERING CONSULTANTS INDIA LIMITED, Name of Bank : Corporation Bank, Ac. No. 510341000702746. IFSC : CORP 000031, Branch Address : Corporation Bank, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003. আরোও বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে। এ বছর আগস্টে এই পদে যাঁরা দরখাস্ত করেছেন, তাঁরা আর করবেন না।

পশ্চিমবঙ্গ স্টাফ সিলেকশন কমিশনের মাধ্যমে

রাজ্যে ৩৩,৬৮৭ শূন্যপদের বিজ্ঞপ্তি শিগগিরই বেরোচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গ অর্থ দফতর ২৯ আগস্ট এক বিজ্ঞপ্তিতে (No. 4898-F-P2) জানান, রাজ্যে গ্রুপ–এ, গ্রুপ–বি, গ্রুপ–সি ও গ্রুপ–ডি পদে প্রায় ৩৩,৬৮৭ টি শূন্যপদে লোক নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর মধ্যে গ্রুপ– বি ও গ্রুপ সি পদে প্রায় ২২,৮৫০টি শূন্যপদে লোক নিয়োগ করা হবে পশ্চিমবঙ্গ স্টাফ সিলেকশন কমিশনের মাধ্যমে।

২০১২ সালে পশ্চিমবঙ্গ স্টাফ সিলেকশন কমিশন (এস এস সি) আইন তৈরি হয়। ২০১৩ সালে অর্থ দফতর গ্রুপ বি ও গ্রুপ – সি পদে নিয়োগের জন্য দায়িত্ব দেয় স্টাফ সিলেকশন কমিশনকে। কয়েক বছর কাজ করার পর আবার বিল পাস করে এই স্টাফ সিলেকশন কমিশনকে তুলে দেয় রাজ্য সরকার। তারপর ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বর মাস নাগাদ অর্থ দফতর বিজ্ঞপ্তি জারি করে গ্রুপ – বি ও গ্রুপ – সি পদে নিয়োগের দায়িত্ব দেয় পশ্চিমবঙ্গ পাব্লিক সার্ভিস কমিশনকে।

রাজ্য সরকার দ্রুত শূন্যপদ পূরণের জন্য আবার স্টাফ সিলেকশন কমিশনকে ফিরিয়ে আনতে চাইছে। তাই বিধানসভায় 'দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টাফ সিলেকশন কমিশন (রিপিলিং) (রিপলিং) বিল ২০১৯' পাস হয়। এবার থেকে স্টাফ সিলেকশন কমিশনের মাধ্যমে গ্রুপ–বি ও গ্রুপ সি পদে লোক নিয়োগ করা হবে । গ্রুপ– বি ও গ্রুপ – সি পদে লোক নিয়োগ করা হবে। গ্রুপ – বি পদে শূন্যপদ আছে ৯,১২৭ (জেনা: ৫০১৯, তঃজাঃ ২০০৮, তঃ উঃ জাঃ ৫৪৮, ও বি সি – এ ক্যাটেগরি ৯১৩, ও বি সি – বি ক্যাটেগরি ৬৩৯, প্রতিবন্ধী ৩৬৫)। গ্রুপ – সি পদে শূন্যপদ আছে ১৩,৭২৩টি (জেনাঃ ৭,৫৪৮ টি, তঃ জাঃ ৩,০১৯টি, তঃ উঃ জাঃ ৮২৩টি, ও বি সি – এ ক্যাটেগরি ১,৩৭২টি, ও বি সি – বি ক্যাটেগরি ৯৬১টি, প্রতিবন্ধী ৫৪৯টি)। গ্রুপ – সি পদে আছে লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক / অ্যাসিস্ট্যান্ট, ফুডের সাব ইন্সপেক্টর, আবগারি দফতরের অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব–ইন্সপেক্টর, কৃষি প্রযুক্তি সহায়ক, ভূমি সহায়ক, আমিন, ড্রাফটসম্যান, ভেটেরিনারি ফার্মাসিস্ট, ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্ট, কৃষি বিভাগের অধীন ডিরেক্টরেট অফ অ্যাগ্রিকালচার 'মেটেরোলজিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট', স্টেনোগ্রাফার, মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট ইত্যাদি।

গ্রুপ – বি পদে আছে বিভিন্ন জেলা অফিস ও রিজিওন্যাল অফিসের বিভিন্ন দফতরে কাজের জন্য 'ইন্সপেক্টর', 'মাইনরিটি ডেভেলপমেন্ট অফিসার', 'রিসার্চ ইনভেস্টিগেটর' ও 'ফিসারি এক্সটেনশন অফিসার' সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও মাদ্রাসা শিক্ষা দফতরে কাজের জন্য 'ইন্সপেক্টর অফ ওয়াকফ (গ্রুপ– বি)', গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজি কলেজে কাজের জন্য 'টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট' ইত্যাদি।

গ্রুপ – এ পদে শূন্যপদ আছে ৪,০৫৭টি। এর মধ্যে জেনারেল ২,২৩১, তঃ জাঃ ৮৯৩টি, তঃ উঃ জাঃ ২৪৩টি, ও বি সি – এ ক্যাটেগরি ৪০৬ টি, ও বি সি – বি ক্যাটেগরি ২৮৪ টি, প্রতিবন্ধী ১৬২ টি।

গ্রুপ – ডি পদে শূন্যপদ আছে ৬,৭৮০ টি (জেনাঃ ৩,৭২৯টি, তঃ জাঃ ১,৪৯১ টি, তঃ উঃ জাঃ ৪০৭টি, ও বি সি – এ ক্যাটেগরি ৬৭৮, ও বি সি – বি ক্যাটেগরি ৪৭৫টি, প্রতিবন্ধী ২৭১টি)।

রাজ্য সরকারের গ্রুপ – ডি নিয়োগের জন্য গ্রুপ – ডি রিক্রুটমেন্ট বোর্ড আছে। কিন্তু দ্রুত নিয়োগের জন্য গ্রুপ – ডি পদে নিয়োগও পশ্চিমবঙ্গ স্টাফ সিলেকশন কমিশনের মাধ্যমে হতে পারে।

রাজ্য অর্থ দফতর থেকে জানা গেছে, চলতি মাসেই রাজ্য সররকারের শূন্যপদ নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি বেরোবে।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে
৯৮৭৪০১৭৭১৬

পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিসের স্কুলের সাব–ইন্সপেক্টর ও মোটর ভেহিক্যাল ইন্সপেক্টর পদের ইন্টারভিউ

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সাব–ইন্সপেক্টর অফ স্কুল পদের লিখিত পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে। সফলদের রোল নম্বরের তালিকা পাবেন এই ওয়েবসাইটে : www.pscwbonline.gov.in সফলদের ইন্টারভিউ শুরু ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে। চলবে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। ইন্টারভিউয়ের কল লেটার ডাউনলোড করতে পারবেন ৯ সেপ্টেম্বর থেকে।

অন্যদিকে, পশ্চিম পাবলিক সার্ভিস কমিশনের জুডিশিয়াল সার্ভিস পরীক্ষায় সফলদের ইন্টারভিউ শুরু হয়েছে। চলবে ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। এছাড়াও মোটর ভেহিক্যাল ইন্সপেক্টর (নন–টেক) পদের ইন্টারভিউ চলবে ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।

আতস কাঁচে

আত্মঘাতী নাবালিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি: গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হল রূপা দাস নামে এক বছর ১৭ নাবালিকা। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার রাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী থানার কাঁঠালবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকায়। ক্যানিং থানার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে বছর সতেরোর ওই নাবালিকা শুক্রবার রাতে আচমকা গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলতে থাকে। পরিবারের লোক দেখতে পেয়ে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। রাতেই ওই নাবালিকার মৃত্যু হয়। প্রণয় ঘটিত কারণ না অন্য কোনও কারণে এমন ঘটনা ঘটলো সে বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ডায়মন্ডহারবারে অজগর উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি: বন দফতরের কর্মীরা প্রায় ৮ ফুট লম্বা একটি

অজগর সাপ উদ্ধার করল। এই বিশাল বড় সাপ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন গ্রামবাসীরা। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার দুপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ডায়মন্ডহারবার বিধানসভা কেন্দ্রের রামনগর থানার আশাপুর গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে আশাপুর গ্রামের বাসিন্দা স্বপন আদকের বাড়ির একটি পুকুর ধারে একটি অজগর সাপকে দেখতে পায় বেশ কিছু মানুষজন। তারা সাপ দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। তারা সঙ্গে সঙ্গে খবর দেয় থানায় ও বন দফতরে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ বাহিনী ও ডায়মন্ডহারবার রেঞ্জের বন কর্মীরা। সাপটিকে জাল দিয়ে ধরে রেসকিউ করে বন কর্মীরা। ডায়মন্ডহারবার রেঞ্জ ফরেস্ট ক্যাম্পে সাপটিকে উদ্ধার করে আনা হয়। সেখানে সাপটির পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন চিকিৎসকরা। বর্তমানে সুস্থ আছে সাপটি।বন কর্মীরা অজগর সাপটিকে জঙ্গলে ছেড়ে দেয়। বন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে প্রায় ৮ ফুট লম্বা একটি অজগর সাপ উদ্ধার করা হয়েছে। সাপটিকে চিকিৎসকরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সুস্থ আছে জানার পর সাপটিকে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

ট্রাক উল্টে জখম

নিজস্ব প্রতিনিধি: লাল বালি ভর্তি একটি ট্রাক উল্টে জখম হলেন ট্রাকের খালাসি ও চালক। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার ভোর রাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার কালীমন্দির এলাকার ক্যানিং গোলাবাড়ি রোডে।ট্রাকটি উল্টে যাওয়ায় অল্পবিস্তর আহত হয়েছে চালক রফিকুল লস্কর ও খালাসি মোজাফ্‌ফর লস্কর।স্থানীয় সূত্রে জানাগেছে বর্ধমান থেকে লাল বালি নিয়ে একটি ট্রাক ক্যানিংয়ের হেড়োভাঙায় যাওয়ার সময় শুক্রবার ভোর রাতে কালীমন্দির বাসমোড়ের কাছে রাস্তার পাশে আচমকা উল্টে গেলে চালক এবং খালাসি অল্পবিস্তর আহত হয়।বিকট আওয়াজ শুনে স্থানীয় গ্রামবাসীরা দৌড়ে গিয়ে চালক এবং খালাসি কে উল্টে যাওয়া ট্রাকের ভিতর থেকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করেন।গ্রামবাসীদের ধারণা সুদূর বর্ধমান থেকে বালি নিয়ে আসা ট্রাকের চালক এবং খালাসি সম্ভবত ঘুমিয়ে পড়ায় এমন দুর্ঘটনা ঘটে থাকতে পারে।উদ্ধারের পর চালক এবং খালাসি পলাতক। ঘটনাস্থলে ক্যানিং থানার পুলিশ হাজির হয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

গুরুতর জখম গৃহবধূ

নিজস্ব প্রতিনিধি: পুকুর ঘাটে পা ধোওয়ার জন্য নেমেছিলেন গৃহবধূ। আচমকা পা পিছলে পড়ে গিয়ে নাকে মুখে ব্যাপক আঘাত লাগায় গুরুতর জখম হন গৃহবধূ ভর্তা মন্ডল। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার রাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার দিঘীরপাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের ২ নম্বর দিঘীরপাড় গ্রামে।পরিবারের লোকজন ওই গৃহবধূকে দীর্ঘক্ষণ খুঁজে না পেয়ে পুকুর ঘাটে গিয়ে দেখেন সে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। মুহূর্তে পরিবারের লোকজন তাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। ওই গৃহবধূর নাকে মারাত্মক আঘাত লাগায় বর্তমানে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

ঘরের চাল থেকে পড়ে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি: ঘরের চাল থেকে পড়ে মৃত্যু হল এক ব্যাক্তির। মৃতের নাম বিমল মন্ডল(৫৫)। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার দিঘীরপাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের ২নম্বর দিঘীরপাড় কাঠপোল এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই প্রবল বর্ষণের ফলে বিমল মন্ডলের একটি অ্যাসবেসটসের চালা ঘরের জল পড়তে থাকে। দুপুর নাগাদ একটি ত্রিপল নিয়ে ঘরের চালে উঠে ত্রিপল লাগাচ্ছিলেন। সেই সময় আচমকা ঘরের চাল থেকে পা পিছলে নীচে একটি কংক্রিটের বিমের উপর পড়ে যায়। পরিবার সহ প্রতিবেশীরা তড়িঘড়ি ওই ফুচকা বিক্রেতাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। তার কোমরে মারাত্মক আঘাত লাগায় অবস্থা সংকটজনক হওয়ায় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসকরা কলকাতায় স্থানান্তরিত করেন। কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার পথেই উত্তরভাগ এলাকায় বিমলবাবুর মৃত্যু হলে পুনরায় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে মৃতদেহ নিয়ে আসেন পরিবারের লোকজন। ক্যানিং থানার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়েছে। এদিকে এই ফুচকা বিক্রেতার মৃত্যুর খবর এলাকায় পৌঁছালে নেমে আসে গভীর শোকের ছায়া।

ছাত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি: এক নবম শ্রেণীর ছাত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ালো।মৃত ছাত্রীর নাম রীণা মন্ডল(১৫)।সে স্থানীয় নলিয়াখালি হরিনারায়ণী বিদ্যাপীঠের নবম শ্রেণীর ছাত্রী।ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার সকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার নিকারীঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম হাতামারী গ্রামে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এই পশ্চিম হাতামারী গ্রামে ছাত্তার মন্ডলের মেজো মেয়ে রীণা মন্ডলের সাথে প্রতিবেশী এক যুবকের প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে।এই ঘটনা জানাজানি হওয়ায় কয়েক সপ্তাহ আগে ওই ছাত্রীর পরিবারের লোকজন তাকে সামান্য একটু বকাঝকা করে।

এরপরই সব কিছুই ঠিকঠাকই চলছিল।অন্যান্য দিনের মতো বৃহস্পতিবার রাতে পড়াশোনা করে রাতের খাবার খেয়ে নিজের ঘরে চলে যায় ঘুমানোর জন্য।শুক্রবার সকাল বেলায় পরিবারের সকলে ঘুম থেকে উঠলেও রীণা না ওঠায় সকাল সাতটা নাগাদ তার ছোট বোন দিদিকে ডাকাডাকি করতে থাকে। কোনও সাড়াশব্দ না পেয়ে দরজা ঠেলে ঘরের ভিতরে দেখতে পায় তার দিদি গলায় দড়ি দেওয়া অবস্থা ঝুলছে।এমন ঘটনার কথা চাউর হতে ছাত্তার মন্ডলের বাড়িতে প্রতিবেশীরা ভীড় জমাতে থাকেন।খবর যায় পুলিশে।খবর পেয়ে ক্যানিং থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়েছে,পাশাপাশি মৃত ছাত্রীর কাছ থেকে একটি সুইসাইড নোট উদ্ধার করেছে পুলিশ।এই ঘটনায় জ।তি সন্দেহে স্থানীয় ভোলা নামে এক যুবককে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদও শুরু করেছে পুলিশ।

ঠিক কি কারণে ওই ছাত্রী আত্মহত্যা করলো সে বিষয়ে উদ্ধার হওয়া সুইসাইড নোট এর উপর ভিত্তি করে সঠিক কারণ জানার জন্য তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

চাষি জীবনের দুর্দশা প্রতিরোধে ক্যানিংয়ে বিডিও এবং বিএলএলআরওতে বিক্ষোভ

সুভাষ চন্দ্র দাশ: বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে চাষি জীবনের দুর্দশা প্রতিরোধে এক বিশাল মিছিল সহকারে ক্যানিংয়ে বিডিও এবং বিএলএলআরও তে এসইউসিআই-এর সারা ভারত কিষাণ ও ক্ষেতমজুর সংগঠনের ক্যানিং ১শাখার পক্ষ থেকে গণ বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন কর্মসূচি হল বুধবার বিকালে। এদিন বিকালে কয়েক হাজার চাষি সহ এসইউসিআই দলের সারা ভারত কিষাণ ও ক্ষেতমজুর সংগঠনের নেতৃত্বরা পূর্বনিধারিত সূচি অনুযায়ী বিশাল মিছিল করে ক্যানিং বিডিও অফিসের নিকট জমায়েত হন।পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি বিক্ষোভ মিছিল হওয়ায় ক্যানিং বিডিও অফিস চত্বরে প্রচুর পুলিশ বাহিনী ছিল মোতায়েন।

উল্লেখ্য, যথা সময়ে বৃষ্টির অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত চাষিদের ক্ষতিপূরণ,ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক ও ক্ষেত মজুরদের মাসে মাথাপিছু ১০ কেজি চাল দেওয়া,কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার থেকে বিনামূল্যে সার-বীজ প্রদান,২০১৯-২০ বর্ষে চাষিদের সমস্ত কৃষি ঋণ মুকুব,৬০ বছরের উর্ধদের কৃষি পেনশন প্রদান,জবকার্ড হোল্ডারদের বছরে ২০০ দিনের কাজ ও ৩০০টাকা মজুরি, দুর্নীতিমুক্ত জমি রেকর্ডের ব্যবস্থা,বেহাল রাস্তা মেরামত করা,প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় দলবাজি না করে সকলকে অগ্রাধিকার তালিকার ভিত্তিতে ঘর দেওয়া সহ ১১ দফা দাবি সম্মিলিত একটি স্মারকলিপি এসইউসিআই দলের এক প্রতিনিধি দল ক্যানিং বিডিও নীলাদ্রী শেখর দে'র হাতে তুলে দেন। ডেপুটেশন এবং বিক্ষোভ মিছিলে এসইউসিআই দলের মুজিবর মন্ডল,নির্মল মন্ডল,প্রাণতোষ নস্কর,গোবিন্দ হালদার,কুতুবুদ্দিন সরদার,খোকন আখন্দ সহ বিশিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।

এসইউসিআই ক্ষেতমজুর সংগঠনের নেতা ইয়াহিয়া আখন্দ বলেন, অঞ্চলে অঞ্চলে ঘর দেওয়ার নাম করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাটমানি নিচ্ছেন নেতারা। তাছাড়াও চলতি বছরে অসময়ে বৃষ্টি হওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে চাষিরা। তাঁরা যাতে সরকারের পক্ষ থেকে ক্ষতিপূরণ পায় সেই জন্য আমাদের এই গণবিক্ষোভ কর্মসূচি।

এনআরসি বাতিলের দাবিতে তৃণমূলের মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি: এনআরসি আইন (জাতীয় নাগরিকপঞ্জি) বাতিলের দাবিতে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিলে সামিল হল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং ১ নম্বর ব্লকের যুব তৃণমূল কংগ্রেস।

রবিবার প্রতিবাদ মিছিলের নেতৃত্বদেন ক্যানিংয়ের যুব তৃণমূল সভাপতি পরেশ রাম দাস।এছাও এদিন মিছিলে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদ সদস্য সুশীল সরদার,ক্যানিং ব্লক যুব তৃণমূল সহ সভাপতি অর্ণব রায়, মাতলা ১ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান হরেন ঘোড়ুই সহ অন্যান্য বিশিষ্ট যুব নেতানেত্রী।

রবিবার সকালে প্রবল বৃষ্টি উপেক্ষা করে প্রতিবাদ মিছিল সমগ্র ক্যানিং শহর পরিক্রমা করে। শেষে ক্যানিং বাসস্ট্যান্ড একটি প্রতিবাদ সভা করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন যুব তৃণমূল কর্মীরা। মিছিলে অংশগ্রহণকারী যুব তৃণমূলকর্মী সমর্থকদের দাবি আমাদের মাতৃভূমি বাংলা। এই বাংলাতে আমরা বসবাস করি। কেন্দ্রীয় সরকার এনআরসি আইন চালু করে আমাদেরকে বিপদে ফেলতে যে চক্রান্ত শুরু করছে। তা আমরা মানবো না। পাশাপাশি তাঁদের আরও দাবি এই বাংলা কোন দিন টুকরো হতে দেবো না, বাংলা থেকে কাউকে বিতাড়িত করা যাবে না।

ক্যানিংয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের যুব সভাপতি পরেশ রাম দাস বলেন মূল্যদ্রব্য বৃদ্ধি থেকে শুরু করে একে পর এক আইন প্রণয়ন করে কেন্দ্র সরকার যেভাবে মানুষের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করছেন সেটা আমরা কিছুতেই হতে দেবো না। এই বাংলার মাটি ঐক্যবদ্ধ। আমরা ঐক্যবদ্ধ ভাবে মূল্যবৃদ্ধি থেকে শুরু করে এনআরসি বাতিলের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। যুবনেতা তথা মাতলা ২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান উত্তম দাস বলেন,বাংলায় সর্ব্বধর্ম সমন্বয়ে সম্প্রীতি এক উচ্চ শিখরে আমরা বসবাস করে আসছি।আমরা সকলে ঐক্যবদ্ধ, আমাদের মধ্যে কোনও জাতি ভেদাভেদ নেই। কেন্দ্রীয় সরকার এনআরসি চালু করে বাংলায় জাতিগত বিভাজন সৃষ্টি করে ভেদাভেদ করতে চাইছে। সেই এনআরসি বাতিলের প্রতিবাদে আমরা রাজপথে নেমেছি। এদিন বৃষ্টি উপেক্ষা করে প্রায় ১৫ হাজার যুব তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থক প্রতিবাদ মিছিলে অংশ গ্রহণ করেন। যার জেরে এদিন সকালে সাময়িক ভাবে যানজট সৃষ্টি হয়ে স্তব্ধ হয়ে পড়ে সমগ্র ক্যানিং শহর।

উত্তরবঙ্গের আঙিনায়

সীমান্ত থেকে গরু উদ্ধার

কুশল দাশগুপ্ত, শিলিগুড়ি: শিলিগুড়ি মহকুমার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় রাতে বিডিও অফিস পার্শ্ববর্তী এলাকা দিয়ে বেশ কিছু গরু পাচার করা হচ্ছে বলে জানতে পারে বি এস এফ। খবর পেয়ে কর্মরত বিএসএফ জাওয়ানরা ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে চারটি গরু আটক করে। গরু আটক হলেও পাচারকারীকে ধরতে পারেনি বিএসএফ। উদ্ধার হওয়া গরুগুলি ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয় বিএসএফে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বিএসএফ এর অভিযোগের ভিত্তিতে ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ।

অন্যদিকে ১৩ সেপ্টেম্বর দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ির ভারত-নেপাল সীমান্তে দশটি গরু উদ্ধার করল এসএসবির আট নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা। এসএসবির জওয়ানদের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছে মোহাম্মদ সেমেরুল নামে এক যুবক এবং তাকে তুলে দেওয়া হয়েছে নকশালবাড়ি থানার পুলিশের হাতে। এসএসবি সূত্রে জানা গিয়েছে ভারত-নেপাল সীমান্তের 36 নম্বর পিলারের কাছে দশটি গরুসহ তিনজন ভারতে ঢোকে।এসএসবি এগিয়ে যেতেই বিপদ বুঝে দুজন পালিয়ে যায়। ঘটনাস্থল থেকে গরু পাচারের অভিযোগে একজনকে আটক করে নকশালবাড়ি পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। নকশালবাড়ি থানার ওসি সুজিত দাস জানিয়েছেন এসএসবি একজনকে তাদের হেফাজতে দিয়েছে। গরুগুলোকে খোঁয়াড়ে পাঠানো হযেছে এবং অভিযুক্ত যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

কাফ সিরাপ সহ ধৃত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের ভক্তিনগর থানার সাদা পোশাকের পুলিশের অভিযান, প্রচুর কাফ সিরাপ সহ গ্রেফতার দুই যুবক। রবিবার বিকেলে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের ভক্তিনগর থানার সাদা পোশাকের পুলিশ এর কাছে গোপন সূত্রে খবর আসে হায়দার পাড়া ইসকন মন্দির রোডে দুই ব্যক্তি একটি এনফিল্ড মোটরবাইক করে কাফ সিরাপ বিক্রির উদ্দেশ্যে নিয়ে যাচ্ছে। ওই দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে বেশ কিছুদিন যাবৎ পুলিশের কাছে নানান খবর আসছিল। গোপন সূত্রে পুলিশের কাছে খবর ছিল ওই দুই ব্যক্তি দীর্ঘদিন যাবৎ ভক্তিনগর থানা এলাকায় বেআইনি নেশার ওষুধ বিক্রির নেটওয়ার্ক চালাচ্ছে। রবিবার গোপনসূত্রে আসা খবরের ভিত্তিতে ইসকন মন্দির রোডে অ্যাম্বুস অপারেশন চালায় ভক্তিনগর থানার সাদা পোশাকের পুলিশ বাহিনী। অভিযানে মেলে সাফল্য। মনেশ্বর দাস এবং অজয় ঘোষ নামে দুই যুবককে গ্রেফার করতে সমর্থ হয় পুলিশ। মনেশ্বর দাসের বাড়ি ছোট পাপড়ি এলাকায়।

বেআইনিভাবে মদ সহ ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের ভক্তিনগর থানার অন্তর্গত শালুগারা এলাকাতে বেআইনিভাবে মদ বিক্রি এবং মজুত রাখার অভিযোগে গ্রেফতার এক ব্যক্তি। রবিবার রাতে ভক্তিনগর থানার সাদা পোশাকের পুলিশ এর কাছে খবর আসে শালুগাড়া এলাকায় বেআইনিভাবে মজুত এবং বিক্রি করছে এক ব্যক্তি। গোপন সূত্রে পাওয়া ওই খবরের ভিত্তিতে তৎক্ষণাৎ অভিযান চালায় ভক্তিনগর থানার সাদা পোশাকের পুলিশ বাহিনী। শালুগাড়া বাজার এলাকায় সন্তোষ বিশ্বকর্মা নামে ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তার হেফাজত থেকে উদ্ধার হয় প্রায় কুড়ি বোতল দেশি এবং বিদেশি মদ। ধৃত সন্তোষ বিশ্বকর্মাকে সোমবার জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হবে।

শিশু কিশোর বিজ্ঞান উৎসব

কিংশুক দত্ত, কোচবিহার: ধর্মীয় মেরুকরণ এর লক্ষ্যে প্রতিনিয়ত বিজ্ঞানের ওপর, বিজ্ঞানের চিন্তা ভাবনার ওপর নেমে আসছে আক্রমণ। গোটা দেশে ধর্মীয় উন্মাদনা প্রচন্ড পরিমানে ছড়িয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে প্রতিদিন। এর বিরুদ্ধে সোচ্চারে হয়ে দাঁড়াতে পারে একমাত্র বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী মন। এই যুক্তিবাদী প্রতিবাদের কথাই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বা রামমোহন রায় শিখিয়ে গিয়েছেন। এই শিক্ষাকে পাথেয় করেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দ্বিশত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে শনিবার কিশোর বাহিনীর উদ্যোগে কোচবিহার শহরের মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ উচ্চ বিদ্যালয় শুরু হলো দুদিনের জেলা শিশু বিজ্ঞান উৎসব। এদিন বিজ্ঞানমনস্ক পদযাত্রার মধ্য দিয়ে এই উৎসবের প্রারম্ভিক সূচনা হয়। স্টুডেন্টস হেলথ হোম কোচবিহার আঞ্চলিক কেন্দ্রের সামনে থেকে এই বর্ণাঢ্য পদযাত্রা এসে সমবেত হয় মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ উচ্চ বিদ্যালয়ে।

আগামী ২০ অক্টোবর কিশোর বাহিনীর উদ্যোগে হতে চলেছে রাজ্য শিশু কিশোর বিজ্ঞান উৎসব। তাকে সামনে রেখেই গোটা সেপ্টেম্বর মাস জুড়ে এই রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় জেলা শিশু বিজ্ঞান উৎসবে শামিল হচ্ছে কিশোর বাহিনীর বিভিন্ন জেলা কমিটি। তারই অঙ্গ হিসাবে শনিবার ও রবিবার চলবে শিশু বিজ্ঞান উৎসব। এই উৎসবে কয়েকটি অংশে ভাগ করে শিশুদের বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালাবে কিশোর বাহিনী বীক্ষণ বা পরীক্ষণ অংশে তাদেরকে পদার্থবিদ্যা রসায়ন এবং অংক বিষয়ে শিক্ষা দানের পাশাপাশি স্বাস্থ্য ও পুষ্টি অংশে বায়ো সায়েন্স সারাদেশ ইতিহাস-ভূগোল এই দুই বিষয়ে চিন্তাভাবনা উপস্থাপন করা হবে দুদিন ধরে চলা এই উৎসবে অংশগ্রহণ করছেন গোটা জেলা একশো কুড়ি জন শিশু শিক্ষা অর্জনের পাশাপাশি গান, নাচ, কবিতা বিজ্ঞান বিষয়ক সমস্ত বিষয়ে শিক্ষাদান করা হবে এই শিবির থেকে বলে এদিন জানান, কিশোর বাহিনী কোচবিহার জেলা মুখ্য সংগঠক শৌভিক ভৌমিক।

রোগ জীবাণু তাড়াতে গ্রাম পরিচ্ছন্ন রাখার কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি: নোবেল জয়ী বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক সময় তাঁর 'সহজ পাঠ বইয়ে কবিতায় লিখেছিলেন, 'আজ মঙ্গলবার, পাড়ার জঙ্গল সাফ করবার দিন। রঙ্গলালবাবুও এখনি আসবেন। আর আসবেন তাঁর দাদা বঙ্গবাবু। সঙ্গে নিতে হবে কুড়ুল, কোদাল, ঝাঁটা, ঝুড়ি। আর নেব ভিঙ্গি মেথরকে। এবার পঙ্গপাল এসে বড়ো ক্ষতি করেছে।' 'পঙ্গপাল এসে বড়ো ক্ষতি করেছে।' 'পঙ্গপাল না তাড়াতে পারলে এবার কাজে ভঙ্গ দিতে হবে।'

অতীতে এইভাবেই ছেলে-ছোকরারা একতাবদ্ধ হয়ে নিজেদের উদ্যোগেই পাড়ার নোংরা-আবর্জনা, যেখানে সেখানে পড়ে থাকা জঞ্জাল সাফ করতেন। কবির সেই কথা আরও একবার মনে করিয়ে দিল রাজ্যের পঞ্চায়েত এবং গ্রামোন্নয়ন দপ্তর। এবার থেকে প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহে একবার করে 'পড়ার জঙ্গল সাফ করবার জন্য নির্দেশ দিয়েছে। 'রঙ্গবাবু', 'বঙ্গবাবু'দের ভূমিকা নিতে স্থানীয় ক্লাব, পঞ্চায়েত, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ

এবং বিডিওদের বলা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে রাজ্য সরকার 'গ্রাম পরিচ্ছন্ন সপ্তাহ' (ভিলেজ ক্লিননেস উইক) পালনের কর্মসূচি নিল। নিজের দায়িত্বে থাকা স্বাস্থ্য দফতর থেকে তেমন সদর্থক সাড়া না-মেলায় গ্রাম ও গ্রামোন্নয়ন দফতর এই স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ক প্রচারাভিযানে এগিয়ে এসেছে।

দফতরের জয়েন্ট সেক্রেটারি ২৯ অগস্ট গ্রামোন্নয়ন এই নির্দেশিকা জারি করেছেন। মশা-মাছি, বিষাক্ত পোকামাকড় এবং ডেঙ্গু'র হাত থেকে বাঁচতে এই উদ্যোগ নিয়েছে। বিষয়টি স্বাস্থ্য দফতরের দেখার কথা। কিন্তু ওই দফতর নিষ্ক্রিয় থাকায় গ্রামোন্নয়ন দফতর এই ভূমিকা নিয়েছে। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, প্রতিটি গ্রামবাসীকে তাঁর বাড়ির আশপাশে কোনও রকম জল জমতে দেওয়া যাবে না। আবর্জনা পরিষ্কার রাখতে হবে। প্রয়োজনে ব্লিচিং পাউডার, কলিচুন ছড়িয়ে এলাকাটি জীবাণুমুক্ত রাখতে হবে। কোনও রকম জংলা গাছ, অগাছা জন্মাতে দেওয়া যাবে না। এছাড়াও পাড়ার রাস্তার তো বটেই অন্যান্য রাস্তার দু'ধারে ঝোপঝাড়, আগাছা পরিষ্কার করতে হবে। এই ভাবে বিডিও অফিস, হাসপাতাল, যাবতীয় সরকারি অফিস, ক্লাব ঘরের আশপাশ সর্বদাই পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। সামান্য কোনও খরচ হলে প্রয়োজনে গ্রাম পঞ্চায়েতকে সহযোগিতা করতে বলা হয়েছে।

মাতলা নদীর পাড়ে ৫ হাজার গাছ রোপন করলেন মহিলারা

নিজস্ব প্রতিনিধি: রবিবার দুপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং-১ ব্লকের মাতলা নদীর পাড়ে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার্থে এবং ক্যানিং মাতলা নদীর ভূমিক্ষয় রোধে নারকেল গাছের চারা রোপন করেন জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ প্রতিমা মন্ডল। পাশাপাশি বৃক্ষ রোপনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষজনকে সচেতন করে তোলেন তিনি। এদিনের বৃক্ষ রোপনে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের বিদ্যুৎ কর্মাধ্যক্ষ শৈবাল লাহিড়ী, ক্যানিং -১ পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি শ্যামলেন্দু মণ্ডল সহ অন্যান্যরা। বর্তমানে যে ভাবে জল সঙ্কটে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে তার কারণ হিসাবে উঠে এসেছে গাছ ধ্বংস হওয়ার। বৃষ্টির সঙ্গে গাছের একটা নাড়ির টান আছে এটা সকলের কাছে অজানা নয়। তাই গাছ না থাকলে বর্তমান সভ্যতাও থাকবে না। একটি গাছ একটি প্রাণ। মাতলা এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের প্রধান হরেন ঘোড়ুইয়ের উদ্যোগে এমজিএনআরআইজিএন প্রকল্পের ১০০ দিনের কাজে জব কার্ডের মহিলা বেনিফিশারিরা গত ২০১৮ সালের ৮ আগস্ট থেকে ক্যানিং মাতলা নদীর পাড়ে কেরলের মডেলে নারকেল গাছের চারা রোপনের কাজ শুরু করেন। পাশাপাশি ২,৫০০ টি নিম গাছের চারা, ১,৫০০টি সোনাঝুড়ি, শিশু, গামার, লম্বু, বকুল গাছের চারা, ১,০০০টি আম, জাম, কাঠাল, আমলকি, জামরুল, তেঁতুল, সজনে, গোলাপজাম, তাল, সজনে, সৌদি খেজুর, চালতা, নারকেল গাছের চারা রোপন করে শুধু বাংলা নয় দেশের মধ্যে নজির গড়ে তুলেছে এই সমস্ত জব কার্ডের মহিলা বেনিফিশারিরা। বর্তমানে এই সমস্ত জব কার্ডের মহিলা বেনিফিশারিরা ২০১৮-১৯ অর্থ বর্ষে প্রায় ৫ হাজার বিভিন্ন প্রজাতির গাছের রোপন করে পরিচর্যা করছে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার্থে, ভূমিক্ষয় রোধে, সুন্দরবনে পর্যটকদের আর্কষণ করে তুলতে, পিছিয়ে পড়া মানুষের কর্মসংস্থান গড়ে তুলতে। আর এই কাজের উৎসাহ দিতে এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার্থে মানুষকে সচেতন করে তুলতে এগিয়ে আসেন সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল। এদিন তিনি বৃক্ষ

রোপনের কাজগুলি পরিদর্শন করে এবং জব কার্ডের মহিলা বেনিফিশারিদের সঙ্গে কথা বলে তাদের কাজের প্রশংসা করেন। জব কার্ডের মহিলা বেনিফিশারি মলিনা হালদার, ভাস্বতী সরদার, লীলা বিশ্বাস, মিনারানী পাল, কাকলী পাল বৃক্ষ রোপনের গার্ডেনে কয়েকটি সোলার লাইট, শিশু ছাত্র ছাত্রীদের গাছের বিষয়ে সচেতন করে তুলতে শিশু পার্ক নির্মাণের কথা তারা সাংসদ কে বলেন। জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল বলেন যে ভাবে জব কার্ডের মহিলারা ১০০ দিনের কাজে জৈব সারের মাধ্যমে মাতলা অঞ্চলে বৃক্ষ রোপনের কাজ করে চলছে তা খুবই প্রশংসিত। আগামী প্রজন্ম যাতে ভালোভাবে বাঁচতে পারে নিঃশ্বাস নিতে প্রশ্বাস নিতে পারে তার জন্য মা মাটি মানুষের সরকারের এই প্রচেষ্টা।আগে এখানে এতো সুন্দর সবুজায়ন হয়নি যেটা সরকারের ও মাতলা-১ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রচেষ্টার ফলে এখন এত সবুজায়ন হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, জব কার্ডের মহিলা বেনিফিশারিরা কিছু দাবি জানিয়েছে। সেটিও গুরুত্ব সহ দেখা হবে।

এই কাজের মাধ্যমে একদিকে যেমন প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা হচ্ছে।তেমন মহিলাদের কর্ম সংস্থান গড়ে উঠেছে। পাশাপাশি সুন্দরবন পযটকদের আকর্ষণ হয়ে উঠছে এই এলাকায়। এ বিষয়ে ক্যানিং-১ পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি তথা যুব তৃণমূলের সভাপতি পরেশরাম দাস বলেন, মাতলা এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বেশ কিছু মহিলা জব কার্ডের বেনিফিশারিরা প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার্থে, ক্যানিং মাতলা নদীর সৌন্দর্যে বৃক্ষ রোপন করে নজির গড়ে তুলছে ৫ হাজার বৃক্ষ রোপন করে। এই কাজের জন্য এই সমস্ত জব কার্ডের মহিলাদের যুব তৃণমূলের পক্ষ সম্মানিত করা হবে।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৩ বর্ষ, ৪৭ সংখ্যা, ১৪ সেপ্টেম্বর – ২০ সেপ্টেম্বর, ২০১৯

পুজো কর্তারা ভাববেন

পশ্চিমবাংলার দুর্গাপুজো এখন আন্তর্জাতিক। ধর্মীয় গন্ডির বাইরে বেরিয়ে সবাই এই আর্থ সামাজিক উৎসবের সামিল। দুর্গাপুজোয় ক্রমশ রাজনীতিকরণের ঝোঁক বাড়ছে। প্রশাসনের সাহায্য পেয়ে পুজো কমিটি গুলিও উৎসাহিত। ২৫ হাজার টাকা প্রত্যেকটি পুজো কমিটি এবারে পাচ্ছেন। পুজো কমিটি গুলির দায়িত্ব এক্ষেত্রে বেড়ে যায়। বিভিন্ন ক্লাব গোষ্ঠী উপগোষ্ঠী দ্বন্দ্ব বরাবরের মতো এবারেও প্রকট। থিমের নানা বাহার সনাতনী ঐতিহ্যকে কিছুটা হলেও ধাক্কা দিয়েছে। তবু আজ দুর্গাপুজো বাংলার অর্থনীতির সঙ্গে কোনও না কোনও ভাবে জড়িয়ে পড়েছে। পুজো কমিটি গুলিও নানা পুরস্কারের ঝোঁকে কখনও বা বে লাগাম হয়ে পড়ছে। শহর কলকাতায় বহু বড় বাজেটের দুর্গাপুজো কাছাকাছি হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা আরও তীব্র। শহর কলকাতা কার্যত যানজটে বদ্ধ হয়ে পড়ে পুজোর দিনগুলিতে। বহু অসুস্থ রোগী পথের মধ্যে বিড়ম্বনার শিকার হন। অ্যাম্বুলেন্স ছাড় পায় না কোনক্ষেত্রেই। শুধু তাই নয় উচ্চ স্বরে মাইক কিংবা রাত ১১টার পরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের নামে বহু পাড়ায় চলে ডিজের জগঝম্প। বহু প্রবীণ মানুষ বিশেষ করে অসুস্থ এবং রোগাক্রান্ত ব্যক্তিরা আরও অসুস্থ হয়ে পড়েন কখনও বা হারিয়ে যান এ পৃথিবী থেকে। সেখানেও হয়তো বা ব্যস্ত পুজো কমিটির কাছে অতি তুচ্ছ ব্যাপার। পুজো কর্তারা এও ভেবে দেখবেন দশভূজা মা দুর্গা মানবের মঙ্গলের জন্যই এই ক'দিন আমাদের সবার জীবনে আষ্টেপৃষ্ঠে জরিয়ে যান। কলকাতার বহু মানুষ ফুটপাথেই তাদের দিন রাত কাটিয়ে দেন। শুধু ফুটপাথবাসী শিশুরাই নয় বহু অশক্ত বৃদ্ধ–বৃদ্ধারা অসহায় ভাবে ফুটপাথে পড়ে থাকেন। একটু চোখ মেলে তাকালেই এসব দৃশ্য অতি পুরনো। কোটি কোটি টাকার বাজেটের পুজোগুলিতে সেই সব গরিব অসহায় মানুষগুলির জন্য যদি কোনও মঙ্গল জনক কাজ সংঘবদ্ধ ভাবে করা যায় তাকে মঙ্গলময়ী মা নিশ্চয়ই অনেক বেশি তুষ্ট হবেন। ভাসানের কার্নিভালে 'ক্ষণিকের খবর' হওয়ার চেয়ে।

রাজনৈতিক নেতা ব্যক্তিরা কদিন পরেই ব্যস্ত হয়ে যাবেন মা দুর্গার পুজা মণ্ডপে ফিতে কাটার অনুষ্ঠানে। সারা বছর আনন্দ ঘণীভূত হয়ে ওঠে এই কদিনের মা দুর্গা বন্দনায়। পুজা কর্তারা যদি কিছু অনুশাসন যা সমাজের মঙ্গলের জন্য প্রয়োজন তা একটু যথাযথভাবে উদযাপন করেন তাহলে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে জনমানসে সারাবছর।

অবশ্য বাংলার বহু পুজা কমিটি নীরবেই বহু সমাজসেবা মূলক কাজ করে থাকেন অকাতরে। আশার আলো আজও তারাই। মানুষের পাশে দাঁড়ানোর এই শারদ উৎসব আবারও পথ দেখায় মানুষ মানুষেরই জন্য।

পুজোর আনন্দে কর্মকর্তারা যদি ভাববার আর একটু অবকাশ পান বিসর্জনের সময় যে ব্যবস্থা থাকে তা আদৌ অনুমোদন যোগ্য কিনা। গঙ্গায় প্রতিমা ফেলার সঙ্গে সঙ্গেই যে দৃষ্টিকটুভাবে মাতৃপ্রতিমাকে ক্রেনে করে তুলে ফেলা হয় এবং নিয়ে যাওয়া হয় ধাপার মাঠে তা শাস্ত্র বিরোধী তো বটেই এমনকি দৃশ্য দূষণও ছড়ায়। পুজো কমিটি গুলো নিশ্চয়ই এগুলি ভেবে দেখবেন।

অমৃত কথা

কর্মযোগ
কর্ম ও তাহার রহস্য

আমরা যাহা পাইবার যোগ্য, তাহাই পাইয়া থাকি। অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া ইহাই যেন আমরা উপলব্ধি করি–সঙ্গত কারণ ছাড়া কেহ কখনো দুঃখগ্রস্ত হয় না। কখনো কোনও আঘাত অকারণে আসে নাই, কখনো এমন কোন অকল্যাণ সংঘটিত হয় নাই, যাহার জন্য আমি নিজহস্তে পথ প্রস্তুত করি নাই। ইহাই আমাদের জানিতে হইবে। নিজেদের বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাইবে, যে কোন আঘাত পাইয়াছ, তাহার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করিয়াছিলে বলিয়াই তাহা তোমাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। তোমরা করিয়াছ অর্ধেক প্রস্তুতি, বাকি অর্ধ করিয়াছে

বহির্জগৎ। এইপ্রকারেই আঘাত আসিয়াছিল। এই উপলব্ধিই আমাদিগকে শান্ত করিবে। একই সঙ্গে এই বিশ্লেষণ হইতেই একটি অঅশার বাণী আসিবে এবং সেই আশার বাণী এইরূপঃ বাহ্য প্রকৃতির উপর আমার কোনও প্রভাব নাই। কিন্তু যাহা আমার ভিতরে, যাহা আমার নিকটতর, অর্থাৎ আমার নিজস্ব জগৎ তাহা আমার নিয়ন্ত্রণাধীন। জীবনে ব্যর্থতা ঘটাইতে যদি উভয়েরই প্রয়োজন হয়, আমাকে আঘাত দিতে যদি উভয়েরই আবশ্যক হয়, তাহা হইলে এই দুইটির মধ্যে যাহা আমার হাতে, তাহা আমি ছাড়িয়া দিব না, এক্ষেত্রে কেমন করিয়া আঘাত আসিতে পারে? আমি যদি নিজে যথার্থ প্রভাব বিস্তার করিতে পারি, তাহা হইলে আঘাত কখনই আসিবে না।

শৈশব হইতে সর্বদাই আমরা বাহিরে কোন বস্তুর উপর দোষারোপ করিতে চেষ্টা করিতেছি। আমরা সর্বদাই পরকে সংশোধন করিতে প্রস্তুত, কিন্তু নিজেদের সংশোধন করিতে প্রস্তুত নই। দুর্দশায় পড়িলে আমরা বলি, 'হায়! এ জগৎ দানবের রাজ্য।' আমরা অন্য লোককে অভিশাপ দিয়া বলি, 'কি অজ্ঞানমোহে আচ্ছন্ন মূর্খের দল!' কিন্তু আমরা নিজেরা যদি প্রকৃতই এত সৎ হই, তবে কেন এরূপ জগতে আছি? এ জগৎ যদি শয়তানের রাজ্য হয়।

ফেসবুক বার্তা

এই বক্তব্যের সত্যতা যাচাই করেনি আলিপুর বার্তা।

মৃত্যু ও ছাইভস্মের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা আজও চলছে

নির্মল গোস্বামী

সৃজিত মুখার্জী পরিচালিত 'গুমনামী' ছবিটি রিলিজের আগে বাংলায় একটা বিতর্কের পরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে। এবং এর মুখ্য কারিগর বাংলার একটি বহুল প্রচারিত নিউজ চ্যানেল। বসু পরিবারের কয়েকজন সদস্যদের কথাবার্তায় বোঝা গেল তারা ক্ষুব্ধ। তারা চায় না যে এই ছবি রিলিজ হোক। কারণ এখানে নাকি নেতাজিকেই গুমনামী বাবা বলে দেখানোর চেষ্টা হয়েছে। কারণ একই অভিনেতা নেতাজি ও গুমনামী বাবার চরিত্রে অভিনয় করেছেন। সৃজিতের বক্তব্য খুব পরিষ্কার। তিনি বলছেন নেতাজির মৃত্যু নিয়ে তিনটি ধারণা বাজারে চালু আছে– এক হল বিমান দুর্ঘটনা, দুই রাশিয়ার জেলে মৃত্যু, আর তিন হল গুমনামী বাবা রূপে ভারতেই অবস্থান কালে তাঁর মৃত্যু। এই তিনটি সম্ভাবনার থিওরিই গুমনামীতে দেখানো হয়েছে। জনগন তার অভিরুচি অনুযায়ী ভেবে নিতে পারবে। বসু পরিবারের এক ইতিহাসবিদের তীব্র আপত্তি। তিনি বলতে চাইছেন, কোথাকার এক গুমনামী বাবার সঙ্গে নেতাজিকে জড়িয়ে তাঁকে অপমানের চেষ্টা করা হচ্ছে। এই সব এক্ষুনি বন্ধ করা হোক। নেতাজির মৃত্যু অবধারিতভাবে ১৮ আগস্ট ১৯৪৫ হয়েছিল। এতে কোনও দ্বিমত থাকতে পারে না। জাপানের রেনোকোজির মন্দিরে রাখা ছাইভস্ম এনে ভারতে রাখা হোক। তাঁর আরও বক্তব্য দেশের একটা ক্ষুদ্র দক্ষিণ পন্থী উগ্রগোষ্ঠী নেতাজিকে নিয়ে বিভ্রান্তিকর প্রচার চালাচ্ছে। ছবির পরিচালকের পরিষ্কার বক্তব্য হল তিনি মুখার্জি কমিশনের রিপোর্টকেই ছবির বিষয় করেছেন। তার বাইরে কিছু করেন নি। বসুবাড়ির ইতিহাসবিদের যুক্তি যে বিচারপতি মুখার্জি কোথাও বলেননি যে নেতাজিই গুমনামী বাবা। মুখার্জি বলেছেন যে গুমনামি বাবার বহু ট্রাঙ্কের মধ্যে যে সব জিনিস পাওয়া গেছে তাতে জোরালভাবে তিনি যে নেতাজি ছিলেন তা প্রমাণ হয় না।

এই প্রেক্ষাপটে একজন বাঙালি হিসাবে বসুবাড়ির ইতিহাসবিদের কাছে কিছু প্রশ্ন রাখাটা অত্যন্ত জরুরি বলে মনে করি। কারণ সারা ভারতবাসীর তা জানা প্রয়োজন। বিশেষ করে আধুনিক প্রজন্মের। যাদের জন্য এই চলচ্চিত্র তৈরি হয়েছে। তারা দেখবে, প্রশ্ন করবে, কেউ কেউ ইতিহাস হাতড়ে সত্য তথ্যটাও বের করে আনার সাহস দেখাবে। প্রথমেই বসুবাড়ির সদস্যদের বলি যে নেতাজি বসুবাড়ির পারিবারিক সম্পত্তি বা বিষয় নয়। নেতাজি সম্পর্কিত যা কিছু বিষয় তা আজ সারা দেশের। নেতাজি ভারতের আনমোল সম্পদ। নেতাজিকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা হলে সারা দেশ তার প্রতিবাদে মুখর হবে। ২৮ জন বসু পরিবারের প্রতিবাদের প্রয়োজন পড়ে না। নেতাজিকে নিয়ে দেশের জনগণ কি ভাববে বা কি ভাবা উচিত তা ঠিক করে দেবার ঠিকাদারিত্ব বসুবাড়ির হাতে আর নেই। তবুও তাঁরা হয়তো প্রতিবাদে নেমেছেন এই জন্য যে যদি দেশের জনগণ সত্যিটা জানার জন্য প্রবলভাবে আন্দোলন করে তার চাপে বর্তমান সরকার যদি অত্যন্ত গোপনীয় তথ্য সমৃদ্ধ ফাইলগুলো প্রকাশ করে দেয় এবং তাতে যদি প্রমাণ হয় যে ১৮ আগস্টের পরও নেতাজি জীবিত ছিলেন তাহলে তাদের এতো দিনের গবেষণা করে বিভ্রান্তি ছড়ানো সব মাঠে মারা যাবে। তাই স্বার্থান্বেষী যে চক্র এতদিন নেতাজির সত্য তথ্য চাপা দিয়ে এসেছে তারাও সক্রিয় হয়ে উঠেছে।

এবার কিছু ঐতিহাসিক তথ্যের উল্লেখ করি। যিনি বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যুকে ধ্রুব সত্য বলে ঘোষণা করেছেন তাঁর গবেষণা বইয়ে তাঁর বাবা অর্থাৎ ঠাকুরদা শরৎচন্দ্র বসুও বিশ্বাস করতেন যে নেতাজি বিমান দুর্ঘটনায় মরেননি। ১৯৫২–৫৩ সালে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় নেতাজির মৃত্যুর তদন্ত করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করে একটি বে–সরকারী প্রস্তাব পাশ হয়। সেই প্রস্তাবের পক্ষে যারা বক্তব্য রেখে ছিলেন তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ সদস্য নেতাজির মৃত্যু নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন। শ্রী অমরেন্দ্রনাথ বসুর বক্তব্যের কিছু অংশ এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য। 'শ্রী বসু বলেন যে, শরৎচন্দ্র বসু মহাশয়, ইউরোপ হইতে প্রত্যাবর্তনের পর ময়দানের এক বিরাট জনসভায় জোর গলায় বলিয়াছেন যে, নেতাজি জীবিত আছেন। ডাঃ রাধা বিনোদ পাল বলিয়াছেন, জাপানে অবস্থান কালে আমেরিকার একজন বড় নেতা তাঁহার নিকট আলোচনা প্রসঙ্গে এই অভিমত পোষণ করেন যে সুভাষ বসু জীবিত আছেন বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস। সেই সময় দেশে যে অবস্থা ছিল, নেতাজি আসিলে তাহা বিপরীত রূপ ধারণ করিতে পারে, ব্রিটিশ ও আমেরিকানরা এই আশঙ্কা করিতেন।'

শরৎচন্দ্র বসু নিশ্চয়ই কর্নেল হাবিবুর রহমানের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। জানি না তাঁর নাতিকে আলাদা করে হাবিবুর কিছু বলেছিলেন কিনা। যার জন্য তিনি হাবিবুরের সাক্ষ্যকেই বেদবাক্য বলে ধরে নিলেন। আর আজাদ হিন্দ সরকারের প্রাক্তন সর্বাধিনায়ক মোহন সিং ১৯৫১ সালে অমৃত বাজার পত্রিকায় সাক্ষাৎকার দিয়ে বলেন যে সুভাষ বোস জীবিত আছেন। হয় রাশিয়া নয় চিনে আছেন। নাগপুরের অমৃত বাজারের প্রতিনিধির পাঠানো ২৪ মে–র খবরে বলা হয় যে বক্তা জানালেন নেতাজির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা হচ্ছে। .... অদ্ভুত ঘটনা হল মোহন সিংকে হাবিবুর রহমান বলেছিলেন এই হল সেই শার্ট দুর্ঘটনার সময় যা আমি পরেছিলাম। অথচ শার্টের কোথায় আগুন লাগার চিহ্ন ছিল না। মোহন সিংএর দাবি হাবিবুরের হাত অ্যাসিড দিয়ে পোড়ানো হতে পারে। তিনি আরও একটি ঘটনার উল্লেখ করেন, তা হল আজাদ হিন্দ ফৌজদের বিচারের সময় ভুলাভাই দেশাই আজাদ হিন্দ ফৌজদের হয়ে অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাই ভুলা ভাই দেশাইকে আজাদ হিন্দ বাহিনীর সকলেই অত্যন্ত শ্রদ্ধা করত। সেই ভুলাভাই দেশাই একদিন হাবিবুরকে প্রশ্ন করেন নেতাজি বেঁচে আছেন না মারা গেছেন? প্রশ্নের উত্তরে রহমান বলেছিলেন, 'আমি একজন সৈনিক, নির্দেশ পালন করাই আমার কাজ।' আচ্ছা মোহন সিং কি এই সব মিথ্যা প্রচার করেছেন? নেতাজি মারা গেছেন অথচ তিনি বেঁচে আছেন বলে প্রচার করে তাঁর কি লাভ?

১৯৪৯ সালের ৭ অক্টোবর কলকাতার একটি দৈনিক পত্রিকা দা নেশন শরৎচন্দ্র বসুর এক সাক্ষাৎকার নেয়। সেখানে শরৎচন্দ্র বসুর বক্তব্যকে তুলে ধরা হয় এইভাবে : মি. বোস অত্যন্ত সংযত ও আত্মবিশ্বাস পূর্ণ কণ্ঠে বলেন, গত আগস্ট মাসে ইউরোপ থেকে ফিরে আসার পর অত্যন্ত ওয়াকিবহাল সূত্রে আমি জানতে পারলাম। নেতাজি যে কমিউনিস্ট চিনে ছিলেন সে সম্পর্কে ভারত সরকারের কাছে সুনির্দিষ্ট তথ্য আছে। এই সূত্রের পরিচয় আমি সম্ভবত প্রকাশ করতে পারব না। নেতাজি এখন কোথায় আছেন সেকথা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। বসুবাড়ির বর্তমান ইতিহাসবিদ টি ভি চ্যানেলে বসে বলেছেন যে কিছু দক্ষিণপন্থী উগ্রগোষ্ঠী নেতাজি সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা ছড়ায়। শ্রী বসুর কাছে প্রশ্ন তবে কি তিনি তাঁর পিতামহকেই সেই ভ্রান্ত ধারণা ছড়াবার গোষ্ঠীর পালের গোদা বলে মনে করেন?

১৯৫৩ সালের ২৮ মার্চ কলকাতায় সাংবাদিক বৈঠক করে আজাদ হিন্দ সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী দেবনাথ দাস বলেন যে, নেতাজি বেঁচে আছেন। কারণ তিনি দুর্ঘটনা এবং নেতাজির মৃত্যু সংবাদ শোনেন ১৯৪৫ সালের ২৪ আগস্ট। তখন তিনি হ্যানয়ে। কিন্তু ২৬ আগস্ট জাপানের সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান তাঁকে বলেন, বোসের মৃত্যু সংবাদ যেন তিনি বিশ্বাস না করেন। বরং নেতাজি যে বিকল্প পরিকল্পনা দিয়ে গেছেন সেই অনুযায়ী যেন কাজ চালিয়ে যান।

ইতিহাসবিদ বোস মহাশয় কি মনে করেন দেবনাথ দাশ মিথ্যা কথা বলেছিলেন? অথবা সংবাদটাই গোটা বানানো কোন স্বার্থান্বেষীদের চক্রান্তে? এমন অজস্র তথ্য প্রমাণ আছে যা নিয়ে নীরব থেকেছে ভারত সরকার। সরকারের অঙ্গুলি হেলনে মেন স্ট্রিমের সংবাদ মাধ্যমও চুপ করে থেকেছে। সরকারের শেখানো বুলি তারা কেউ কেউ আউড়ে গেছে।

গবেষণা দুধরনের হয়। এক প্রকৃত সত্য উদঘাটনের জন্য তথ্য অনুসন্ধানপূর্বক তার বিচার বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে আসা। আর এক ধরণ হল একটা সত্যকে ধরে নিয়ে তার সপক্ষে যুক্তি সাজাবার জন্য তথ্যের সন্ধান করা। বসুবাড়ির বর্তমান অধ্যাপক মশাই এই শেষের কাজটাই করেছেন। তাই নেতাজির মৃত্যুর স্বপক্ষে কেবল মাত্র একজন সাক্ষীকেই আঁকড়ে ধরে থাকলেন। আর বিপক্ষে শত শত প্রমাণকে এড়িয়ে গেলেন।

গবেষক বোস ছাই আনার কথা বলেছেন। এই ছাই আনার বিষয়ে কে বাধা দিচ্ছে? ১৯৫২ সালে ৬ মার্চ (বোধহয় গবেষকের জন্মের আগে) নেতাজির এক ভাইপো অরবিন্দু বসু কলকাতায় এক সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেন আয়ারের তথাকথিত তদন্ত ও তার সিদ্ধান্তের বিষয়টিকে লোক সভায় পেশ করা, নেতাজির দেহভস্ম আখ্যা দিয়ে টোকিও থেকে ছাই নিয়ে আসা, নদীতে তা বিসর্জন দেওয়া এবং তা নিয়ে উৎসব করার উদ্যোগ– এই সব কিছুরই পেছনে একটা মাত্র উদ্দেশ্য আছে, তা হল ইতিহাসে নেতাজির অধ্যায়টির পরিসমাপ্তি ঘটানো। ১৯৫৩ সালে ৯ মার্চ সংসদে প্রধানমন্ত্রী জওহর লাল নেহেরু বলেন যে চিতাভস্মের বিলি ব্যবস্থা সম্পর্কে বসু পরিবারের অভিপ্রায় জানিবার জন্য ভারত সরকার পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করিয়া ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী উত্তরে জানাইয়াছেন যে, বসু পরিবার এ বিষয়ে উদ্যোগী হইতে অনিচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছেন এবং বর্তমানে এই বিষয়ে কিছু না কিছু করিবার অভিপ্রায় জানাইয়াছেন।

শ্রীবোসের কাছে প্রশ্ন তাহলে তাঁর কথিত দক্ষিণ পন্থী উগ্র গোষ্ঠী সেই ৫২–৫৩ সাল থেকেই সক্রিয় ছিল? এবং তা বসু পরিবারের ভিতরেই। আমাদের আশ্চর্য লাগে যে আপনার মতো গবেষকের কথায় আস্থা রেখে কেন ভারত সরকার ছাই ভারতে আনছে না?

মোদী সরকার যে সব ফাইল প্রকাশ করেছে তাতে ইন্দিরা গান্ধীকে লেখা ডাঃ শিশির বসুর একটি চিঠি পাওয়া গেছে যেখানে তিনি জানতে চেয়েছেন যে ভারত থেকে কি করে নেতাজি ইউরোপে গেলেন? অথচ আমরা পড়েছি যে ডাঃ শিশির বসুই নাকি গাড়ি করে নেতাজিকে গুমা স্টেশন অবধি পৌঁছে দিয়েছিলেন সেই শিশির বসুই আবার জানতে চেয়েছেন কি করে নেতাজি পালিয়ে গেলেন। ভারত সরকারের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বসু পরিবারের কিছু এজেন্টরা এমনিভাবেই ঐতিহাসিক মিথ্যাচার করে চলেছে। জনগণ সময়ে সময়ে বিভ্রান্ত হয় বৈকি। জনসাধারণ সেই বিভ্রান্তি থেকে যদি মুক্ত হয়ে যায়– সেই ভয়েই কি গুমনামী ছবিকে আটকাবার প্রচেষ্টা।

ক্যানিংয়ে আদিবাসী করম উৎসব পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি: আদিবাসীরা প্রকৃতির পূজারী। চন্দ্র, সূর্য, পাহাড়, জঙ্গল, বৃক্ষ, নদী, ও সমুদ্র কে দেবতাজ্ঞানে পূজো করে থাকেন। সেই আদিবাসীদের ঐতিহ্যবাহী মহাম পুজো হল করম। সোমবার সন্ধ্যায় অখিল ভারতীয় আদিবাসী বিকাশ পরিষদের ২৪ পরগণা জেলা ইউনিট এর উদ্যোগে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিংয়ে এক জাঁকজমক পূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালিত হল আদিবাসীদের পবিত্র প্রাচীন করম উৎসব পূজো। এদিন আদিবাসীদের পাহান'(পুরোহিত) দ্বারা করম গাছ পূজো ও ধামসা মাদল নাচের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। অনুষ্ঠানের সূচনা করেন বিশিষ্ট চিকিৎসক এস এন হালদার। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অখিল ভারতীয় আদিবাসী বিকাশ পরিষদের ২৪ পরগণা জেলা ইউনিটের আহ্বায়ক মহিম চন্দ্র সরদার, বাসুদেব সরদার, রবীন্দ্র নাথ সরদার, সহদের সরদার,সঞ্জয় সরদার সহ বিশিষ্টরা।

মহিম চন্দ্র সরদার বলেন, ,এই পৃথিবীর আদিতে এই পৃথিবীর

রূপ, রস, গন্ধে তুমি, জলে তুমি, জঙ্গলে তুমি,জমিতে তুমি,হে বীর তুমি প্রকৃতি রক্ষাকারী পৃথিবীর রক্ষাকর্তা। তোমার নৈষ্ঠিক আরাধনা পৃথিবীর শান্তি রক্ষায় নিয়োজিত, বৃক্ষ আরাধনায় আদিবাসী সমাজ আদিকাল থেকে সদা প্রচেষ্টারত তাই তারা করম,সহরাই এর বহুবিধ পূজার আয়োজন করেছিলেন। তারা বুঝেছিলেন এই বৃক্ষ একমাত্র পৃথিবী রক্ষা করতে পারে সেই বৃক্ষ পূজারী আদিবাসী করম পূজার মাধ্যমে প্রকৃতিকে সম্মান জানানো। আধুনিকতার বেড়াজালে এখন আদিবাসীদের এই অরণ্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। তাদের কে ধ্বংস করা হচ্ছে। তাদের সংস্কৃতি, ধর্ম, অধিকার,ছলে বলে হরণ করা হচ্ছে। যারা এই আদিবাসী সমাজকে ধ্বংস করছেন তাঁরা নিজেরাও জানেনা যে তাঁরা ধীরে ধীরে ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাচ্ছেন। তাই প্রকৃতি রক্ষার্থে আদিবাসী অধিকার সংস্কৃতি,কৃষ্টি,ভাষা ও সমাজ বাঁচানোর প্রচেষ্টা চালাতেই হবে আমাদের কে।

এদিন করম জোর আগে উদ্যোক্তারা এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেন। ৩০ জন আদিবাসী পুরুষ মহিলা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। পাশাপাশি ২৪ পরগনা জেলা বিভিন্ন বিদ্যালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে কৃতী ২০জন ছাত্রছাত্রীর হাতে পুস্তক, মানপত্র এবং আর্থিক ভাবে অনুদান দেওয়া হয় উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে। এছাড়াও করম নৃত্য প্রতিযোগিতায় ১৫ টি দল কে পুরষ্কৃত করা হয়।

এদিন আয়োজিত করম উৎসব উপলক্ষে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের আদিবাসীরা উপস্থিত ছিলেন। সারারাত চলবে আদিবাসী সমাজের নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

অনুরাগীদের রক্তদানে কান্দিতে 'সমাজবন্ধুর' জন্মদিন উদযাপন

দেবাশিস রায়, কাটোয়া: রক্তদান মহৎ দান। একজনের নিজের শরীরের দান করা রক্তে আর একজন মুমূর্ষু মানুষের মুখে হাসি ফুটে উঠতে পারে। এই রক্ত সমস্ত জাত–পাত, ধর্মীয় ভেদাভেদ, রাজনীতি, হিংসার ঊর্ধে উঠে মানুষে মানুষে মহামিলনের এক পবিত্র ক্ষেত্র রচনা করে। রক্তের কোনও বিকল্প নেই। তাই একজন রক্তদাতা কখনো সখনো একজন মুমূর্ষুর কাছে দেবদূতরূপে গণ্য হন। একইভাবে একটা রক্তদান শিবিরকে পবিত্র ক্ষেত্র বললেও অতিশয়োক্তি হয় না।

এরকমই একটা রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হল মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি শহরের দোহালিয়ায়। ১০ সেপ্টেম্বর এখানকার শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রমে সমাজবন্ধু অমরচাঁদ কুণ্ডুর ৬৬তম জন্মদিন উদযাপন উপলক্ষ্যে নানাবিধ সাংস্কৃতিক ও সেবামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। এসবের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আয়োজন ছিল রক্তদান কর্মসূচি। অমরবাবুর অনুরাগীদের মহানুভবতায় সাফল্যের সঙ্গে রক্তদান কর্মসূচি সম্পন্ন হয়। শিবিরে ৩০ জন রক্তদান করেন। অমরবাবুর সুযোগ্য সন্তান বিমলেন্দু কুণ্ডু প্রথম রক্তদান করে পিতার জন্মদিন উদযাপনকে এক সার্থক রূপ দেন। আরও জানা গেছে, এই অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে পরিবেশ রক্ষার্থে বৃক্ষরোপণ, দুঃস্থ মানুষকে মশারি প্রদান সহ সম্প্রীতির বার্তা ছড়িয়ে দিতে সর্ব ধর্মগ্রন্থ পাঠ, পত্রিকা প্রকাশ, সাহিত্যসভা প্রভৃতি কর্মসূচি ছিল। অনুষ্ঠানে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন। সংগীত পরিবেশন করেন প্রখ্যাত শিল্পী কার্তিক দাস বাউল সহ অন্যান্যরা।

পূর্ব বর্ধমান জেলার কেতুগ্রাম থানার জ্ঞানদাস কান্দরার বাসিন্দা তথা রাজ্যের বিশিষ্ট উদ্যোগপতি তথা সমাজসেবী অমরচাঁদ কুণ্ডু বাংলাদেশের একটি সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থার তরফে সমাজবন্ধু উপাধিতে ভূষিত হন। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখার স্বীকৃতি হিসেবেই তাঁকে এই সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে। রাজ্যজুড়ে ছড়িয়ে থাকা তাঁর অসংখ্য অনুরাগী ও গুণমুগ্ধরা প্রতিবছর বিভিন্ন জায়গায় এভাবেই অমরবাবুর জন্মদিন উদযাপন করেন। অমরবাবু বলেন, যতদিন বাঁচব ততদিন মানুষ ও সমাজের জন্য কাজ করে যাব।

কোচবিহারের ঐতিহ্য করম পুজো

কিংশুক দত্ত: কোচবিহার দেওয়ানহাট উত্তর নবাবগঞ্জ বালাসী আদিবাসী পাড়ায় পঞ্চম তম বর্ষ সর্বজনীন আদিবাসী করম পূজায় প্রদীপ ও মাদল বাজিয়ে উদ্বোধন করলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ।

করম পুজো''......... বিশেষ এই পুজোর সাথে হয়তো পরিচয় নেই প্রায় অধিকাংশ মানুষেরই। কিন্তু এই পুজো আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুজো হিসেবে আজও পরিগণিত হয়ে আসছে। সোমবার সন্ধ্যার পর থেকেই গোটা রাত এই পুজোর আনন্দে মাতবে দেওয়ানহাট উত্তর নবাবগঞ্জ বালাসী আদিবাসী পাড়ার আদিবাসী সমাজ। কথিত আছে, কোনও এক সময় এক দম্পতি তার শিশু সন্তানকে নিয়ে নিজেদের গন্তব্যে রওনা হয়েছিলেন। তাদের যাত্রা পথের মাঝে ছিল এক ঘন জঙ্গলঘেরা এলাকা। এই জঙ্গলের রাস্তায় প্রবেশ করার পূর্ব মুহূর্তে শুরু হয় ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ। নেমে পড়ে মুষলধারায় বৃষ্টি। এই পরিস্থিতিতে নিজেদের শিশু সন্তানকে রক্ষা করতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠেন এই দম্পতি এবং মাথা গোঁজার ঠাঁই না পেয়ে তারা বাধ্য হয়ে আশ্রয় নেন এই ঘন জঙ্গলের এক গাছের নিচে। এরপর তারা আশ্চর্যজনক ভাবে লক্ষ্য করেন প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাব তাদের চোখের সামনে সমস্ত এলাকাতে পড়লেও, তাদের আশ্রয় নেওয়া গাছের তলায় এতোটুকু ছোঁয়া লাগেনি এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের। পড়েনি এক ছিটে বৃষ্টির জলও। এই দৃশ্য দেখে স্তম্ভিত হয়ে যান এই দম্পতি এবং তারপর নিজের গ্রামে এসে এই গাছের মাহাত্ম্যের কথা প্রচার করেন তারা। এরপর থেকেই এই করম গাছকে রাজা অর্থাৎ দেবতা রূপে পূজা করে আসছেন এই আদিবাসী সমাজের মানুষেরা। প্রতি বছর এই সময় নিষ্ঠার সাথে এই পুজোয় মিলিত হন তারা। এই পুজোর নিয়ম একটু আলাদা জঙ্গল থেকে এই করম গাছের ডাল কেটে নিয়ে আসা হয়। যিনি এই ডাল কাটবেন, তাকে অবশ্যই হতে হবে অবিবাহিত পুরুষ এবং ডাল কাটার আগে সংশ্লিষ্ট গাছটিকে নিষ্ঠা সহকারে পুজো করবার পর এই গাছের ডাল কাটা হয়। এবং নিজ নিজ গ্রামে এই গাছের ডালটিকে কাপড় পরিয়েদেবতা রূপে পুজো করেন আদিবাসী সমাজ। ধামসা মাদলের তালের মূর্ছনায় পূজিত হন করম গাছ বা প্রকৃতি।

সকলের সুখ সমৃদ্ধি কৃষির উন্নতি প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা এই সবকিছুই করম দেবতার কাছে প্রার্থনা করেন আদিবাসী সমাজ। কোচবিহার জেলায় দুষ্প্রাপ্য এই করম গাছ তাই। এর ডাল অনেক কষ্টে খুঁজে আনতে হয় তাদের। প্রতিবছর ভাদ্র মাসের শুক্ল পক্ষে এই পুজো করা হয় বলে জানান উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ এবং সংশ্লিষ্ট এই পুজো কমিটির সভাপতি বিশ্বজিত ওঁরাও।

রক্তদান, চক্ষু পরীক্ষা ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: শিলিগুড়ি মহকুমার বিধাননগর রামকৃষ্ণপল্লি যুবজ্যোতি ক্লাব ও বিশাল সংঘের পরিচালনায় রক্তদান, চক্ষু পরীক্ষা ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির আয়োজন করা হল। ওই শিবিরে মুরালিগঞ্জ স্কুলের আট জন ছাত্রছাত্রী রক্তদান করে। অন্যান্য মিলিয়ে মোট একুশ জন রক্তদান করে। পনেরো জনের ছানি অপারেশন এবং ১২৩ জনের চক্ষু পরীক্ষার ব্যবস্থা হয়। বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজনও ছিল। আঠারো বছরের কিছু ছাত্রছাত্রী রক্তদানের মাধ্যমে নজির তৈরি করে। ভীমভার দৃষ্টিহীন বিদ্যালয়ের দৃষ্টিহীন আবাসিকদের হাতে গানের যন্ত্রাংশ যেমন গিটার, ড্রামসেট তুলে দেওয়া হয় অনুষ্ঠানে।

চন্দ্রাযান–২ বীরভূমের বিজ্ঞানী

অভীক মিত্র: চন্দ্রাযান–২ অপারেশন দলের দায়িত্বে আছেন বীরভূম জেলার দক্ষিণগ্রামের বিজ্ঞানী বিজয়কুমার দাই। তিনি প্রথম থেকেই মঙ্গল অরবিটার মিশন অভিযানে যুক্ত ছিলেন। গ্রামের বিদ্যালয়ে পড়াশোনা শেষ করে বেলুড় মঠ রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির,কল্যাণী সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ,যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। ২০০৭ সালে ইসরোতে একজন বিঞ্জানী হিসাবে নিযুক্ত হন। বিজয়ের খবরে উচ্ছাসে ভাসছে বীরভূম জেলা।

বহুতলে ফাটল আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি: ৬ সেপ্টেম্বর বিকালে সিউড়ি শহরের একটি বহুতলের দেওয়ালের একাংশ ভেঙে পড়ায় আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। বহুতলে রয়েছে দুটি ব্যাঙ্ক,জীবনবিমা নিগমের অফিস,ওষুধের দোকান,খাবার দোকান। পাশে রয়েছে পেট্রোল পাম্প। সিউড়ি – বোলপুর রাস্তা গিয়েছে বহুতলের পাশ দিয়ে। ঘটনার খবর পেয়ে এলাকায় ছুটে যান অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুবিমল পাল,ডিএসপি (ডিএনটি) অভিষেক মন্ডল,মহকুমাশাসক রাজীব মন্ডল,সিউড়ি পুরপতি উজ্জ্বল চ্যাটার্জী। পেট্রোল পাম্প বন্ধ করে এলাকা ঘিরে রাখা হয়েছে। মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশ।

প্রধানের বাড়িতে বিস্ফোরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি: রেঙ্গুনি গ্রামে মজুত রাখা বোমা বিস্ফোরণে তৃণমূলের বহিষ্কৃত বুথ সভাপতি শেখ বদরুদোজ্জার বাড়ি উড়ে যায়। পাঁচশো মিটার দূরে গিয়ে পড়ে ছাউনি। বদরুদ্দোজার মেয়ে হাইতুন্নেশা খাতুন সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান। বদরুদ্দোজাকে দুইমাস আগে তৃণমূল থেকে বহিস্কার করা হয়েছিলো। পুলিশ শেখ বদরুদ্দোজাকে গ্রেপ্তার করেছে। সিউড়ি আদালতে তোলা হলে নয়দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। উদ্ধার হয় চোদ্দোটি তাজা বোমা। ২৪শে আগস্ট দুপুরে বড়রা নামোপাড়ায় পঞ্চায়েত সদস্য তৃণমূলের মহিবুল শেখের বাড়িতে মজুত বোমা বিস্ফোরণে উড়ে গেলো বাড়ির ছাদ। জখম হয়ে মহিবুলের প্রথমপক্ষের স্ত্রী আসিফা বিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। কয়েকদিন আগেই জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে মহিবুল। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কাঁকরতলা থানার পুলিশ।

পঞ্চায়েতে ডেপুটেশন কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি: বীরভূম জেলা কংগ্রেস সংখ্যালঘু সেল চেয়ারম্যান মহ: আসিফ ইকবাল রাসেলের নেতৃত্বে পদযাত্রা করে ছয়দফা দাবিতে পাইকর–১ নং গ্রামপঞ্চায়েতে গনডেপুটেশন দিলো কংগ্রেস। ছয়দফা দাবিগুলো হলো – একশোদিনের কাজ চালু করতে হবে,সমস্ত গরিব মানুষকে গৃহ দিতে হবে, ড্রেন ঝালাই করতে হবে,কৃষকদের সমস্ত ধরনের ধান ক্রয় করতে হবে,ঠিকাদারদের কাজ সঠিকভাবে করতে হবে,গরিব মানুষদের হয়রানি করা চলবে না। অন্যদিকে, ১লা সেপ্টেম্বর সকালে জেলা সভাপতি মনোতোষ মজুমদারের উপস্থিতিতে চিনপাই হাটতলায় চাকরির দাবিতে চাকরির নকল আবেদনপত্র পূরন করলো ডিওয়াইএফআই।

বন্দুকে আত্মঘাতী বৃদ্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি: নিজের লাইসেন্সপ্রাপ্ত বন্দুক দিয়ে রবিবার রাত্রে মানসিক অবসাদে নিজের ঘরে আত্মহত্যা করলো রাজনগর বড়োবাজারের বৃদ্ধ সুবীরকুমার দে (৯২)। জমিবিবাদে কড়িধ্যায় হোমগার্ডের মারে মারা গেলো ব্যবসায়ী তারাপদ পাল। হোমগার্ড বৈদ্যনাথ দাসকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। সিউড়ি বড়বাগান পাঁচেরপল্লীতে কাকার মৃতদেহ আগলে রাখলো মানসিক ভারসাম্যহীন ভাইপো। পচা গন্ধ পেয়ে প্রতিবেশীরা পুলিশে খবর দিলে পুলিশ এসে অপূর্ব মন্ডলের মৃতদেহ উদ্ধার করে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সিউড়ি থানার পুলিশ।

এসটিএফের জালে জঙ্গি

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারতে জামাতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ জঙ্গি গোষ্ঠীর শীর্ষ নেতা ইজাজ আহমেদকে বিহারের বুনিয়াদপুর থেকে ২৫শে আগস্ট বিকালে গ্রেপ্তার করে কলকাতা পুলিশের স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)। ২০০৮ সাল থেকে জেএমবি জঙ্গি সংগঠনের সদস্য ইজাজ। ইজাজ ওরফে শেখ ইউসুফের বাড়ি বীরভূম জেলার অবিনাশপুর গ্রামের মুসলিমপাড়ায়। ছোটোবেলায় বাবা মারা যাওয়ায় নদিয়া জেলার কুলসুনা মাদ্রাসায় পড়তে যায় ইজাজ। ২০১৫ সালে স্ত্রী ও দুই সন্তানকে নিয়ে গ্রামে ফিরে আসে ইজাজ। দাদার বাড়িতে তৃতীয় সন্তান হয় ইজাজের। মুর্শিদাবাদে চাকরি করে বলে গ্রামবাসীদের জানিয়েছিলো ইজাজ। ২০১৬ সালে হঠাৎ বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। বাড়ি ছাড়ার দশদিন পর এনআইএ–র নোটিশ আসে।

বোমাবাজি গ্রেপ্তার তৃণমূল নেতা

নিজস্ব প্রতিনিধি: জেলাশাসকের বাংলোয় বোমাবাজির ঘটনায় সোমবার রাত্রে সিউড়ি–১ পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ তৃণমূলের কাজল শা এবং তার চার সঙ্গীকে গ্রেপ্তার করলো পুলিশ। ২৪শে আগস্ট রাত্রে সিউড়ি ফকিরপাড়ার ব্যবসায়ী কাজী আব্দুল হাবিব বাড়ি এবং সিউড়ি ১১নং ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর মৃন্ময় মুখ্যার্জীর বাড়ি লক্ষ্য করে বোমাবাজির অভিযোগ উঠলো দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সিউড়ি থানার পুলিশ।

মিড–ডে–মিলে দুর্নীতি তালাবন্দি

নিজস্ব প্রতিনিধি: নিম্নমানের খাবার এবং দুর্নীতির অভিযোগে মুরারই–১ নং ব্লকের কাশিমনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক লালমোহন রবিদাসকে তালা মেরে বিক্ষোভ দেখায় গ্রামবাসীরা। বিকালে মুরারই থানার ওসি এসে তালা খুলে উদ্ধার করেন প্রধানশিক্ষককে। মুচলেকা দিয়ে দুর্নীতির কথা স্বীকার করে প্রধান শিক্ষক।

ভুল চিকিৎসায় মৃত বালক

নিজস্ব প্রতিনিধি: পেটে ব্যাথা নিয়ে রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হয় গোসাইপুর গ্রামের দেব মাল (১০)। কিন্তু চিকিৎসক তাকে সাপে কামড়ানোর ইঞ্জেকশন দিলে মারা যায় দেব। অভিযোগ পরিবারের। ঘটনায় দোষীর শাস্তির দাবি জানিয়েছে মৃতের পরিবার। অন্যদিকে,তারাপীঠে লজের চারতলা থেকে পড়ে আশঙ্কাজনক অবস্থায় রামপুরহাট হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ভাঙড়ের ভোজেরহাট গ্রামের লক্ষ্মণ মন্ডল। ভাঙর থেকে সাতজনের একটি দল তারাপীঠ এসেছিলো বলে জানা গিয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে রামপুরহাট থানার পুলিশ।

শ্রমিক বিক্ষোভে উত্তাল তাপবিদ্যুৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি: বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রে পিকআপ ভ্যান থেকে পড়ে জখম হয় আনন্দ গড়াই। চারদিন পর দুর্গাপুর গৌরীদেবী হাসপাতালে মারা যায় আনন্দ। বাড়ি ঢোলগোবিন্দপুর গ্রামে। মৃতের স্ত্রী ও তিন কন্যা আছে। ক্ষতিপূরণের দাবিতে মূল ফটক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় শ্রমিকরা। কতৃর্পক্ষ ক্ষতিপূরণের আশ্বাস দিলে আটঘন্টা পরে অবরোধ উঠে যায়।

মহেশতলায় পলিব্যাগ মুক্তি পদযাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি: মহেশতলা পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের পরিচালনায় গত ২ সেপ্টেম্বর স্থানীয় সন্তোষপুর থেকে মহাদেবপুর শীতলা মন্দির পর্যন্ত একটি বিশেষ সচেতনতামূলক পদযাত্রার আয়োজন করা হয়। এই পদযাত্রার উদ্দেশ্য পলিথিন বা প্লাস্টিক ব্যাবহারের ক্ষতিকর দিকগুলি মহেশতলাবাসীর কাছে তুলে ধরা এবং পলি ব্যাগ ব্যবহারের ফলে মানুষের স্বাস্থ্যের ও পরিবেশের কী কী ক্ষতি হচ্ছে সে ব্যাপারে মহেশতলাবাসীর সচেতনতা মূলক পদযাত্রা। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে ও মহেশতলা পুরসভার তত্ত্বাবধানে ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের এই পদযাত্রায় স্বাস্থ্যকর্মী, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর কর্মী এবং এই ওয়ার্ড কমিটির সদস্যরা অংশগ্রহণ করে। শুধুমাত্র প্লাস্টিক বর্জন করাই নয়, খোলা এবং ঢাকা নিকাশি নালাগুলিকে প্লাস্টিকমুক্ত করা। জমা জল জমতে না দেওয়া ও বাড়ির ও রাস্তাটাস্তার পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার আবেদন এই সচেতনামূলক পদযাত্রা থেকে করা হয়। এদিন এই কর্মসূচি মহেশতলার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডে সূচনা হলেও, উদ্যোক্তারা জানাচ্ছেন, আগামী দিনে ৪৪.১৭৫৮ বর্গ কিলোমিটার ক্ষেত্রমণি বিশিষ্ট সমগ্র মহেশতলা জুড়েই খুব শীঘ্রই এই কর্মসূচি পালন করা হবে।

প্রসঙ্গত, আগামী ২ অক্টোবর জাতীর জনক মহাত্মা গান্ধির ১৫১তম জন্মদিনটি থেকে সারা দেশে 'সিঙ্গল ইউজ' প্লাস্টিকের ব্যবহার পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ ভারত সরকার ইতিমধ্যেই ঘোষণা করে দিয়েছে। আগামী ২ অক্টোবর থেকে একবার ব্যবহারের প্লাস্টিক পণ্য পুরো বন্ধ করে দেওয়া হবে বলে ভারত সরকার সূত্রে খবর।

মাকে ফেরালো হ্যাম রেডিও

প্রথম পাতার পর

বিহারের সহর্স জেলার বাসিন্দা প্রদীপ কুমার চৌধুরী তার স্ত্রী ও দুই ছেলেকে নিয়ে বসবাস করতেন নতুন দিল্লিতে।বছর তিনেক আগে প্রদীপ বাবুর মৃত্যুর পর রামো দেবী দুই ছেলেকে নিয়ে দিল্লি থেকে ট্রেনে করে চলে আসছিলেন বিহারের রামনগর গ্রামের বাড়িতে।আসার সময়ই আচমকাই ঘটে যায় অঘটন।ট্রেন থেকে খাগারিয়া ষ্টেশনে নামার পরই ভিড়ের চাপে দুই ছেলের থেকে হারিয়ে গিয়ে আলাদা হয়ে যান রামো দেবী। মোহিত কুমার ও সুরাজ কুমার ষ্টেশনের প্লাটফর্মে ও আশেপাশের বিভিন্ন এলাকায় হন্যে হয়ে খুঁজেও মায়ের খোঁজ না মেলায় শেষে তারা চলে যায় রামনগরের গ্রামের বাড়িতে।সেখানে থাকা কাকা মিথিলেশ চৌধুরী সহ অন্যান্যদের কাছে মা নিখোঁজের খবর জানায়।এরপর পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও আশেপাশের বিভিন্ন এলাকা,বিভিন্ন রেলওয়েষ্টেশন, বাজার এলাকায় খোঁজখবর চালিয়েও কোথাও তার হদিস না মেলায় হতাশায় হয়ে পড়েন।পরে মায়ের ফিরে পাওয়ার আশায় দুই ছেলে আবার নয়াদিল্লিতে চলে যায় নিজেদের কাজে। কিন্তু মায়ের কথা তাদের প্রতিদিনই ভাবাতো। এরই মধ্যে দিন পনেরো আগে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার গোসবা ব্লকের প্রত্যন্ত কচুখালি গ্রামে সেখানকার স্থানীয় যুবক শুভঙ্কর মন্ডল নিজের ষ্টেশনারী দোকান বন্ধ করে যখন রাতে বাড়ি ফিরছিলেন,ঠিক সেই সময় তার নজরে আসে যে,এক বছর পঁয়ষট্টির এক মহিলা জলকাদায় পড়ে যন্ত্রণায় ছটফট করছে।মানবিকতার দিক থেকে ঐ মহিলাকে তড়িঘড়ি উদ্ধার করে নিয়ে আসেন গ্রামেরই এক মনসা মন্দিরে।স্থানীয় মানুষ শুকনো জামা কাপড় পরিয়ে দেয় অসহায় বৃদ্ধাকে। কয়েকদিন ধরেই তাকে খাওয়ানো এমনকি অসুস্থ বলে ওষুধেরও বন্দোবস্ত করেন শুভঙ্কর। বৃদ্ধা ঐ মহিলা কিছুটা সুস্থ হলে তার নাম, পরিচয় জানার চেষ্টা করলেও কিন্তু রামো দেবীর ভাষা তাদের বোধগম্য হয় না। এসবের মধ্যে শুভঙ্কর বৃহস্পতিবার পেয়ে যায় হ্যাম রেডিওর অম্বরীশ নাগ বিশ্বাসের ফোন নম্বার।ঐ মহিলার ছবি তুলে পাঠায়।কিন্তু ঐ মহিলার ভাষা বুঝতে বিস্তর সমস্যা হয়।পরে তার ভাষা রেকর্ড করে পাঠানো হয় দেশের বিভিন্ন জায়গার হ্যাম রেডিওকে।এরপরই জানা যায় ওই মহিলা বিহারের ছেত্রী ভাষায় কথা বলছেন।তারপর ওই ভাষায় কথা বলার জন্য একজনের সাথে যোগাযোগ করালে ঐ মহিলার সঙ্গে কথা বলতে পারে তার পরিবার পরিজনেরা। জানা যায় বাড়ির ঠিকানা ও পরিজনদের নাম।এরপর স্থানীয় পুলিশের সাহায্য নিয়ে মোবাইল নম্বর সংগ্রহ করা হয় Iদীর্ঘ দু'বছর পরে আপন পরিজনের সঙ্গে কথা বলতে পেরে কান্নায় ভেঙে প।নে বৃদ্ধা মহিলা। বারবার বাড়ি ফিরে যাওয়ার আর্তিও জানাতে থাকেন তিনি।অবশেষে অম্বরিশ বাবু যোগাযোগ করেন বারুইপুর জেলা পুলিশ সুপার রশিদ মুনির খান ও গোসাবার বিডিও সৌরভ মিত্রের সাথে।এসপি যথাযোগ্য সাহায্যের আশ্বাস দেন। বিডিও ওই মহিলাকে গ্রাম থেকে নৌকায় করে উদ্ধার করে গাড়ি যোগে ক্যানিংয়ে তার পরিজনদের হাতে পাঠানোরও বন্দোবস্ত করার উদ্যোগ নিয়েছেন। মা সুন্দরবনের প্রত্যন্ত দ্বীপে জীবিত অবস্থায় রয়েছে জানতে পেরে দারুণ উচ্ছ্বসিত দুই ছেলে মোহিত ও সুরাজ।তারাও তড়িঘড়ি রওনা দিয়েছে ক্যানিংয়ে আসার জন্য। ক্যানিংয়ে এসে নিজেদের মাকে আবার দিল্লিতে নিয়ে গিয়ে নিজেদের কাছে রাখতে চান।এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা নিখোঁজ মাকে ছেলেদের হাতে তুলে দেওয়ার।রামো দেবীর ছোট ছেলে মহিত কুমার ফোনে জানায়, 'আমরা যে মাকে খুঁজে পাবো সেরকম ভরসা না থাকায় একেবারেই আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম।মায়ের কোন খোঁজ না মেলায় পর হ্যাম রেডিওর মাধ্যমে যে মাকে আবার ফিরে পেতে চলেছি তার জন্য আমার দারুণ আনন্দ হচ্ছে।গোসাবা শুভঙ্কর মন্ডল ও হ্যাম রেডিওর অম্বরীশ নাগ বিশ্বাসকে অসংখ্য ধন্যবাদ দেওয়ার ভাষা আমার নেই।

এবিষয়ে গোসাবার বিডিও সৌরভ মিত্র বলেন,'আমরা সমস্ত বন্দোবস্ত রেখেছি যাতে ওই মহিলাকে তার ছেলেদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া যায়।শুক্রবার সন্ধ্যা পর্যন্ত কেউ আসেন নি। তবে অনেক দুরত্ব হওয়ায় শনিবারের মধ্যে রামো দেবীর দুই ছেলে পৌঁছে যাবেন বলে মনে হয়।

অন্যদিকে যার জন্য এমন কাজটাই সম্ভব হল, সেই হ্যাম রেডিওর ওয়েস্টবেঙ্গল রেডিও ক্লাবের সম্পাদক অম্বরিশ নাগ বিশ্বাস বলেন মহিলার ভাষা আমরা বুঝতে পারিনি।পরে বিহারের লোকজনই আমাদেরকে সাহায্য করেছে বলেই ওর নাম, ঠিকানা এমনকি ফোন নম্বর আমরা জানতে পেরেছি।ফলে আমরা খুশি যে পুজোর আগেই হারিয়ে যাওয়া এক মাকে তাঁর সন্তানদের হাতে ফিরিয়ে দিতে চলেছি।

তৃণমূলের নতুন জেলা কমিটি

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার : দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা তৃনমূল যুব কংগ্রেসের নতুন কমিটি গঠন হল বারুইপুরে রবীন্দ্র ভবনে। উপস্থিত ছিলেন বিধানসভার স্পিকার বিমান ব্যানার্জ্জী, ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক শ্যামল মন্ডল, ক্যানিং পূর্ব বিধায়ক ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা তৃণমূল যুব সভাপতি শওকত মোল্লা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা কার্যকরী সভাপতি অনিরুদ্ধ হালদার, সাংসদ মিমি চক্রবর্তী, জয়নগর বিধানসভার বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস, মন্দিরবাজারের বিধায়ক জয়দেব হালদার পূর্ত কর্ম্যধক্ষ শ্রীমন্ত বৈদ্য। শওকত বলেন ৪৪টি ব্লক থেকে ৪ দুজন করে যুব কমিটি গঠন হবে। আগামী দিনে যুবরা লড়াই করে জিতিয়ে নিয়ে আসবে তৃণমূলকে। বেশ কিছু জায়গায় তৃণমূল সংগঠনে বাধা প্রাপ্ত হচ্ছে। এই বাধা আসছে বিরোধী শক্তি বিজেপি থেকে। আমাদের সংগঠন যদি ঠিক থাকে কোনও বাধা আটকাতে পারবে না। নতুন ছেলে মেয়েদের নিয়ে কমিটি গঠন করা হচ্ছে। জয়দেববাবু ও বিশ্বনাথবাবুকে যুক্ত করা হয়েছে যুব সংগঠনে। নাম না বলে শওকত বলেন, ওরা হিন্দু মুসলমানদের সাথে দাঙ্গা বাধানোর চেষ্টা চলছে। বিজেপির গতি রোধ করতে পারে একমাত্র তৃণমূল যুব সংগঠন। এ শহরে নাগরিক পঞ্জি চালু করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। ঝুপড়িবাসীদের নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে। ভারতবর্ষে ৭১ সালে যারা এসেছে তাদের কে নাগরিক হিসাবে গণ্য করা হবে না। আসামে বহু ১২ লক্ষ বাঙালি নাগরিক পঞ্জি থেকে বাদ গেছে। কেন্দ্রীয় সরকার যে নীতি নিয়েছে তার বিরুদ্ধে মমতা ব্যানার্জ্জী হাটছেন। বিএল আর অফিসে প্রচুর ভীড় দেখা যাচ্ছে নাম নথিভুক্ত করার জন্য। আমরা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় বড় ধরনের র‍্যালি করবো। প্রায় পাঁচ হাজার মানুষ হাটবেন সেই র‍্যালিতে।

বাখরাহাটে কৃতী ছাত্রছাত্রী সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১ সেপ্টেম্বর বাখরাহাটে রামমোহন দত্ত মেমোরিয়াল কমপ্লেক্স হলে অনুষ্ঠিত হল বাখরাহাট লায়ন্স ডিস্ট্রিক্ট ৩২২c1 এর BOD অনুষ্ঠানে। ৮ বছর আগে মাননীয় কাজল দত্তের হাত ধরে বাখরাহাট লায়ন্স–এর পথ চলা শুরু হয়। তাঁর উদ্যমী নেতৃত্বের গুণে ক্লাব আজ স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছে। প্রতি বছরই রক্তদান শিবির, চক্ষুপরীক্ষা শিবির, বন্যায় ত্রিপল দান বা অর্থ সাহায্য করে এসেছি। আজ তারা বজবজ ২ ও বিষ্ণুপুর ব্লকের কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা দিয়ে নিজেদের ধন্য করল। প্রায় ৫২ জন ছাত্রছাত্রীর হাতে একটি দিশা দর্শনকারী বই মিষ্টির প্যাকেট, সুন্দর সার্টিফিকেট ও ফুল তুলে দেয় আয়োজকরা।

বাখরাহাট লায়ন্স–এর বর্তমান সম্পাদক মনোতোষ মণ্ডল, সভাপতি সুপ্রিয় রায়, চেয়ারম্যান কাজল দত্ত, সাংবাদিক নির্মল গোস্বামী, শিক্ষক বিশ্বরূপ ব্যানার্জী প্রমুখ–এর উপস্থিতিতে ছাত্র সংবর্ধনা শুরু হয়। এই মঞ্চে বিশেষভাবে সম্মানে সম্মানিত হয় এবছর মাধ্যমিকে অষ্টম স্থানাধিকারী শ্রেয়সী চক্রবর্তী। বাখরাহাট লায়ন্স–এর সকল সদস্য মোহন সাধুখাঁ, গণেশ পাল, গণেশ ব্যানার্জী, অশোক দাস, সুশান্ত পাল, সার্থক দত্ত, সরোজ কান্তি পাল, সুশীল বেরা, ডাঃ শেখ মসিহুর রহমান দোলা দত্ত প্রমুখ। এছাড়া বাইরের অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন নির্মলেন্দু বাসু, মীনাক্ষী মাইতি, সুকন্যা ব্যানার্জী, সুজিত ঘোষ, উদয় নাথ সাউ, নারায়ণ সাউ, অসিত কুমার শালুই, কমলেন্দু দাস, পি কে ব্যানার্জী, কল্যাণময় দত্ত। বি.ও.ডি অনুষ্ঠানের আগে একটু রুচিশীল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করে স্থানীয় নাম করা সঞ্চালিকা শিল্পী দাস। ক্লাবের রীতি অনুযায়ী সকল সদস্যকে শপথ বাক্য পাঠ করতে হয়। ভোট অব থ্যাঙ্কস–এর মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। অনুষ্ঠানে উদ্বুদ্ধ হয়ে এইদিনই সদস্যপদ গ্রহণ করেন মানস সরকার, সুকুমার ভৌমিক ও ডাঃ শেখ সফিজ আলি।

টাকা ও গহনা ফেরালো মানবিক অটো চালক

নিজস্ব প্রতিনিধি : মানবিকতার নজির গরলো অটো ড্রাইভার , সোনার জিনিস সহ টাকা ফিরিয়ে দিলো যাত্রীর হাতে। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মহেশতলা থানা এলাকার ২ জন মহিলা মেটিয়াবুরুজের বিবাহ বাড়ি থেকে ফিরছিলেন। সঙ্গে সোনা গহনা ছিল চুরি যাওয়ার ভয়ে একটি জামা কাপড়ের ব্যাগের মধ্যে সমস্ত সোনার জিনিস ভরে নেয় এবং মেটিয়াবুরুজের ট্রেন স্টেশন থেকে সমস্ত সোনার জিনিস সহ টাকার ছিলো পাশাপাশি মহেশতলা থানায় বিষয় টি জানান মহিলারা । কিন্তু বজবজ থানার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা অটো ড্রাইভার ব্যাগটি নিয়ে হন্যের মতো চারিদিকে যাত্রীদের কে খোঁজাখুঁজি করতে থাকে।

কিন্তু না পেয়ে নিজের এলাকায় প্রধান কে সমস্ত বিষয়টি জানান যে একটি যাত্রী তার অটোতে জিনিস সহ ব্যাগ ফেলে গিয়েছে , এবং প্রধান বজবজ থানায় সমস্ত বিষয়

নুঙ্গি স্টেশনে নামে এবং চলতি অটোতে উঠে পরে ও মহেশতলা থানার চন্দননগরে নামে। কিন্তু সমস্ত জামা কাপড়ের ব্যাগ অটোতে রেখে ভুলে নেমে যায় এবং অটো থেকে নেমে কিছু দূর যাওয়ার পর ব্যাগের কথা খেয়াল পড়ে ও যার মধ্যে টি জানান এবং বজবজ থানার পুলিশ মহেশতলা থানা ফোন করে এবং জানতে পারে যে চন্দননগরে বাসিন্দা সুরাইয়া খাতুন । এবং আজ বজবজ থানার পুলিশ সমস্ত জিনিস সংগ্রহ করে সুরাইয়া খাতুনের হাতে তুলে দেয় ।

জুড়ি মেলা ভার গোবরের

প্রথম পাতার পর

শুধু ভাবনাটিকে তাদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। এবং যার ভাবনা সে যথাযথ সম্মান পাবে এবং সেই থাকবে এই ভাবনার মূল দাবিদার। তারা শুধু এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে বিভিন্ন গবেষণা সহ অর্থের মাধ্যমে। তিনি এও বলেন, কেউ যদি মনে করে নিজেই সে বিষয়ে শিল্প তৈরি করতে সক্ষম তাহলে পাশে থাকবে সিএমইআরআই।

তিনি কিছু উদাহরণ স্বরূপ বলেন, জল শুদ্ধিকরণ করবার জন্য ভারতের তৈরি বিভিন্ন পদ্ধতি আছে এবং যা দৃঢ়তার সঙ্গে কাজ করছে। আর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য তিনি জানালেন যদিও তা এখনও গবেষণার পর্যায়ে তবে দ্বিতীয় পর্যায়ের ফলে উত্তীর্ণ করেছে সেটি হলো গোবর দিয়ে জল শুদ্ধিকরণ। গোবরে কিছু ব্যাকটিরিয়া রয়েছে যা জল শুদ্ধিকরণের কাজে লাগে সেটিকেই কাজে লাগিয়ে তৈরি করা চলছে এমন পদ্ধতি। আর হয়তো কিছুদিনের মধ্যেই সফলতা পাবে। মনে রাখা দরকার সবই কিন্তু আমাদের দেশের কোনটাই অন্য দেশের ধার করা নয়।

ভালো লাগবে এটা জেনেই কারণ হয়তো অন্যান্য দেশ মুখিয়ে আছে ভারতের দিকেই এসব বিষয়ের জন্যই আমরা জৈব সার বায়ো গ্যাস এসব জানি কিন্তু এ থেকেও যে আরও আমরা এগিয়ে গেছি অনেকের কাছেই তার খবর নেই। গবেষণা প্রতিনিয়ত চলছে। বায়োগ্যাসের মাধ্যমে বিভিন্ন জায়গায় রান্না তো হচ্ছে এছাড়াও অনেক যন্ত্র চলছে তার মাধ্যমে, সব থেকে বড়ো কথা কোন কিছুই ফেলার নয় বায়ো গ্যাস তৈরি হওয়ার পরে যে উদ্বৃত্ত পড়ে থাকছে সেটিকেও জ্বালিয়েও হচ্ছে বহু কাজ। সে বিষয়টিও আবার অভিনব কারণ জ্বালানোতে একফোটা ধোয়া সৃষ্টি হচ্ছে না। সবই ভারতের নিজস্ব ভারতবাসীর জন্ম দেওয়া জিনিস। অনেক জায়গায় ই–রিকশা চার্জ দেওয়ার জন্য ব্যবহার হচ্ছে সৌর গাছ। ভারত এগোচ্ছে। গোবর দিয়ে তৈরি হওয়া জিনিস কোনও কিছুই নষ্ট হচ্ছে না কারণ গোবর জ্বালিয়ে যে ছাই হচ্ছে আবার চাষবাসের কাজেই লাগছে।

দেশে এখন আরও একটি জিনিস নিয়ে প্রতিনিয়ত গবেষণা হচ্ছে সেটি হলো বজ্র ব্যবস্থাপনা। বিভিন্ন বজ্রকে আবার কাজে লাগিয়ে নতুন জিনিস তৈরি করতেও সক্ষম ভারত। কলকাতা পুরসভা সমেত দেশের সব রাজ্যই এ নিয়ে ভাবনা চিন্তা শুরু করেছে। এবং উৎসেই বজ্র বিভাজন নিয়ে শুরু হয়েছে প্রচার। এটি অবশ্য জাপানের পদ্ধতি। কিন্তু ভারত বলছে তা প্রয়োজন নেই। কারণ ভারতের কাছে এমন জিনিস রয়েছে যাতে সব বজ্র একসাথে ফেলে দিলেও বিভাজন হয়ে যাবে। যদিও তাতে কর্ণপাত করার উৎসাহ নেই অনেকেরই।

বিরোধিতার দিনেও ধৃত অনুপ্রবেশকারী

প্রথম পাতার পর

তারা ধরেই নিয়েছেন বাংলতেও এনআরসি হচ্ছেই। মুর্শিদাবাদে বিলি হচ্ছে লিফলেট। সেখানে জানানো হচ্ছে কি কি কাগজপত্র জোগাড় করে রাখতে হবে। কলকাতা সহ রাজ্যের প্রতিটা জেলাতেই ছোটাছুটি শুরু হয়েছে ১৯৭১ সালের আগের ভোটার লিস্ট সংগ্রহ করতে। জেলা সদরগুলিতে ভিড় জমাচ্ছেন মানুষ। সকলেই চাইছেন নাগরিক পঞ্জিতে নাম তুলতে প্রয়োজনীয় নথি যোগাড় রাখতে।

এরই মধ্যে প্রায় প্রতিদিন ঘটে চলেছে পাচার ও অনুপ্রবেশের ঘটনা। মুখ্যমন্ত্রী যাই বলুন না কেন ধরপাকড় কিন্তু এনআরসি–র পক্ষে দাঁড়াচ্ছে প্রতিদিন। রাজ্যের সাধারণ মানুষও এই মাগ্গিগণ্ডার বাজারে চাইছেন অযাচিত সংখ্যা কমাতে। সকলের আশা এতে সুবিধা হবে রোজগারের, টান পড়বে সন্ত্রাসে।

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

অনুপ্রেরণায় এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের উদ্যোগে ডিজিটাল রেশন কার্ড প্রদান এবং পরিবর্তন/সংশোধন সংক্রান্ত বিশেষ কর্মসূচী

আগামী ৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ হইতে ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত
(ছুটির দিন বাদে এবং সকাল ১০.৩০মিঃ থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে)
পঞ্চায়েত এলাকার জন্য সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের করন (BDO Office), মিউনিসিপ্যালিটি এলাকার জন্য সংশ্লিষ্ট মিউনিসিপ্যালিটি অফিস এবং কর্পোরেশন এলাকার জন্য বরো অফিসে,
যে সমস্ত যোগ্য ব্যক্তি এখনও ডিজিটাল রেশন কার্ড পাননি তাদের দরখাস্ত গ্রহণ এবং যাদের রেশন কার্ড সংক্রান্ত কোন পরিবর্তন/সংশোধন প্রয়োজন তার জন্য বিশেষ শিবিরের আয়োজন করা হচ্ছে।

খাদ্য সাথী

কারা দরখাস্ত করবেন?

আপনি যদি গ্রামীণ এলাকায় বাস করেন এবং স্বতঃ–বহির্ভুক্তির নিম্নলিখিত সূচকগুলির কোনওটির মধ্যে না পড়েন, তাহলে দরখাস্ত করুন–
- যন্ত্র–চালিত দুই চাকা/তিন চাকা/চার চাকা বিশিষ্ট গাড়ি/মাছ ধরার নৌকা (যার জন্য নথিভুক্তির প্রয়োজন)
- যান্ত্রিক দুই চাকা/তিন চাকা চালিত কৃষি–কর্মে ব্যবহৃত উপকরণ যথা– ট্র্যাক্টর, হারভেস্টর প্রভৃতি
- সেই পরিবার যার কোনও একজন সদস্য রাজ্য/কেন্দ্র/রাষ্ট্রায়ত্ত/সরকারি সহায়তা প্রাপ্ত স্ব–শাসিত বা স্বায়ত্ত–শাসিত সংস্থার গেজেটেড বা নন–গেজেটেড কর্মচারী
- অকৃষি উদ্যোগ হিসাবে সরকারের কাছে নথিভুক্ত পরিবার
- যে পরিবারের কোনও একজন সদস্যের মাসিক আয় ১৫,০০০/- টাকার অধিক
- আয়কর বা বৃত্তিকর প্রদান করেন এমন ব্যক্তি
- ৩ বা তার বেশি ঘর যার পাকা দেওয়াল ও ছাদ রয়েছে এমন পরিবার
- ফ্রিজ রয়েছে এমন পরিবার
- ল্যান্ড–লাইন টেলিফোন রয়েছে এমন পরিবার
- ২.৫ একরের বেশি সেচ সেবিত জমি এবং অন্তত একটি ডিজেল বা বিদ্যুৎ চালিত জল সেচের যন্ত্র রয়েছে এমন পরিবার
- ৫ একর বা তার অধিক দো–ফসলি বা তিন–ফসলি সেচ সেবিত জমি রয়েছে এমন পরিবার

আপনি যদি শহরাঞ্চলে বাস করেন এবং নিম্নলিখিত স্বতঃ – বহির্ভুক্তির সূচকগুলির কোনওটির মধ্যে না পড়েন, তাহলে দরখাস্ত করুন–
- তিন বা তার বেশি কক্ষ বিশিষ্ট পাকা দেওয়াল ও ছাদ যুক্ত বাড়ি রয়েছে এমন পরিবার
- নীচের ভোগ্যপণ্যগুলির মধ্যে কোনও একটি আছে এমন পরিবার– ক) চার চাকা বিশিষ্ট মোটরগাড়ি খ) শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র (AC Machine) গ) ইন্টারনেটের সুবিধাযুক্ত Computer বা Laptop
- নীচের ভোগ্যপণ্যগুলির মধ্যে যে কোনো তিনটি আছে এমন পরিবার– ক) রেফ্রিজারেটর খ) ল্যান্ডলাইন টেলিফোন গ) ওয়াশিং মেশিন ঘ) দুই চাকা বিশিষ্ট মোটরগাড়ি
- সেই পরিবার যার কোনও একজন সদস্য রাজ্য/কেন্দ্র/রাষ্ট্রায়ত্ত/সরকারি সহায়তা প্রাপ্ত স্ব–শাসিত বা স্বায়ত্ত–শাসিত সংস্থার গেজেটেড বা নন–গেজেটেড কর্মচারী
- আয়কর বা বৃত্তিকর প্রদান করেন এমন ব্যক্তি

দপ্তরের সাফল্য
- খাদ্য সাথী প্রকল্পে রাজ্যের প্রায় ৯.০৮ কোটি মানুষ ভর্তুকিযুক্ত খাদ্যশস্য পাচ্ছেন
- ২০১৮–১৯ খরিফ মরসুমে ১১,০৩,৫৫২ জন কৃষকের কাছ থেকে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে প্রায় ৪০ লক্ষ মেট্রিক টন ধান কেনা হয়েছে এবং এর ফলে রাজ্যে ধানের অভাবী বিক্রি বন্ধ হয়েছে
- গুদামের ধারণ ক্ষমতা ২০১১ সালে ৬৩ হাজার মেট্রিক টন থেকে বর্তমানে ৯,৫৬,২৪৪ মেট্রিক টন করা হয়েছে
- ২০১৮–১৯ অর্থবর্ষে বাজেট বরাদ্দ খরচের পরিমান, ২০১১–১২–এর তুলনায় প্রায় পাঁচগুণ বৃদ্ধি পেয়ে ১০,৯৭৩ কোটি টাকায় পৌঁছেছে।

কী ভাবে দরখাস্ত করবেন?

উক্ত বহির্ভুক্তির সূচকগুলির বাইরে যদি কেউ এখনও পর্যন্ত ডিজিটাল রেশন কার্ড না পেয়ে থাকেন, তাহলে আবেদন করুনঃ

U ফর্ম – পৌরএলাকার জন্য এবং
R ফর্ম – পঞ্চায়েত এলাকার জন্য

U ও R ফর্ম নং	আবেদনের বিষয়
III	আপনার পরিবারকে ভর্তুকিযুক্ত খাদ্য প্রাপকের তালিকায় অন্তর্ভুক্তির জন্য।
IV	পরিবারের নতুন সদস্য সংযোজন করার জন্য।
V	নাম বা ঠিকানার ভুল সংশোধন করার জন্য।
VI	ডিলার পরিবর্তনের জন্য
VII	কার্ড বাতিল করার জন্য
VIII	RKSY-II থেকে RKSY-I এ পরিবর্তন করার জন্য আবেদন। (যাঁদের পূর্বে BPL/AAY কার্ড ছিল)
IX	Duplicate কার্ড। (হারিয়ে বা নষ্ট হয়ে গেলে)

ডিজিটাল রেশন কার্ড কেবল মাত্র ভর্তুকিযুক্ত খাদ্যশস্য পাওয়ার জন্য। সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী [টার্গেটেড পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম (কন্ট্রোল) অর্ডার, ২০১৫। ভারত সরকার] রেশন কার্ড, কোন ঠিকানার প্রমাণ পত্র বা পরিচয় পত্র হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে না।

৩৯৮৩/জেতসদ/২৪ পঃ(দঃ)/০৯.০৯.১৯ খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত।

মহানগরে

ভয় হয়: এলগিন রোডে নেতাজি ভবনের দেওয়াল ঘেঁষে গজিয়ে উঠেছে চায়ের দোকান, আড্ডা। জবর দখলে কলকাতার ঐতিহাসিক পর্যটন। রিসার্চ ব্যুরোর কর্মকর্তারা দেখেও নিশ্চুপ। –নিজস্ব চিত্র

ফের স্বপ্ন দেখাচ্ছে নিউ মার্কেট পার্কোম্যাট

বরুণ মণ্ডল : দীর্ঘদিন যাবৎ মধ্য কলকাতার লিন্ডসে স্ট্রিট স্থিত শতাব্দী প্রাচীন নিউ মার্কেট সম্মুখস্থ 'সিম আন্ডারগ্রাউন্ড কার পার্কিং' বন্ধ হয়ে রয়েছে। গত শারদোৎসবের পূর্বে কার পার্কিং দফতরের মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার বলেছিলেন, শারদোৎসবের আগেই উক্ত ভূগর্ভস্থ কার পার্কিং খুলে দেওয়া হবে। কিন্তু এ পর্যন্ত তা খোলা সম্ভব হয়নি। ফলস্বরূপ, নিউ মার্কেট বা সংলগ্ন অফিস গুলিতে আসা মহানগরবাসী বা বিদেশিদের কার পার্কিং–এ যারপরনাই অসুবিধা হচ্ছে এবং এরই সঙ্গে কলকাতা পুরসংস্থার বছরে কমবেশি ৩০ কোটি টাকা আর্থিক ক্ষতিও হচ্ছে। এমতাবস্থায় চলতি বছরে আগত শারদোৎসবের আগে উক্ত ভূগর্ভস্থ কার পার্কিং খুলে দেওয়ার বিষয়ে মেয়র পারিষদ কী ব্যবস্থা নিচ্ছেন? এ বিষয়ে মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার বলেন, এটা বন্ধ হয়েছে মূলত রাজ্য দমকল দফতরের আপত্তিতে। রাজ্যের অগ্নি নির্বাপক দফতর সাতটি বিষয়ে অত্যাধুনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলেছে। এর মধ্যে কয়েকটি আমাদের দেশে অতি কম ব্যবহার হওয়ার জন্য দুষ্প্রাপ্য। মূলত তাপবিহীন অতি উচ্চতাপ সহনশীল ধোঁয়া নির্গমন, পিএলসি অপারেটেড মোটর, এক্সজস্ট ফ্যান, বৈদ্যুতিক অ্যাড্রেসেবল প্যানেল ও তাপ সুরক্ষার উচ্চতাপ সহন ক্ষমতাসম্পন্ন কাচের দেওয়াল জার্মান ও অন্যান্য বিদেশি সংস্থার দ্বারা তৈরি দরজার যন্ত্রাংশ। এই সমস্ত যন্ত্রাংশগুলি নিয়ে আমার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

একাজ শেষ করতে সময় লাগবে। যখন এটা করা হয়েছিল, তখন যে টেকনোলজি ব্যবহার করা হয়েছিল, আজকে বন্ধ থাকার পরে আমরা ভেবেছিলাম, ফায়ার ব্রিগেডের অনুমোদন পেলেই এটা চালু করে দেওয়া যাবে। কিন্তু ফায়ার যা 'রেকমেনডেশন' দিয়েছে, সেই কাজ করতে গিয়ে এই স্পেয়ারগুলি বিদেশ থেকে নিয়ে আসতে হচ্ছে। এটা কলকাতায় পাওয়া যায় না। বিদেশি যন্ত্রাংশগুলির ব্যবহার ছাড়াই যে 'পার্কোম্যাট'টি চালু করেছিল, তার 'মেন্টেনেন্সের প্রভিশন' রাখলেন না। যার ফলে এগুলি আনতে গিয়ে সময় লেগে যাচ্ছে, এ হল একটা কারণ। আবার, গাড়ি ওঠানো ও নামানোর অত্যাধুনিক ও সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থার যন্ত্রাংশগুলি বহু পুরনো হয়ে যাওয়া এবং গত কয়েক বছর বন্ধ থাকার কারণে সেগুলির কিছু অংশ পরিবর্তন ও ত্রুটিমুক্ত করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। চারটি যন্ত্রাংশ পরিবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে। এগুলি মিৎসুবিসি সংস্থা–জাপান এবং সিমেন্স সংস্থা– জার্মান এবং অন্যান্য বিদেশ সংস্থা দ্বারা তৈরি।

এগুলিও আমাদের দেশের দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় তা সংগ্রহ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এ কাজও সময়সাপেক্ষ। তবে সত্যিই ওখানে পার্কোম্যাট চালু করা খুবই প্রয়োজনীয় বিষয়। কিন্তু কোনও অবস্থাতেই পুরসংস্থা ঝুঁকি নিতে পারে না। বিপদের মধ্যে ব্যবসায়ীদের ও আগত ক্রেতাদের গাড়ি রাখতে দিতে পারি না। সেজন্যই পার্কোম্যাটটি বন্ধ রাখা হয়েছে। যন্ত্রাংশগুলির জন্য ইতোমধ্যেই 'টেন্ডার' হয়ে গিয়েছে। এগুলি এসে গেলে পুরসংস্থা নিউ মার্কেটস্থিত পার্কোম্যাটটি চালু করে দেবে।

থমকে : ধসের কারণে বৌবাজার অঞ্চলে ২৫টিরও বেশি গয়না তৈরির কারখানা বন্ধ হয়ে রয়েছে। ফলে কলকাতাসহ সারা রাজ্যের বহু শোরুমে মালিকেরা সমস্যায় পড়ে, শোরুম বা বিপণিগুলি বন্ধ রাখতে বাধ্য হচ্ছেন। একেই বাজার খারাপ, তার উপরে কারখানাগুলিতে গয়না আটকে থাকার ফলে ডেলিভারি দেওয়া যাচ্ছে না। ছবি : অরুণ লোধ

কলকাতার জলাশয়ে মাছচাষ

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পুরসংস্থার পরিবেশ দফতরের মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দারের উদ্যোগে বহুদিন বাদে কলকাতার বিভিন্ন ওয়ার্ডে বেশ কয়েকটি পুকুর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে নিয়মিত পরিচর্যার অভাবে দ্রুত সেই পুকুরগুলি কচুরিপানা ও জঞ্জাল–প্লাস্টিক–থার্মোকলে পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। পুকুরগুলি নিয়মিত পরিচর্যার বিষয়ে কী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে? উত্তরে স্বপনবাবু বলেন, বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। কলকাতা মহানগরে যতো পুকুর বা জলাশয় আছে, তা পুরসংস্থার পক্ষ থেকে 'সার্ভে' করা হয়েছে। কিন্তু সবকিছু করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। কিন্তু কাজ আমরা শুরু করেছি এবং করছি। এবং যে কাগগুলি করা হয়ে গিয়েছে, সেগুলির বিষয়ে ইতিমধ্যেই আমরা জানিয়েছি। মহানগরের সমস্ত জলাশয়গুলিতে যাতে মাছ চাষ করা যায়, এলাকার যুবক–যুবতীরা যদি মাছ চাষ করার বিষয়ে পুরসংস্থায় আবেদন করেন, আমরা তাদেরকে মাছ চাষ করার সুযোগ করে দেবো। এবং সঙ্গে সঙ্গে এটাও বলছি, যদি তাদের প্রশিক্ষণ দিতে হয়, পুরসংস্থা বিনে পয়সায় তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে দেবে। আসল উদ্দেশ্যটা হল, যাতে কলকাতার পুকুরগুলি সুন্দর থাকে, পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন থাকে। আবর্জনামুক্ত ও কচুরিপানা না জন্মাতে পারে। এই পরিকল্পনা পুরসংস্থার পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছে।

মূল প্রশ্নের সঙ্গে অনুসারী প্রশ্নটি ছিল, টেন্ডারের মাধ্যমে ওই পুকুরগুলিতে মাছ চাষ বা ফুল চাষের যে আশ্বাস কলকাতাবাসীকে দেওয়া হয়েছিল, সেই পরিকল্পনা রূপায়িত হচ্ছে না কেন? উত্তরে স্বপনবাবু বলেন, ইতিমধ্যেই পরিবেশ দফতর ৭৫টি টেন্ডারের করেছে। বেশ কয়েকটি টেন্ডার দফতর পেয়েছে। আর কলকাতার সাধারণ নাগরিকরা কলকাতা পুর এলাকার টেন্ডার প্রসেসটা নিয়ে অতোটা ওয়াকিবহাল নয়। সেজন্যই আমি পরিবেশ দফতরকে বলেছি, বিষয়গুলি একটু শিথিল করতে। যাতে সাধারণ পুরবাসীরা চটজলদি টেন্ডার বিষয়টি বুঝতে পারে এবং গ্রহণ করতে পারে। সে বিষয়ে বিশেষভাবে সজাগ থাকতে।

জলাভাব : দীর্ঘ প্রতীক্ষিত টালিগঞ্জ–যাদবপুর অঞ্চলকে পরিশ্রুত পানীয় হল পরিষেবার বৃদ্ধিকরণের উদ্দেশ্যে গত ১২ সেপ্টেম্বরে দক্ষিণ–পূর্ব কলকাতার পাটুলি বুস্টার পাম্পিং স্টেশনে অতিরিক্ত ১০ লক্ষ গ্যালন ক্ষমতাসম্পন্ন আংশিক ভূগর্ভস্থ জলাধার ও ৭ লক্ষ গ্যালন ক্ষমতাসম্পন্ন উত্তোলিত জলাধার নির্মাণের উদ্বোধন করলেন মহানাগরিক তথা রাজ্যের নগরোন্নয়ন ও পুর বিষয়ক মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। উপস্থিত দিলেন স্থানীয় যাদবপুরের সাংসদ মিমি চক্রবর্তী, স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের পূর্তমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, বরো কমিটির অধ্যক্ষ তপন দাশগুপ্ত ও তারকেশ্বর চক্রবর্তী, পুর প্রতিনিধি অরূপ চক্রবর্তী এবং পুরসচিবসহ পুর সংস্থার অন্যান্য পদস্থ আধিকারিকগণ।

ঘোষণা : রাজ্য ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতরের বেহালা পূর্ব পশ্চিম ও জোকা শাখার 'বিএল অ্যান্ড এলআরও' অফিসটি গত ১ আগস্ট থেকে কলকাতা পুরসংস্থার এসপ্ল্যানেডস্থিত কেন্দ্রীয় পুর ভবনের চতুর্থ তলে স্থানান্তরিত হয়েছে। এতদিন ছিল বেহালার চৌরাস্তার নিকটস্থ ঠাকুরপুকুর–মহেশতলা 'সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের দফতরের পাশে। আসন্ন শারদোৎসবের পর নতুন এই অফিসে পুরোদমে কাজ শুরু হবে।

শরীর নিয়ে কথা

ক্যানসারের মূলে থাকে জিনের মল্লযুদ্ধ– ডাঃ পার্থ নাগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ক্যানসারের মূলে থাকে আত্যন্তিক কোষবৃদ্ধি। এই কোষবৃদ্ধির নিয়ন্ত্রক দুই রকম জিনের মল্লযুদ্ধ। এক ধরনের জিন কোষবৃদ্ধিতে সহায়তা করে অপর পক্ষের জিন কোষবৃদ্ধিকে বাধা দেয়। ক্যানসারের চিকিৎসার ধার কথা কোষবৃদ্ধিধারী জিনকে দমন করা। অনিয়ন্ত্রিত কোষ বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রিত রাখাই এ রোগের চিকিৎসার মূল লক্ষ্য। চিত্তরঞ্জন ক্যানসার হাসপাতালের চিকিৎসক ও গবেষক ডাঃ পার্থ নাগ গত ১১ অগস্ট টালিগঞ্জ থানার প্রণাম সদস্য সম্মেলনে এ কথা বলে ক্যানসার রোগ ও তার প্রতিরোধের নানা কথা তুলে ধরেন। ডাঃ নাগ আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, খাদ্যে ভেজাল ও বিষ দেবার প্রবণতা দিন দিন বাড়ছে। সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলছে বায়ু দূষণ।

তাই ক্যানসার রোগের পরিধি বেড়ে চলেছে। ২০২৫ সালে প্রায় প্রতিটি ঘরেই দেখা মিলবে এ রোগের প্রসার। সম্পূর্ণ সাজানো এখনো সম্ভব হচ্ছে না। পাশ্চাত্যে স্তন ক্যানসার বহুল প্রসার এ দেশে সংক্রামিত হচ্ছে। শারীরিক ব্যায়াম, খাদ্য সংযম ও প্রাকৃতিক পরিবেশ ক্যানসার দমনের প্রধান অস্ত্র।

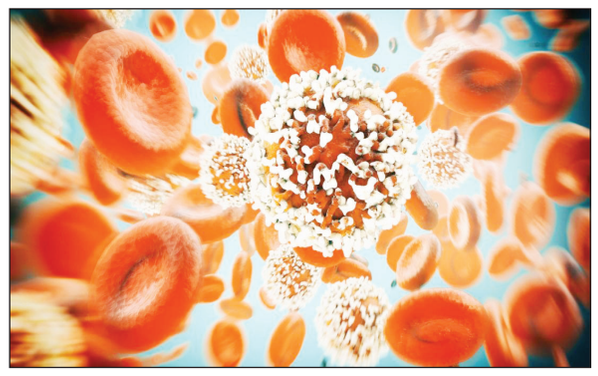

এ অনুষ্ঠানে শুভ্রা ও সুফল মুখোপাধ্যায় পরিচালনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পালিত হয়। প্রতিমা বসু স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করেন। দেবব্রত বসু ও জয়শ্রী ভট্টাচার্য দ্বৈত সংগীত পরিবেশন করেন। মীনা ঘোষ, শিপ্রা গাঙ্গুলী আবৃত্তি এবং সুজিত কুমার দাস, কল্পনা ব্যানার্জী সঙ্গীত পরিবেশন করেন। শান্তনু ব্যানার্জী হাস্যকৌতুক পরিবেশন করেন। শান্তনু ব্যানার্জী হাস্য কৌতুক পরিবেশন করেন। পুলিশ অফিসার শুভেন্দু ভইমালী প্রমাণের সদস্যদের সেবা করার জন্য নিয়মিত যোগাযোগ রাখার পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেন।

ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার অরূপ ঘোষ বলেন, বয়স্কদের নিরাপত্তার জন্য পুলিশ সদা জাগ্রত। প্রতিটি সদস্যদের উপর নজর রেখে তাদের বিপদে আপদে সব রকম সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সদস্যদের বাড়ির কাজের লোক, কাগজ বা দুধ সরবরাহকারীদের আধার কার্ড পুলিশের কাছে জমা দেবার আবেদন করা হয়েছে পুলিশের পক্ষ থেকে।

মরণোত্তর অঙ্গদান

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারতে প্রায় ১লক্ষ ৫০ হাজার মানুষের প্রত্যেক বছর কিডনি প্রতিস্থাপন করা হয়। যার মধ্যে ৫ হাজার জন পায় একটি এবং ১ লক্ষ মানুষ অন্ধত্বয় ভোগে। এবং ৫ লক্ষ মানুষ বিভিন্ন অঙ্গ প্রতিস্থাপনের জন্য অঙ্গ না পেয়ে মারা যান। ২ লক্ষ মানুষ মারা যান লিভারের রোগে। এবং ৫০ হাজার জন মারা যান হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে।

মৃত্যুর পরে অঙ্গদান এখন এক প্রয়োজনীয় বিষয়। সচেতনতা বাড়াতে হবে এই অঙ্গদানে। মারণ মানুষের আটখানা অঙ্গ যেমন, লিভার, ফুসফুস, হৃৎপিন্ড, কিডনি, প্যাংক্রিয়াস এবং ক্ষুদ্রান্ত। এছাড়াও চামড়া, কর্নিয়া, হাড়ের তন্তুও দান করা যায়। বাঁচাতে পারে কিছু লোককে অর্থাৎ একজনের মৃত্যু ঘটার পর তার অঙ্গগুলো দিয়েই বেঁচে থাকবে আর একটি প্রাণ। এনিয়ে কলকাতা মেডিকেল কলেজে এক আলোচনা চক্রের আয়োজন হয়েছিল অ্যাসকোলোপিয়া ২০১৯। যা এবছর ৭৩তম আলোচনা চক্র। এদিন ঘরের থেকেই শুরু হল এই অঙ্গদানের প্রক্রিয়া। ডাক্তার এবং হবু ডাক্তারেরা এছাড়াও হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগের কর্মরত লোকজনেরা অঙ্গদান করলেন। উপস্থিত ছিলেন মেডিকেল কলেজ কলকাতার প্রফেসর মণিময় মুখোপাধ্যায়, আইপিজিএম পি আর–এর ডিরেক্টর ডাঃ তমালকান্তি ঘোষ, সিএমআরআই এবং সিকে বিড়লার বিভাগীয় প্রধান ডাঃ অরিন্দম কর। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্ট অ্যান্ড গল সার্জারির জয়েন্ট ডিরেক্টর ডাঃ রামদীপ রায় সহ অন্যান্যরা।

হৃদরোগ রুখতে সেমিনার

নিজস্ব প্রতিনিধি : হৃদরোগ আজকাল ঘরে ঘরে প্রতিনিয়ত। অ্যানজিওপ্লাসটি বা বাইপাস সার্জারি সকলের মুখে মুখে। প্রতিনিয়ত চিকিৎসার পদ্ধতি আধুনিক থেকে আধুনিকতর হচ্ছে। সেই বিষয় নিয়েই ৭ ও ৮ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ, নেপাল, ভূটান, শ্রীলঙ্কা থেকে আগত ডাক্তাররা এবং কলকাতার কিছু বিশিষ্ট ডাক্তারদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হল ১১তম সোসাইটি ফর কার্ডিয়াক ইন্টারভেনশনের সম্মেলন। বক্তব্য রাখেন সংস্থার সভাপতি এবং বিখ্যাত হৃৎরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ মনোতোষ পাঁজা। এছাড়াও বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বক্তব্য রাখেন ডাঃ পি সি মণ্ডল, ডাঃ ডি পি সিনহা, ডাঃ এম কে দাস, ডাঃ পি কে হাজরা, ডাঃ সরোজ মণ্ডল। ডাঃ সুকুমার মুখার্জি প্রধান অতিথি হিসাবে উদ্বোধন করেন এই সম্মেলনের। দুদিনের এই সম্মেলনে প্রায় ৩০০ সভ্য অংশগ্রহণ করেছিল।

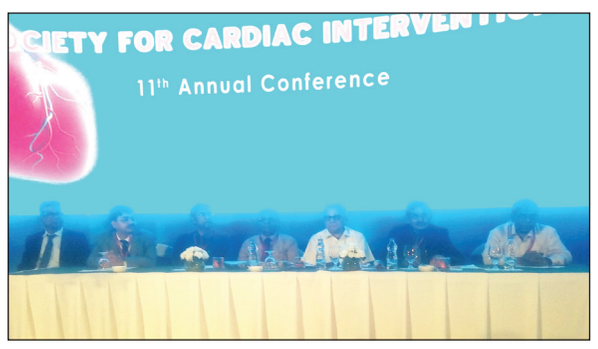

এবার পুজোর আলোয় চন্দ্রযান

মলয় সুর, চন্দননগর: বাঙালির যে কোনও উৎসব বা দুর্গাপুজোয় চন্দননগরের আলো ছাড়া একেবারেই চলে না। রকমারি ও বাহারি নতুনত্ব আলোর থিমে দর্শনার্থী টানার মরিয়া চেষ্টা থাকে কলকাতার একাধিক পুজো কমিটির। প্রতিবারই চন্দননগরের আলোক শিল্পীদের নতুন কেরামতি দেখার জন্য মুখিয়ে থাকেন কলকাতা থেকে শুরু করে গোটা রাজ্যের মানুষ। এমনকী ভিন রাজ্যের মানুষও এই উৎসব মরশুমে কলকাতায় আসেন। টুনি বাল্বের কেরামতি থেকে এলইডি আলোর রকমারি– সবই থাকে থিমের আলোকে। অতীতেও আলোর দৃশ্যায়ন ঘটিয়ে একের পর এক চমক সৃষ্টি করেছে চন্দননগর। চন্দননগর এখন আলোর শহর নামেই বেশি পরিচিত রয়েছে। রাজ্যের বাইরে দেশ–বিদেশে সর্বত্র এর চাহিদা তুঙ্গে রয়েছে।

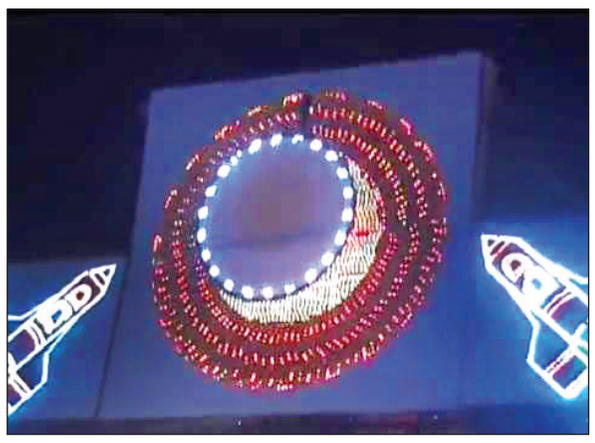

চন্দননগরের বিখ্যাত আলোক শিল্পী সুপ্রতীম পাল, যিনি সকলের কাছেই বাবু পাল নামেই বেশি পরিচিত তিনি বলেন, পিক্সেল এলইডির উজ্জ্বল আলোর মাধ্যমে বিভিন্ন থিমকে তুলে ধরা হয়েছে। এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল একটি ক্যাপ টুনির মাধ্যমে সাতটি রঙের পৃথক বিচ্ছুরণ ঘটানো যায়। একটি বোর্ডে একই সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন রঙের থিম ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হবে। শুধু তাই নয়, এলইডির মাধ্যমে চলমান থিমকেও তুলে ধরা সম্ভব। এটি চোখের উপর কোনও প্রভাব ফেলবে না। এবারে এই আলো দেখা যাবে লেকটাউন শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাবে। এই শারদোৎসব কমিটির সভাপতি তথা রাজ্যের দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু এই পুজোর প্রধান কর্ণধার। এবারে এই পুজোতে থাকবে বেশকিছু ... মহাকাশ কক্ষপথ অভিযানে মানুষ চাঁদে রকেটে যাচ্ছে চাঁদের পাহাড় ছবির বেশ কয়েকটি দৃশ্য আলোর মাধ্যমে দর্শকরা দেখতে পাবেন। আর দেখবেন আমাজনের জঙ্গল সেখানে অভিনেতা দেবকে দেখা যাবে। আমাজন নদীতে কুমিরকে আদিবাসীরা বর্শা দিয়ে মোকাবিলা করছে। দুবাইয়ে বুচখালি পারে ১৪২ ফুট উচ্চতম ব্লিডিং থাকছে। আমাজনের জঙ্গলে হিংস্র অ্যানাকোন্ডা মানুষ খাওয়ার দৃশ্য। বজবজ ডিএন ঘোষ রোডে তাদের পুজোতে থাকবে বিভিন্ন ধরনের কার্টুন–মিকি মাউস, মিকি ডোনাল্ড, জুনিয়র পি সি সরকার ম্যাজিক দেখানোর দৃশ্য। যাতে বৈচিত্র্যভরা আলোকসজ্জা উপভোগ করবেন দর্শনার্থীরা।

মুর্শিদাবাদে বেলডাঙা মুখার্জী বাড়ির পুজোয় থাকছে মহাকাশ অভিযানে রকেট চাঁদে পাড়ি দিচ্ছে, বিশাল রথ, এতে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্তি ও সারথি ঘোড়ায় টানছে আলোর মাধ্যমে দেখানো হবে। বিরাট বিড়াল মিউমিউ শব্দ করবে, এর পুরোটাই মেকানিক্যালের মাধ্যমে সূক্ষ্ম শিল্পের কাজ। এছাড়া এবারে প্রথম চন্দননগরের ঐতিহাসিক আলো অসমের গৌহাটি নওগাও শহরে আলোর চমকের রোশনাই ফুটিয়ে তুলবেন বাবু পাল। এখানে পুরো মন্ডপটি লাইটের হবে। যা নওগাঁও শহরের লোকেদের তাক লেগে যাবে। পুজোর মহালয়ার পর সেখানে পাড়ি দেবেন।

নোদাখালিতে লাদাখ–রাজস্থান

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দক্ষিণ শহরতলির নোদাখালি থানা এলাকাতেও এবার পুজোয় অভিনব থিমের ছড়াছড়ি।

সাউথ বাওয়ালি যুব সম্প্রদায় তাদের ৫০তম বর্ষে এবার নিবেদন করছে শান্তির ও সম্প্রীতির বার্তা দিতে লাদাখের শান্তির বুদ্ধস্তূপ। পূজা কমিটির যুগ্ম সভাপতি কিশোর দাস জানালেন, সারা পৃথিবী জুড়ে এখন অস্থিরতা ও হিংসার বাতাবরণ। তাই আমরা কাশ্মীরের লে–লাদাখের একটি বুদ্ধস্তূপকে আলো ও মণ্ডপের মাধ্যমে তুলে ধরে অহিংসার বার্তা দিতে চাইছি। মণ্ডপ সজ্জায় জানা ডেকরেটার্স অ্যান্ড ইলেকট্রিক, প্রতিমা শিল্পী কুন্তল জানা, আলোকসজ্জায় থাকছে নিউ লাইট হাউস, আমতলা, রাধাকৃষ্ণ ইলেকট্রিক ও রায় ইলেকট্রিক।

ডোঙাড়িয়া নতুন রাস্তা মোড়ের পূজা কমিটি তাদের ২৪ তম বর্ষে নিবেদন করছে 'রং তুলির টানে চলুন যাই রাজস্থানে।' পূজা কমিটির অন্যতম কর্ণধার লাল্টু প্রামাণিক জানালেন, অভিনব মণ্ডপের মাধ্যমে মরুশহর রাজস্থানের শিল্প সংস্কৃতি ফুটিয়ে তোলা হবে। থাকবে রাজস্থানের লোকনৃত্য, পাথ প্রিন্টিং। মণ্ডপ সজ্জায় চিরঞ্জিৎ–প্রসেনজিৎ ডেকরেটার্স, মৃৎশিল্পী কুন্তল জানা ও উত্তম জানা, সমগ্র থিম পরিচালনায় থাকছেন বুবাই মান্না ও স্বপন মান্না।

বারাতলা পারিজাত সংঘ প্রতিবছরই তাদের দুর্গাপুজায় অভিনব থিম নিবেদন করে। এবার ৩৩তম বর্ষে তারা নিবেদন করছে সমুদ্র সৈকতে দুর্গা। পূজা কমিটির সম্পাদক তপন হালদার জানালেন, সত্যিকারের জলের সমুদ্রে প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে ময়ূরপঙ্ক্ষী বজরায় থাকছে দুর্গা প্রতিমা। আমরা পূর্বে মরুভূমি ও বরফের থিম নিবেদন করেছি, এবার সমুদ্রকে তুলে ধরব। মণ্ডপ সজ্জায় থাকছেন রঞ্জিত প্রামাণিক, আলোক সজ্জায় বিশ্বজিৎ জানা, প্রতিমা শিল্পী কুন্তল জানা ও উত্তম জানা। সমগ্র থিমকে ফুটিয়ে তুলতে সহযোগিতা করছেন সোমনাথ রায় ও সঞ্জয় দাস। এবার পূজা উপলক্ষে থাকছে একটি চিত্র প্রদর্শনী তথা প্রতিযোগিতা।

মাঙ্গলিকী

মালাবদল সিনেমার শুভঙ্কর চ্যাটার্জীর সঙ্গীত পরিচালনায়, সিমরাম সরকার ও প্রিতম দাসের গাওয়া গান 'ওই দেখ পাহাড়'–এর প্রকাশ হল গায়ক রাজ বর্মন ও ছবির কলাকুশলী, গায়ক, পরিচালকের উপস্থিতিতে। দীপাঞ্জন রায় পরিচালিত এবং রৌনাক রায় প্রযোজিত এই ছবি আর কিছুদিনের মধ্যে মুক্তি পাবে। অভিনয় করেছে সুরজিত মাইতি, অর্ক রায়, রূপরেখা মৈত্র। নবীনদের সম্মিলিত প্রয়াস সফলতা পাবে। এই কামনা রইল। ১৩ সেপ্টেম্বর রোটারি সদনে মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে প্রথম দেখানো হয় সিনেমাটি। এরপর সকলের ঘরে ঘরে পৌঁছে যাবে।

চেতলা আসরের অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : 'সব পেয়েছি আসরের' শাখা 'চেতলা আসরে'র বাৎসরিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৯ চেতলা অহীন্দ্র মঞ্চে সন্ধ্যাবেলা। উপস্থিত থাকবেন বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ছোটদের নাটক, নাচ সমৃদ্ধ এই অনুষ্ঠান চেতলাবাসীকে উপহার দেবে সংস্থা। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিজস্ব ভাবে তৈরি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আসর বসবে তাই সকলের আমন্ত্রণ।

চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠান

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি: আন্তর্জাতিক স্তরে সারা বিশ্বের চিত্র গ্রাহকদের তোলা ছবি নিয়ে দুদিন ব্যাপী ছবি প্রদর্শনী অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হল শহর শিলিগুড়ির রামকিঙ্কর হলে। এই অনুষ্ঠানের সূচনা করেন শিলিগুড়ির মহকুমা শাসক সুমন্ত সহায়। শনিবার থেকে শুরু হওয়া এই ছবি প্রদর্শনী অনুষ্ঠানে রয়েছে ১৭৯ টি ছবি। এই ছবি প্রদর্শনীতে শুধু ভারতের চিত্রগ্রাহকদের ছবি ছাড়াও রয়েছে আরো ৮ টি দেশের ছবি গ্রাহকদের তোলা ছবি।

প্রসঙ্গত অপ্রতিম সাহা জানান, সারা বিশ্ব থেকে ১৪,০০০ ছবি তাদের তাদের ওয়েবসাইটে জমা পড়ে। তাদের মধ্যে সেরা ১৭৯ টি ছবি নিয়েই এই ছবি প্রদর্শনী অনুষ্ঠান।

পরিবর্তনের দশম বার্ষিক অনুষ্ঠান

অরিন্দম রায়চৌধুরী, বারাসত : উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বারাসতের ন'পাড়ায় 'পরিবর্তন' নামক সমাজসেবী সংগঠনের পক্ষ থেকে সংস্থার কর্ণধার অসীম পালের নেতৃত্বে ১০ম বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ৪ থেকে ৭ সেপ্টেম্বর চারদিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানে প্রথম তিনদিন ছিল সারা বাংলা ড্যান্স প্রতিযোগিতা সিজন–১। বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিযোগীরা এতে অংশগ্রহণ করে। বুধবার এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বারাসতের শেঠপুকুর রামকৃষ্ণ মঠের মহারাজ। বিশিটে অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, বারাসত থানার আইসি দীপঙ্কর ভট্টাচার্য, বারাসত পুরসভার উপ পুরপ্রধান অশনি মুখোপাধ্যায়, সিআইসি প্রদ্যুৎ ভট্টাচার্য, কাউন্সিলর বাবু কুণ্ডু প্রমুখ। সংগঠনের কর্ণধার অসীম পাল জানান, ৭ সেপ্টেম্বর শনিবার থাকছে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান সহ বিশিষ্ট ব্যক্তি ও গুণীজন সম্বর্ধনা এবং ৪০ মিনিটের একটি ক্যুইন প্রতিযোগিতা। এদিন উপস্থিত থাকছেন মধ্যমগ্রামের বিধায়ক রথীন ঘোষ বলেও তিনি উল্লেখ করেন। পরিবর্তনের এই অনুষ্ঠানটি এলাকায় ব্যপক সাড়া ফেলে।

ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ শীলের জীবনাবসান

হীরালাল চন্দ্র : গত ২৩ জুলাই দুপুরে বাগবাজারের স্টারলিং হাসপাতালে প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, সরোদবাদক ও সুবক্তা সর্বজন শ্রদ্ধেয় ডক্টর (অধ্যাপক) ভূপেন্দ্রনাথ শীল হৃদরোগে (সেরিব্রাল) আক্রান্ত হয়ে ৮৩ বছর বয়সে প্রয়াত হন। মৃত্যুকালে তিনি রেখে গেছেন সহধর্মিনী মীরা শীল, একমাত্র পুত্র অভিজিৎ শীল, পুত্রবধূ সুপর্ণা শীল, নাতি পার্থসারথি শীল, নাতনি অপরাজিতা শীল ও অসংখ্য গুণমুগ্ধ ছাত্রছাত্রী। আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধব। তিনি আভিজাত্যপূর্ণ বনেদী বংশে জন্মগ্রহণ করেন ১৯৩৬ সালে আহিরীটোলার ৯/৩এ, কাশী দত্ত স্ট্রিটে। পিতা মাতা প্রয়াত গৌরহরি শীল ও প্রয়াতা রত্নমালা শীল ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক মানুষ। প্রথমে পড়াশোনা সারদাচরণ স্কুলে। পরে স্কটিশচার্চ কলেজে থেকে ইংরেজি সাহিত্যে বিএ স্নাতক পরে কলকাতা বিশ্ব বিদ্যালয় থেকে এম এ পাশ। পরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি, ডি লিট পাশ করে ডক্টরেট উপাধি লাভ করেন। শিক্ষাজগতে ছিল তাঁর

অগাধ পাণ্ডিত্য। ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন গড়িয়া দীনবন্ধু অ্যানড্রুজ কলেজ, কলকাতা। বর্ধমান ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। নয়া দিল্লি ও কলকাতার অসংখ্য সুবিশাল অনুষ্ঠানে কয়েক হাজার শ্রোতাদেরকে সরোদ বাজিয়ে মন্ত্রমুগ্ধ করেছেন। সাথে তবলা সঙ্গতে ছিলেন বিমল রায়, বিক্রম ঘোষ, তন্ময় বসু, সমীর চ্যাটার্জী প্রমুখ। রামকৃষ্ণ, মা সারদা, বিবেকানন্দ, অভেদানন্দ, মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ মনীষিদের জীবনী সম্বন্ধে বক্তব্য পেশ ও সরোদ বাজিয়ে অসংখ্য শ্রোতাদের আপ্লুত করেছেন যে সব প্রতিষ্ঠানে সেগুলি হল বেলুড় মঠ, দক্ষিণেশ্বর, আদ্যাপীঠ, গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন, বলরাম মন্দির, কালীঘাট, শরৎচন্দ্রের বাড়ি, স্বামীজির বাড়ি, ছবি গোস্বামীর রাধাকৃষ্ণ মন্দির, ঝামাপুকুর রামকৃষ্ণ সংঘ, বিবেকানন্দ সোসাইটি, বেদান্ত মঠ, কাঁকুড়গাছি মঠ, কাঁচের মন্দির, বরানগর মঠ, বেণী পাল মন্দির (সিঁথি) বারাসত মন্দির,করুণাময়ী কালী মন্দির প্রভৃতি। তিনি ছিলেন নিরহংকারী, স্বার্থত্যাগী, কর্তব্যপরায়ন শান্ত নিষ্ঠাবান বিনয়ী মনোযোগী। মিসুকে, সদাহাস্যময়, জনপ্রিয়, প্রচার বিমুখ, নির্লোভী, সাদা–সিধে বিলাসিতাহীন জীবন। এইরকম কিংবদন্তী সর্বগুণসম্পন্ন অসাধারণ প্রতিভাবান একজন গুণী মানুষ বর্তমান জগতে বিরল। তিনি আলিপুরবার্তার নিয়মিত একনিষ্ঠ পাঠক নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির শুভাকাঙ্খী ও পত্রিকার প্রশংসা করতেন। নিমতলা ঘাট মহাশ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সুচারুভাবে সম্পন্ন হয়। আমরা তাঁর বিদেহী অমর আত্মার চিরশান্তি কামনা করি এবং শোকার্ত পরিবারবর্গকে জানাই অন্তরের গভীর সমবেদনা।

'বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল'–এর নেপথ্য কাহিনী

সিদ্ধার্থ সিংহ

পাঁচ

কিছুতেই সময় কাটছে না। আটটা বাজল। ন'টা বাজল। দশটা বাজল। প্রতিটি সেকেন্ডকে মনে হচ্ছে সেকেন্ড তো নয়, যেন এক–একটা যুগ। সানন্দার সবার সঙ্গেই আমার এত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। রোজই দেখা হয়। রোজ দেখা হয় বলেই হয়তো কারও বাড়ির ফোন নম্বর রাখার কোনও তাগিদ অনুভব করিনি এত দিন।

সেই প্রথম মনে হল, যদি একজনেরও নম্বর থাকত আমার কাছে! এতক্ষণ সময় কাটাই কী করে! বারোটার আগে তো কেউ ডিপার্টমেন্টে আসবে না। অতক্ষণ অপেক্ষা করতে গেলে তো আমারই বারোটা বেজে যাবে!

কাছের কোনও দোকানে ফোন আছে জেনে নিয়ে পৌনে বারোটার আগেই পৌঁছে গেলাম সেখানে। এক টাকা দিয়ে তিন মিনিট কথা বলা যায়। কিন্তু ফোন না লাগলে কোনও পয়সাই দিতে হয় না। না, তাই আনন্দবাজারে নয়, কারণ ওই নম্বরে ফোন করলেই কেউ না কেউ ধরবেই এবং সানন্দায় দিতে বললে, সানন্দায় দিয়ে দেবে। কিন্তু তখনও যদি সানন্দায় কেউ এসে না থাকে, কারও সঙ্গে কোনও কথাই বলতে পারব না, কিন্তু টেলিফোন অপারেটর ধরেছে দেখে মাঝখান থেকে আমার একটা টাকা গচ্চা যাবে। সে জন্য আনন্দবাজারে নয়, ঘন ঘন ফোন করতে লাগলাম সরাসরি সানন্দার দফতরে।

আট–দশবার চেষ্টা করার পর ফোন ধরলেন সাবর্ণীদি, মানে সাবর্ণী দাস। ওড়িয়া হলেও বাংলা ভাষাটাকে একেবারে নিজের মাতৃভাষার মতোই করায়ত্ব করেছেন। রিনাদি, মানে অপর্ণা সেনের খুব প্রিয় পাত্রী। সানন্দায় চাকরি করা ছাড়াও ছায়াছবিতে নানা রকম কাজ করেন। ওর বর জন স্টেটসম্যান পত্রিকার একজন স্বনামধন্য সাংবাদিক। আমার গলা শুনেই সাবর্ণীদি বললেন, দেখেছিস, আজকের সব কাগজেই কিন্তু তোর খবরটা বেরিয়েছে।

আমি বললাম, হ্যাঁ, দেখেছি। কিন্তু এই সব ঝামেলার জন্য আমার আবার আনন্দবাজারে লেখা বন্ধ হয়ে যাবে না তো? একটু খেয়াল রেখো কিন্তু...

তখন আমি প্রায় সব পত্রপত্রিকাতেই দু'হাতে লিখি। শুধু সানন্দাতে লিখেই মাসে অন্তত হাজার তিনেক টাকা রোজগার করি। ফলে ওটা বন্ধ হয়ে গেলে আমার অসুবিধে হবে। এটা বোঝাতেই সাবর্ণীদি বললেন, না না, আমার তা মনে হয় না। তা, তুই কখন আসছিস? আমি বললাম, যাব? সাবর্ণীদি বললেন, আসবি না কেন? দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া, সুদেষ্ণা এসেছে। কথা বল।

সুদেষ্ণাদি ফোন ধরেই বললেন, কালকে তোর কোনও অসুবিধে হয়নি তো? শোন, আজ কিন্তু আলিপুর থানায় ডায়েরি করে আসবি।

আগের দিনের অভিজ্ঞতা আমার মোটেও ভাল ছিল না। তাই আমতা আমতা করে বললাম, ডায়েরি? উনি বললেন, হ্যাঁ, কাল তো ওরা ডায়েরি নেয়নি?

আমি বললাম, হ্যাঁ, নেয়নি। কিন্তু আজ কি নেবে? সুদেষ্ণাদি বললেন, আরে, সব জায়গায় বলা আছে। আমাকে ওরা থ্রেড করেছে দেখে তো আমিও কাল বউবাজার থানায় গিয়ে লিখিত ডায়েরি করে এসেছি। ডায়েরির কপি দিয়ে এসেছি লালবাজারেও। কাল তো তোর ঘটনাটা নিয়ে শুধু রাইটার্স বিল্ডিংয়েই নয়, দিল্লিতেও তোলপাড় হয়েছে। তুই গেলেই ওরা বাপ বাপ করে ডায়েরি নেবে। না নিলে ওরা ওয়ান ফরটি সিক্স ক্লজ থ্রি কেস খাবে। তুই একবার গিয়েই দ্যাখ না...

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, একা যাব?

সুদেষ্ণাদি বললেন, ভয় লাগছে? তা হলে এখানে চলে আয়। তোর সঙ্গে কাউকে দিয়ে দেব।

সুদেষ্ণাদির কথায় যেন কিছুটা ভরসা পেলাম। ওখান থেকে একটা বাস ধরে সোজা ধর্মতলা। তার পর আনন্দবাজারে। তিন তলায় উঠতেই, এ ও সে, যার সঙ্গেই দেখা হচ্ছে প্রত্যেকেরই একই প্রশ্ন, কেমন আছিস?

কিন্তু উত্তর দেব কী? করিডরের ওদিক থেকে আসছিলেন শঙ্করদা, মানে শঙ্করলাল ভট্টাচার্য। যিনি আমাকে দিয়ে মাঝে মাঝেই 'বাবুবিবি সংবাদ' লেখান। একবার ম্যাক্সমুলার ভবনে শো করতে এসেছিলেন পৃথিবীখ্যাত মুখাভিনেতা লোনা রে। তাঁর সাক্ষাৎকার নিতে পাঠিয়েছিলেন আমাকে। সেই সাক্ষাৎকার আমি যখন শঙ্করদাকে দিলাম, ততক্ষণে সবাই জেনে গেছেন, উনি ফরাসি ছাড়া আর কোনও ভাষাই জানেন না। এবং তাঁর সঙ্গে কোনও দোভাষিও ছিল না। আমার সাক্ষাৎকারটা পড়ে শঙ্করদা বললেন, খুব ভাল লেখা হয়েছে রে। তুই ফরাসিও জানিস?

আমি মাথা নেড়ে না বলতেই উনি হতভম্ব, তা হলে তুই কথা বললি কী করে?

আমি বললাম, কেন? আমি আমার মতো বাংলায় বলেছি। উনি ওঁর মতো ফরাসিতে বলেছেন।

শঙ্করদা আরও অবাক, তোরা একে অন্যের কথা বুঝতে পেরেছিস? আমি বললাম, দু'জনেই দু'জনেরটা বুঝেছি। কারণ, আমরা কথা যত বলছি, তার থেকে বেশি বলেছি আকার–ইঙ্গিতে। উনি মুখাভিনেতা আর আমি অনায়াসে বোবা ভাষায় কথা বলতে পারি, তাই...

আমার কথা শুনে শঙ্করদা হো হো করে হেসে উঠেছিলেন।

সেই শঙ্করদা তিন তলার করিডর দিয়ে আসতে আসতে বললেন, এই, আড্ডা মারবি পরে। আগে সুদেষ্ণার সঙ্গে গিয়ে দেখা কর।

সানন্দার ঘরে ঢুকতেই, সুদেষ্ণাদি বললেন, দাঁড়া, তোকে একজনকে দিয়ে দিচ্ছি। বলেই, গৌতমকে ডাকল। গৌতম মানে গৌতম চক্রবর্তী। আমাদের মধ্যে সব চেয়ে বেশি মোটা মোটা বই পড়ত ও। আমি আর ও সানন্দায় লেখার পাশাপাশি ছদ্মনামে কত যে পর্ণোগ্রাফি লিখেছিলাম তার হিসেব নেই। হলুদ মলাটে মোড়া পিন আপ করা সেই সব বই এক–এক দিনে হাজার হাজার কপি বিক্রি হয়ে যেত। লেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নগদ টাকা। সেই বই বেনামে প্রকাশ করতেন বিখ্যাত একটি স্কুলের হেড মাস্টারমশাই। তাঁর সঙ্গে আমাদের আলাপ করিয়ে দিয়েছিল আমার বহু দিনের পুরনো বন্ধু, অনেকগুলো সংকলনের সম্পাদক এবং বেশ কিছু ক্যুইজের বই লিখে যে তখনই যথেষ্ট নামডাক করে ফেলেছে, বিশিষ্ট ছড়াকার বারুইপুরের হাননান আহসান।

এখন, এই বয়সে এসে আমার মনে হয়, আলুওয়ালা–পটলওয়ালাদের জন্য তখন ওই সব পুস্তিকা লিখে হাত পাকিয়েছিলাম বলেই হয়তো আমাদের গদ্যটা এত ঝরঝরে হয়েছে।

সেই গৌতম আর আমি অফিসের একটা গাড়ি নিয়ে হাজির হলাম আলিপুর থানায়। একেবারে সোজা ওসির ঘরে। আমাদের বসতে বলেই আমার দিকে তাকিয়ে ওসি বললেন, আপনি তো আমাকেও ছাড়েননি!

আমি অবাক। মানে? আমার ভ্রু কোঁচকানো দেখে ওসি বললেন, এই দেখুন। বলেই, টেবিলের ওপর থেকে আদ্যিকালের কালো ঢাউস ফোনটা সরিয়ে দেখালেন, তার নীচে লোকনাথ বাবার ছবি।

সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে পড়ে গেল, ওই গল্পের একটা জায়গায় আমি লিখেছিলাম--- স্থানীয় থানার ওসি লোকনাথ বাবার ভীষণ ভক্ত। দেওয়ালে টাঙালে কিংবা টেবিলে রাখলে লোকে কে কী ভাববে, তাই টেবিলের কাচের তলায় বাবা লোকনাথের ছবি রেখে উনি ফোন দিয়ে ঢেকে রাখেন। এখানে ঢুকেই এবং রাতে বেরোবার সময় তো বটেই, ঘরে তেমন কেউ না থাকলে মাঝে মাঝেই ফোনটা সরিয়ে উনি লোকনাথ বাবাকে প্রণাম করেন।

হ্যাঁ, এটা লিখেছিলাম ঠিকই, কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও ওঁকে কিছুতেই বিশ্বাস করাতে পারলাম না যে, এর আগে আমি কখনও আলিপুর থানায় আসিনি। ওসির ঘরে তো নয়ই। পুরোটাই আমার কল্পনাপ্রসূত। শুধু কাকতালীয় ভাবে মিলে গেছে, এই যা! আমি কী করব!

বুঝতে পারলাম, গত কাল আমি যখন কোনও স্টলে সানন্দা না পেয়ে বাড়ি ফিরে আসছিলাম, তখন অহীন্দ্র মঞ্চের সামনে আমাদের পাড়ারই একজন বলেছিল, এ বারকার সানন্দায় তুই যা লিখেছিস না! এক্কেবারে ঝাক্কাস। দেবুদার ঘরের যা ডেসক্রিপশন দিয়েছিস, ইন্দিরা গান্ধী, রাজীব গান্ধী, জওহরলাল নেহরু, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি, এমনকী তাঁর সোফাটাকেও বাদ দিসনি।

ওর কথা শুনে আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছিল, সোফা!

ও বলেছিল, কেন, তুই লিখিসনি? ঢুকতেই বাঁ হাতে যে সোফাটা আছে, সেই সোফার সিটটা লম্বালম্বি ভাবে মাঝ বরাবর এমন ভাবে চেরা, দেখলে মনে হবে কেউ বুঝি ব্লেড চালিয়ে দিয়েছে।

থানায় বসেই বুঝতে পারলাম, তার মানে সে দিনও আমার সঙ্গে মজা করেনি। আজকের মতো ওটাও কাকতালীয় ভাবে মিলে গেছে। তা হলে কি ওই নেতা সত্যি সত্যিই রাত্রিবেলায় দলবল নিয়ে রেশন দোকানে এসে সাটার নামিয়ে 'নীল ছবি' দেখেন! মদ খান! জুয়া খেলেন! পর দিন কোথায় কোথায় তাঁর ছেলেদের তোলা তুলতে পাঠাবেন, তার ছক কষেন! যদি সত্যিই তাই হয়, তা হলে তো কেলেঙ্কারি কাণ্ড। আমি গেছি।

কিন্তু না, সে রকম কিছু হল না। থানা শুধু আমার ডায়েরিই নিল না, চা–বিস্কুটও খাওয়াল। ওই ওসিই বললেন, গৌতমমোহন চক্রবর্তীর উদ্যোগে নাকি কলকাতার সমস্ত থানাকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। আমি কোনও সমস্যায় পড়লে একটা নম্বরে ফোন করলেই নাকি নিকটবর্তী পুলিশ স্টেশন আমাকে সাহায্য করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়বে। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর কাছ থেকে নির্দেশ এসেছে, আমার বাড়িতে পুলিশি প্রহরার ব্যবস্থা করার জন্য।

তাঁর কথা শুনে আমি বললাম, তার মানে আজ রাতে আমি বাড়ি থাকতে পারব?

ওসি বললেন, কেন? কাল আপনি বাড়ি ছিলেন না?

আমি কাঁচুমাচু মুখ করে বললাম, না।

উনি বললেন, ধ্যাৎ, আপনার ভয় কীসের? আপনি বুক ফুলিয়ে যাবেন। আপনাকে দেখে এখন ওরা পালাবে। আপনার পাশে শুধু প্রশাসনই নয়, বিরোধী দলও আছে। এ রকম ঘটনা সচরাচর ঘটে না। আপনার কোনও ভয় নেই। আর যদি কোনও সমস্যা হয়, দাঁড়ান। বলেই, খসখস করে একটা ফোন নম্বর লিখে আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, এই নম্বরে একটা ফোন করবেন। শুধু বলে দেবেন আপনি ঠিক কোথায় আছেন, ব্যাস। সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে রেসকিউ করার জন্য নিয়ারেস্ট থানা থেকে ফোর্স পৌঁছে যাবে। তবে আমার মনে হয় না, ওরা আর সে সাহস পাবে।

ছয়

পুলিশ যতই নির্ভয় দিক, আমার সহকর্মীরা যতই সাহস জোগাক, বন্ধুবান্ধবেরা যতই বলুক, আমরা তোর পাশে আছি। তবু মনের ভিতরে কোথায় যেন একটা ভয় গ্যাঁট হয়ে বসে আছে। পাড়ার রকে গিয়ে বসতে পারছি না। চায়ের দোকানে গিয়ে চা খেতে পারছি না। অ্যাকোরিয়ামের মাছগুলোর জন্য লাল কেঁচো কিনতে যেতে পারছি না। বারবারই মনে হচ্ছে, ওরা আচমকা এসে আবার আমার ওপরে হামলা চালাবে না তো! আমি কি আমার বাড়ির গেটে পুলিশি প্রহরা বসানোর তোড়জোড় সবিনয়ে ফিরিয়ে দিয়ে ভুল করলাম!

ভয়ে ভয়ে সারা দিন আর বাড়ির বাইরে বেরোলাম না। তবে কানাঘুষোয় শুনলাম, ওরা নাকি এলাকায় আর কেউ নেই। এমনকী সেই কাউন্সিলরও। গা ঢাকা দিয়েছেন তাঁর ছেলেও।

সন্ধের মুখে বাড়িতে এলেন আমার আন্টি। আন্টি মানে আমার গৃহশিক্ষিকা। ক্লাস সিক্স

“

বাবা হেসে বলেছিলেন, এতে তো ভালই হল। মেয়েটার কী হল জানি না। তবে তোর পক্ষে ভালই হল। যে মেয়েটা তোকে ছোটবেলা থেকে ভালবসত, কোলে কোরে নিয়ে ঘুরে বেড়াত, স্বামী হিসেবে পেলে সে আর যে কোনও মেয়ের চেয়েই তোকে একটু বেশিই ভালবাসবে।

থেকে পড়াতেন। যখন আমি সেভেনে উঠি তখন উনি একটি কলেজে অধ্যাপিকা হিসেবে জয়েন করেন। তার আগেই পর পর টানা তিন বার সুন্দরী প্রতিযোগিতায় কলকাতার সেরা সুন্দরী হন।

মায়ের মুখে শুনেছিলাম, উনি নাকি আমাকে ছোটবেলায় খুব ভাল ভাসতেন। কোলে করে বিকেলবেলায় ঘোরাতে নিয়ে যেতেন। লজেন্স কিনে দিতেন। আইসক্রিম কিনে দিতেন। কিন্তু আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিলাম না, যিনি এক সময় আমাকে এত ভালবাসতেন, সামান্য পড়া না পারলে তিনি কেন আমাকে এত বেধড়ক মারেন!

একদিন স্কেল দিয়ে এত মেরেছিলেন যে, আমার পুরো পায়ে চাকা চাকা কালশিটে দাগ পড়ে গিয়েছিল। দক্ষিণ কলকাতার দেশপ্রিয় পার্কের উল্টো দিকে একটি রেস্টুরেন্ট আছে--- সুতৃপ্তি। সেখানে তখন একেবারে নিয়ম করে প্রতি রবিবার সকালে আড্ডা দিতেন অনেক কবি, লেখক, অধ্যাপকেরা। আমিও যেতাম। একদিন পবিত্রদা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে? ও রকম খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছ কেন?

আমি বললাম, আন্টি মেরেছেন।

উনি বললেন, মারবেই তো। মারের হাত থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় কি জানো তো?

আমি ভ্যাবাচেকা খেয়ে বললাম, না।

উনি বললেন, ভালবাসা। যে মারে তাকে যদি তুমি ভালবাসো, সে আর তোমাকে কোনও দিন মারবে না, বুঝেছ?

তার পর দিনই ছিল উল্টোরথ। আন্টি এসেছেন পড়াতে। মা তখন রান্নাঘরে পাঁপড় ভাঁজছেন। আমাকে ডেকে একটা থালায় কয়েকটা পাঁপড় ভাঁজা দিয়ে মা বললেন, যা, আন্টিকে গিয়ে দে।

আন্টির কাছে যাওয়া মাত্রই আমার মনে পড়ে গেল পবিত্রদার কথা। হঠাৎ কী হল কে জানে! আন্টিকে বললাম, আন্টি একটু চোখ বন্ধ করুন না... আপনাকে একটা জিনিস দেব।

আন্টি বললেন, একদম দুষ্টুমি করবে না, তাড়াতাড়ি বইখাতা নিয়ো বসো। যত দেরি করে পড়তে বসবে তত দেরি করে ছাড়ব। তা হলে বন্ধুদের সঙ্গে রথ নিয়ে বেরোতে তোমার তত দেরি হবে।

আমি বললাম, একটু চোখ বন্ধ করুন না প্লিজ... একটা সারপ্রাইজ দেব।

আন্টি বললেন, জানি কি সারপ্রাইজ দেবে। ওই পাঁপড় তো? ওটা তো আমি এখান থেকেই দেখতেই পারছি।

আমি বললাম, না আন্টি, পাঁপড় না।

উনি বললেন, তা হলে?

আমি ফের বললাম, আগে চোখটা বন্ধ করুন, তার পর। আমি খুলতে না বললে কিন্তু চোখ খুলবেন না।

শেষমেশ আন্টি চোখ বন্ধ করতেই তাঁর সামনে পাঁপড়ের থালাটা কোনও রকমে নামিয়ে ঝট করে আন্টির গালে, গালে না নাকে, নাকি কপালে ঠিক বুঝতে পারলাম না, একটা চুমু খেয়েই দে ছুট।

পবিত্রদা বলেছেন, যে মারে তাকে ভালবাসলে সে আর মারবে না। আমি তাই মার খাওয়ার হাত থেকে বাঁচার জন্য আন্টিকে চুমু খেয়েছি, আমার কি দোষ!

তবু না, চুমু খাওয়ার পর সেই যে বাড়ি থেকে বেরিয়েছি, আন্টি না যাওয়া অবধি গলির মুখে দাঁড়িয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছিলাম, আন্টি বেরোয় কি না! উল্টোরথ তখন আমার মাথায় উঠেছে। বন্ধুরা রথ নিয়ে বেরিয়েছে। আমাকে কত করে ডেকেছে, তবু আমি যাইনি। তার পর দিনও আন্টি আসার আগেই আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলাম। তার পর দিনও তাই। মা খুব বকলেন, কী রে, আন্টি এসে রোজ রোজ ফিরে যাচ্ছে! তুই কোথায় ছিলি?

আমি জানতাম, সামনে গেলেই আন্টি আমাকে মারবেন। কিন্তু এবার তো আরেক উপদ্রপ শুরু হল। আন্টির কাছে পড়তে না বসলে যে মা আমাকে এখন উত্তম–মধ্যম দেওয়া শুরু করবেন! তাই ফের দ্বারস্থ হলাম, পবিত্রদার। যিনি আমাকে এই বুদ্ধি দিয়ে বিপাকে ফেলেছেন, তাঁকেই ফের বুদ্ধি দিয়ে আমাকে ওই মার খাওয়ার হাত থেকে বাঁচানোর কৌশল বাতলে দিতে হবে।

পবিত্রদা বললেন, আমার সঙ্গে ওকে একবার দেখা করতে বোলো। কালই তো রবিবার। সকালের দিকে আমি সুতৃপ্তিতে থাকব।

না, সে কথা আন্টির সামনে গিয়ে বলার সাহস হল না। আন্টির ছোট ভাইকে গিয়ে বললাম, আন্টিকে একটু বলে দেবেন, কাল এগারোটা–বারোটা নাগাদ সুতৃপ্তিতে গিয়ে যেন পবিত্রদার সঙ্গে দেখা করেন। প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি, এই আন্টিও কিন্তু পবিত্রদারই ছাত্রী।

রবিবার সুতৃপ্তির উল্টো ফুটপাথে বাসস্টপের একটা মোটা থামের আড়ালে লুকিয়ে রইলাম, আন্টি আসে কি না দেখার জন্য। বেশিক্ষণ দাঁড়াতে হল না।

আন্টি সুতৃপ্তিতে ঢুকতেই পবিত্রদাও ওঁর সঙ্গে বেরিয়ে এলেন। দূর থেকেই দেখলাম, ওঁরা কী সব কথাবার্তা বলছেন। মাঝে মাঝেই বাস এসে মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ছিল। বড় বিরক্ত লাগছিল। কিন্তু কী করব! এটা যে বাসস্টপ!

তার পর আন্টি চলে যেতেই আমি এক দৌড়ে পবিত্রদার কাছে গেলাম। জিজ্ঞেস করলাম, কথা হয়েছে? কী বলল? আর মারবে না তো?

পবিত্রদা শুধু বললেন, যা বলার আমি বলে দিয়েছি। আর ভয় নেই। আজ থেকে আবার ওর কাছে পড়তে বোসো।

সে দিন সন্ধেবেলায় আন্টি আসতেই আমি তো ভয়ে কাঁপছি। বুক ধড়ফড় করছে। পবিত্রদা যতই যা বলে থাকুক, কয়েক ঘা না দিয়ে কি আন্টি আমাকে ছাড়বেন! যখন তাঁর সামনে বই নিয়ে বসলাম, আন্টি বললেন, এই সব ভূত মাথা থেকে তাড়াও। আগে পড়াশোনা করো। বুঝেছ? এ সব করার প্রচুর সময় পাবে। যে হোমটাস্কগুলো দিয়ে গিয়েছিলাম, সেগুলো করেছ?

উল্টোরথের দিন থেকে তো আমি বই–ই ছুঁইনি। হোমটাস্ক করব কী! নাঃ, আজ আর আন্টির হাত থেকে নিস্তার নেই। আমার চোখ ছলছল করে উঠল এবং অবাক কাণ্ড, আমাকে চমকে দিয়ে আন্টি বললেন, এতে কাঁদার কী আছে? আমি তোমাকে মেরেছি, না বকেছি? চোখ মোছো। বলেই, তাঁর কাঁধে ঝোলানো শান্তিনিকেতনি ব্যাগ থেকে দুটো লজেন্স বের করে আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। বললেন, এবার থেকে একটু মন দিয়ে পড়াশোনা কোরো, কেমন?

আন্টির সেই কথার মধ্যে এমন কী মন্ত্র ছিল আমি জানি না। তার পর থেকে সত্যি সত্যিই আমি রীতিমত পড়ুয়া হয়ে উঠলাম। যা কোনও দিন হব ভাবিনি, তাই হলাম।

পরে এই আন্টিকেই আমি বিয়ে করি। বাড়িতে বলতেই মা বলেছিলেন, তোর থেকে চোদ্দো বছরের বড়! একটু ছোট মেয়ে পেলি না?

আমি বলেছিলাম, বড়ই তো ভাল। ছোট হলে শুধু বউ পাব। আর বড় হলে একজনের মধ্যেই মা, মাসি, পিসি, কাকি, মামি--- সবাইকেই পাব। শুধু আমিই পাব না। তুমিও একজন কথা বলার মতো ভাল বন্ধু পাবে, তাই না?

বাবা হেসে বলেছিলেন, এতে তো ভালই হল। মেয়েটার কী হল জানি না। তবে তোর পক্ষে ভালই হল। যে মেয়েটা তোকে ছোটবেলা থেকে ভালবসত, কোলে কোরে নিয়ে ঘুরে বেড়াত, স্বামী হিসেবে পেলে সে আর যে কোনও মেয়ের চেয়েই তোকে একটু বেশিই ভালবাসবে।

বিয়ে তো হল, তবে বিয়ের পরেও বেশ কয়েক বছর আমি খুব একটা সহজ হতে পারিনি। আমি তাঁকে আন্টি বলেই ডাকতাম। ভয়ে ভয়ে থাকতাম, কখন কী কারণে মারে। তবে একটু সময় লাগলেও, উনিই আমাকে ওই আন্টি ডাক ছাড়িয়েছেন। এবং 'আপনি' থেকে 'তুমি' বলতে সাহস জুগিয়েছেন। এখানে আর একটা কথা চুপিচুপি বলে রাখি, উল্টোরথের দিন সেই চুমু খাওয়ার পর থেকে আজ অবধি উনি কিন্তু আমাকে একটা টোকাও মারেননি। এমনকী, কখনও কোনও বকাঝকাও করেননি।

তো, সেই আন্টি আমাদের বাড়িতে এসে বললেন, তুমি আজকে বেরোওনি?

আমি বললাম, না আন্টি।

উনি বললেন, কেন?

আমি বললাম, না, রাস্তায় একা পেলে ওরা যদি...

উনি বললেন, তুমি যত ভয় পাবে ওরা কিন্তু তোমাকে তত পেয়ে বসবে। আজ কোথাও যাবার নেই?

আমি বললাম, ভেবেছিলাম, মাছের জন্য কেঁচো আনতে যাব।

উনি বললেন, তো যাও।

আমি কাঁচুমাচু হয়ে বললাম, যাব?

উনি বললেন, চলো, আমি তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি।

আমি চমকে উঠেছিলাম ওঁর সাহস দেখে। তাঁর পিছু পিছু হেঁটে গিয়েছিলাম চেতলা ব্রিজ পেরিয়ে ওপারে। ফেরার সময় আন্টি দুম করে বললেন, আর আমার পিছু পিছু নয়, এবার তুমি আগে আগে যাও। ভয় নেই, আমি তোমার পিছনে আছি।

সে দিন উনি আমার পেছনে পেছনে এলেও, সারাটা জীবন কিন্তু উনি আমার পাশে পাশেই থেকেছেন। সব সময়।

ক্রমশঃ

পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা **কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন।**

জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১

মধ্যপ্রাচ্যে সুপার হিরো সুনীল ছেত্রীরা

অরিঞ্জয় মিত্র

কাতারের বিরুদ্ধে যে দুর্দান্ত ফুটবল উপহার দিল ভারতীয় ফুটবলাররা তা বহুদিন ভারতীয় সমর্থকদের স্মৃতির পটে লেখা থাকবে। আক্ষরিক অর্থে গোলশূন্য দেখালেও এশিয়ার অন্যতম সেরা দেশের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের এই পারফরমেন্স গত কয়েকবছরের মধ্যে অভূতপূর্ব। আর টিম ইন্ডিয়ার এই দারুণ ফুটবলের পিছনে কোচ ইগর স্তিমাচের কৃতিত্বই সবার আগে উঠে আসছে। বস্তুত ইগর যে কোচ হিসেবে অসম্ভব হোমওয়ার্ক করে চলছেন তা পরিস্কার হচ্ছে ভারতীয় দলের একের পর এক দুরন্ত খেলায়। কুয়েতের সঙ্গে দেশের মাটিতে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তোলার পরেও ১-২ হার মানতে হয়েছিল ঘরের মাঠে। সুনীল ছেত্রীর অসাধারণ গোলে ভারত এগিয়ে যাওয়ার পরে কুয়েতের কাছে শেষ আট মিনিটের ঝড়ে ২ গোল খেয়ে হার মানে। এই হারের ক্ষত অনেকটাই মিটিয়ে নেওয়া গেল কাতারের সঙ্গে গোলশূন্য ড্রয়ের পর। তবে ভারতের এই অসামান্য খেলার পিছনে কোচের চমৎকার ডিফেন্সিভ স্ট্র্যাটেজি ষোলোআনা কাজে এসেছে। তার ওপর গোলকিপার গুরপ্রীত সিং সাধু যেভাবে প্রতিপক্ষ আক্রমণ রুখে দিলেন তাতেই অর্ধেক শক্তি হারিয়ে ফেলে কাতার। এভাবে দোহার মাটিতে ভারতীয় দলের এই তুখোড় ফুটবল নিয়ে ইতিমধ্যেই ধন্য ধন্য পড়ে গিয়েছে দুনিয়া জুড়ে। এই কোচের সঠিক পরিকল্পনা আগামীতে ভারতীয় ফুটবল টিমকে সাফল্যের চূড়ান্তে নিয়ে যাবে বলেও মনে করা হচ্ছে। কিছুদিন আগে ১৫০-১৬০ র‍্যাঙ্কিংয়ের ভারতীয় ফুটবল টিমের ১০০ কমে চলে আসাকে বড় কৃতিত্ব মানা হচ্ছিল। এখন নিঃসন্দেহে ৫০ এর কাছাকাছি র‍্যাঙ্কিংয়ের ওপর জোর দিচ্ছেন ফুটবল বিশেষজ্ঞরা। আপাতত এই টার্গেট নিয়ে খেলতে হলে ভারতকে কাতার, কুয়েত, ইরাক, ইরান, সৌদি আরব, জাপান, কোরিয়া, চিন, মালেশিয়া, ইন্দোনেশিয়ার মতো দলের সঙ্গে সমানে সমানে টক্কর দেওয়া শিখতে হবে। তবে গিয়ে আরও অনেকাই সাবালক হয়ে উঠবে ভারতীয় ফুটবল।

কিছুদিন হল প্রাক্তন হওয়া স্টিভন কনস্টানটাইন ভারতে দুদফা কোচিং করালেও তার দ্বিতীয় লেগ ছিল সত্যি খুব আকর্ষক। এই সময়ে বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়েও ভারত অনেকটাই ওপরে উঠে এসেছে। একদিন শুরুর দিকে আবার পিকে-অমল দত্তরা কোচ হিসাবে যে রহিম সাহেবকে পেয়েছিলেন তিনিও কারও যে কম ছিলেন না। বস্তুত, তখন ছিল ভারতীয় ফুটবলের সোনার দিন। সে আজ অতীত হলেও রহিম সাহেব লোকগাঁথা হয়ে থেকে গিয়েছেন ভারতীয় ফুটবলে। তিনি যেন এক ফেয়ারি টেল বা রূপকথার ছবি তুলে ধরেছেন। পরবর্তীকালে আশির দশকে যুগোস্লাভ চিরিচ মিলোভান ভারতীয় ফুটবলকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে ফের একবার প্রতিষ্ঠা দেন। যদিও এই মিলোভান সাহেবের কোচিংয়ে ভারতীয় দলের হয়ে ভাস্কর, মনোরঞ্জন, বিদেশ, মানস, সুদীপ, প্রশান্ত, প্রসূনরা যথেষ্ট সম্মান এনে দিয়েছেন। এখন যে কোচ এসে যোগ দিয়েছেন সুনীল ছেত্রীকে সেই প্রাক্তন ক্রোয়েশিয়ান বিশ্বকাপার ইগর স্তিমাচকে মিলোভানের উত্তরসূরী ভাবছেন ফুটবল বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের বক্তব্য, ইগরের হাত ধরে ভারতীয় ফুটবল ফের তার হৃত গৌরব ফিরে পেতে পারে। প্রথম থেকেই সুনীল ছেত্রীদের নিয়ে অনুশীলন আরম্ভ করেছিলেন এই কোচ। শোনা যাচ্ছে প্রেসিং ফুটবলের ওপর জোর দেন তিনি। দ্রুত বল দেওয়া নেওয়া করা ও তীব্র গতিতে পাসিং করে নিজেদের জায়গা তৈরি করার কাজ শুরু করেছেন ইগর। ইতিমধ্যেই ফুটবলারদের শারীরিক সক্ষমতা চূড়ান্ত মাত্রায় পৌঁছে দিতে ক্রোয়েশিয়া থেকে উড়ে এসেছেন ফিটনেস ট্রেনার। এসেছেন গোলকিপার কোচও। সবাইকেই নিয়োগ করছেন ইগর। আশা করা যাচ্ছে একটা ঠিকঠাক তালমিলে তিনি বেঁধে ফেলতে চাইছেন ভারতীয় ফুটবলকে। পর পর দুটো টুর্নামেন্ট দিয়ে ভারতে তার কোচিং অভিষেকও হয়ে যাবে। সেখানে সাফল্য এলে বোঝা যাবে ঠিক পথেই এগোচ্ছে ফুটবলের টিম ইন্ডিয়া। ইগর এও জানিয়েছেন, ভারতকে এশিয়ার অন্যতম সেরা দল হিসাবে তুলে ধরাই তার প্রাথমিক লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যে ভারত যে ঠিকমতোই এগোচ্ছে তার প্রমাণ মিলতে শুরু করেছে হাতেকলমে। কুয়েত ও কাতার ম্যাচ থেকেই তার সুফল মিলতে আরম্ভ হয়েছে।

কিছুদিন আগে পর্যন্ত ফুটবল নামটা শুনলে ভারতীয়দের মধ্যে কেমন যেন শ্লাঘা জন্মাত। যা কিছু কেন্দ্রীভূত হত তা ওই সুয়োরানী ক্রিকেটকে ঘিরে। তবে সব খারাপের মধ্যেও কিছু ভালো জিনিস থেকে যায়। আর সেই ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে ভারতীয় ফুটবলে। সেটা হল সাম্প্রতিককালে ভারতীয় ফুটবল টিমের বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে ১০০ নম্বর স্থানে উঠে আসে। ভারতের ফুটবল নিয়ে যাঁরা একটু আধটু চর্চা করেন তাঁরা বুঝতে পারবেন দেশের এই অগ্রগতি যথেষ্ট উৎসাহজনক। কারণ এই কিছুদিন আগেও ভারত ছিল ১৬০-১৬২ টি টিমের পিছনে নেহাতই এক পিছনের সারির দল। সেই ভারতের প্রথম ধাপে উঠে আসা যথেষ্ট ইতিবাচক। দ্বিতীয়বার প্রত্যাবর্তন ঘটানো কোচ স্টিভেন কনস্টানটাইনের নাম এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হবে। তাঁকে আহামরি কিছু মনে নাই হতে পারে। কিন্তু তাঁর কোচিংয়ে ভারতের এই সাফল্য তা তো অস্বীকার করা যাবে না। ধন্যবাদ প্রাপ্য সুনীল ছেত্রীর নেতৃত্বাধীন বর্তমান ভারতীয় ফুটবল দলও। বস্তুত বাইচুং ভুটিয়াদের আমল থেকে যে বীজ পোঁতা হয়েছে তার সুফল এখন পেতে শুরু করেছেন সুনীল ছেত্রীরা।

তার সুফল হিসেবেই কলম্বিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে প্রায় সমান তালে যুদ্ধ চালিয়ে গেছে ভারত। 'বিনা যুদ্ধে নাহি দেব সূচাগ্র মেদিনী', এটাই যেন চালু শ্লোগান হয়ে উঠেছে ভারতীয় ফুটবলে। চিরিচ মিলোভানের কোচিংয়ে ১৯৮৪ সালের নেহরু গোল্ড কাপে শেষবার এতটা প্রত্যয়ী দেখিয়েছিল ভারতীয় দলকে। সেসময়ের অখ্যাত মনোরঞ্জন, সুব্রত, প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য, সুদীপ চট্টোপাধ্যায়, বিদেশ বোসেদের আন্তর্জাতিক পরিচিতি ঘটিয়েছিল এই টুর্নামেন্ট। এখন ভারতীয় ফুটবলের নয়া হেডমাস্টার ইগর স্তিমাচের দায়িত্ব সেই পরম্পরাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

ভারতের মাটিতে অনুষ্ঠিত কিছুদিন আগের যুব বিশ্বকাপ বুঝিয়ে দিয়েছে এদের ওপর ভরসা রাখলে আগামীতে ভালো রিটার্ন সম্ভব। অনূর্দ্ধ ১৭-র ভারতীয় ফুটবলাররা প্রমাণ করে দিয়েছে যে তাঁদের লড়াই কোনও অংশে কম নয়। এই দলটাকে যদি আগামী ৪-৫ বছর ধরে রাখা যায় তবে এরাই অনেক কামাল করে দেখাবে। প্রথম ম্যাচে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ভারত ০-৩ গোলে হেরেছিল। কিন্তু তাঁদের লড়াইয়ের কথা কাশ্মীর-কন্যাকুমারী হয়ে ছড়িয়ে গিয়েছে গোটা বিশ্ব। দুনিয়ার তামাম ফুটবল বোদ্ধাদের বোঝানো গেছে ভারতও ফুটবলটা খেলতে জানে। কারণ এত কোটি মানুষের দেশ ফুটবলে কেন এত পিছিয়ে তা নিয়ে একটা অনবরত চর্চা একরকম কুড়ে কুড়ে খায়ে এদেশের ফুটবলপ্রেমীদের। ভারত তাদের আবির্ভাবে বুঝিয়ে দিল শুধুমাত্র সংগঠক দেশ হিসেবে নয়, যোগ্যতার নিরিখেই তারা এই টুর্নামেন্ট খেলছেন। মার্কিনি ব্রিগেডের সঙ্গে ভারতীয়দের লড়াই যেমন সবার চোখ টাটিয়েছিল তেমনই ঠিক তার পরের ম্যাচে লাতিন আমেরিকার শক্তিশালী দল কলম্বিয়ার সঙ্গে যেভাবে জুঝল টিম ইন্ডিয়া তা নিশ্চিতভাবে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে। বিশ্বকাপ পর্বে এই প্রথম কোনও ভারতীয়র গোলের অভিষেকও ঘটল এদিন। বস্তুত ০-১ পিছিয়ে পড়ার পর ৮২ মিনিটে কর্নার থেকে সমতা ফিরিয়ে জ্যাকসন আশার আলো জ্বালিয়েছিল ক্ষণিকের জন্য। অবশ্য সেই আশা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। পরমুহূর্তেই ফের পালটা গোল করে জিতে যায় কলম্বিয়া। কিন্তু ভারতের মতো ফুটবলে বামন দেশ যেভাবে ব্রাজিল-আর্জেন্টিনার সঙ্গে টক্কর দেওয়া কলম্বিয়ার বিরুদ্ধে লড়ল তা স্মৃতির ক্যানভাসে ধরা থাকবে প্রত্যেকেরই। ভারতীয় ব্রিগেডে এবার পশ্চিমবঙ্গ থেকে ঠাঁই মিলেছে রহিম আলি ও অভিজিত সরকারের। বাকিদের মধ্যে উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রতিনিধিত্ব অনেকটাই বেশি। তাঁদের মধ্যে আবার দাপট বেশি মণিপুরের। এছাড়া মিজোরাম ও সিকিমের প্রতিনিধিত্বও আছে। বহুদিন পর এই যুব ভারতীয় দলে পাঞ্জাব কেশরীর সংখ্যাও ভালো। এর সঙ্গে দাক্ষিণাত্যের সংমিশ্রণে এক অদম্য স্পিরিট লক্ষ্য করা যাচ্ছে পুরো দলের মধ্যে। যাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজন আগামীতে ভারতীয় ফুটবলের তারা হয়ে উঠবেন তা বলাইবাহুল্য।

জনসংযোগে গিয়ে কবাডি খেলাতে মাতলেন কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: বুধবার সকাল থেকেই দলীয় নির্দেশ মেনেই ক্যানিংয়ের যুবসভাপতি পরেশ রাম দাস এর নেতৃত্বে দিদিকে বলো প্রচারের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন ক্যানিং ১ নম্বর ব্লকের যুব তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা। সারাদিন প্রচার সেরে সকলেই যখন ক্লান্ত তখনই দেশের জাতীয় খেলা কবাডি প্রতিযোগিতায় মেতে উঠলেন ক্যানিং ১ ব্লকের যুব তৃণমূল কর্মী সহ হাটপুকুরিয়ার গ্রামবাসীরা। বুধবার বিকালে এক প্রীতি কবাডি টুর্নামেন্ট আয়োজন করেন যুব নেতৃত্বরা। জনসংযোগে গিয়ে যুব নেতৃত্বরা হাটপুকুরিয়া গ্রামের বাসিন্দাদের নিয়ে দুটি দল গঠন করেন। শুরু হয় কবাডি খেলা।খেলায় ২২-১৫ পয়েন্ট এ বিজয়ী হয় জুলফিকার তরফদার দল এবং রানার্স হয় বাবলু সরদার এর দল।হাটপুকুরিয়া এলাকার প্রিয় খেলা তথা জাতীয় কবাডি খেলায় মেতে ওঠেন এলাকার গ্রামবাসীরা। খেলা শেষে জয়ী এবং রানার্স দলের হাতে আর্থিক পুরষ্কার সহ সুদৃশ্য ট্রফি তুলে দেন ক্যানিংয়ের যুব তৃণমূল সভাপতি পরেশ রাম দাস সহ যুব নেতৃত্বরা।

এদিন টুর্নামেন্টে বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদ সদস্য সুশীল সরদার,মাতলা ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান উত্তম দাস,হাটপুকুরিয়া গ্রামপঞ্চায়েতের যুবনেতা জালাল উদ্দিন সরদার সহ অন্যান্য বিশিষ্টরা।

যোগাসনে ইন্দোনেশিয়া যাচ্ছে রামপুরহাটের আবীর

নিজস্ব প্রতিনিধি : যোগাসনে (ছয় থেকে দশবছর বিভাগ) ইন্দোনেশিয়া যাচ্ছে বীরভূম জেলার রামপুরহাট পুরসভার ১১নং ওয়ার্ডের আবীর দাস। বীরভূম জেলা থেকে একমাত্র ইন্দোনেশিয়া যাচ্ছে আবীর। ৩২তম জাতীয় যোগা চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতায় (ছয় থেকে দশবছর বিভাগ) চতুর্থ স্থানাধিকার করেছিলো আবীর। বীরভূম জেলার পাঁচ প্রতিযোগী সহ সারাদেশের ১৯০জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেছিলো। প্রশিক্ষক পিয়ালী সিনহা দাস। আবীরের সাফল্যে খুশির হাওয়া জেলায়।

ক্রিকেটের সিক্রেট-ননসিক্রেট

রূপম জানা

ক্রিকেট খেলাকে রাজা-মহারাজার খেলা বলা হলেও এই জগতেও প্রচুর চমক অপেক্ষা করে থাকে। আর সেই আজগুবি ঘটনা রীতিমতো আলোড়ন তোলে ক্রীড়াপ্রেমীদের মধ্যে। শুধু যে পারফরমেন্সের ওপর এই প্রচারপর্ব তুলে ধরা যাক। যা নিয়ে ক্রিকেট জগতে একেবারে সাড়া পড়ে গিয়েছিল। তড়ন বিশ্ব ক্রিকেটে রীতিমতো ঝড় তুলেছিলেন শ্রীলঙ্কার সনৎ জয়সূর্য। মারকুটে ব্যাটসম্যানদের মধ্যে একেবারে প্রথম সারিতে ছিলেন জয়সূর্য। বলে বলে চার-ছয় মেরে একেবারে মাঠ কাঁপিয়ে দিতেন এই শ্রীলঙ্কান তারকা। সেসময় একটা গুজব বাজারে ছড়িয়ে গিয়েছিল যে এই ডাকাবুকো ব্যাটসম্যান অনেকটাই বড় মাপের ব্যাট নিয়ে বোলারদের শাসন করছেন। পরে অবশ্য জানা যায় এই অভিযোগ ঠিক নয়। আসলে তখনও প্রকৃত খবর আর ফেক নিউজের মধ্যে অতটা খতিয়ে দেখার চল আসেনি। কোনও কিছু নিয়ে খবর হলে প্রাথমিকভাবে যাচাই না করেই তা নিয়ে সবাই ঝাঁপিয়ে পড়তে আরম্ভ করত। জয়সূর্যের বেলায় ঠিক এরকমই ঘটেছিল।

যদিও ক্রিকেটের আঙ্গিকে এমন অনেকের বিরুদ্ধেই চওড়া ব্যাট নিয়ে মাঠে নামার অভিযোগ উঠেছে। যা সবক্ষেত্রেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না, এবং অনেক তারকাও নাকি এই ধরণের বড় মাপের ব্যাটে খেলে বড় রানের ভিত গড়েছেন। ক্রিকেটে ব্যাটের এই অসাম্য দূর করতে এবার সক্রিয় হল ক্রিকেট দুনিয়ার অভিজাত সংস্থা এমসিসি। সম্প্রতি এমসিসি সদস্য সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট অনুরাগ ঠাকুর (আমন্ত্রিত অতিথি) এবং অন্যদের উপস্থিতিতে ব্যাটের উপযুক্ত মাপ বেঁধে দেওয়ার জন্য ক্রিকেটের সর্বোচ্চ সংস্থা আইসিসি'র কাছে প্রস্তাব পাঠানোর হবে বলে জানানো হয়েছে। এর ফলে এক শ্রেণির ক্রিকেটার যেভাবে রোবটের মতো ভুরি ভুরি রান তুলছে তা নিশ্চিতভাবে বন্ধ করা যাবে বলে মনে করছেন ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা। সভায় ঠিক হয়েছে ব্যাটের ঘনত্বের সীমা ৬৫ মিলিমিটার ও ব্যাটের এজ-এর ঘনত্ব ৪৫ মিলিমিটারে বেঁধে দেওয়ার আর্জি জানানো হচ্ছে আইসিসি'র কাছে। আগে এমসিসি'র বহু সুপারিশ মেনে ক্রিকেটের অনেক নিয়মে পরিবর্তন এসেছে। যদিও আইসিসি তা মেনে নেবে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। এছাড়াও এই বৈঠকে টেস্ট ক্রিকেটকে জনপ্রিয় করে তুলতে চারদিনের টেস্ট করার জন্য আইসিসি'র কাছে প্রস্তাব পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। তবে চারদিনের টেস্ট কতটা সাকার হবে তা নিয়ে সন্দেহ আছে খোদ বড় তারকা ও কর্তাদের মধ্যেই। যার মধ্যে অনেকেই আবার প্রাক্তনী। তাঁদের মতে টেস্ট ক্রিকেট বরাবর পরম্পরা মেনে অগ্রসর হয়েছে।

এরসঙ্গে নিছক খেলা নয়, বনেদিয়ানা ও আভিজাত্যের একটা জায়গা আছে। তার ওপর টেস্ট ক্রিকেটের যে কৌলিন্য আছে তার সঙ্গে অবশ্য পাঁচ দিনের ম্যাচই সঙ্গতিপূর্ণ। এর অন্যথায় হওয়া চট করে সম্ভব নয়। তবে অন্য একদল বলছেন, ক্রিকেট তার নিজস্ব প্রয়োজনে বিভিন্ন বিবর্তনের সঙ্গে নিজেকে মানানসই করে তুলেছে। এর অঙ্গ হিসেবেই টেস্ট ক্রিকেটে ডে-নাইট ম্যাচের প্রচলন ঘটেছে। শুধুমাত্র টিপিক্যাল সাদা জার্সি পরে খেলার পরিবর্তে খেলোয়াড়রা টেস্ট খেলতে নামছেন সাদা জার্সি পরে।

যাকে অনেকে তুলনা টেনে থাকেন স্কুল ইউনিফর্মের সঙ্গে। সেই আদি রীতি রেওয়াজ দুম করে হঠে যাবে এতটা আশা করছেন না পুরনোপন্থীরা। তবে ভবিষ্যতে ৫ দিনের জায়গায় ৪ দিনের টেস্ট খেলা হতেই পারে বলে অভিমত তাঁদের। যদিও তা নিকটবর্তী না অনেকটাই দূরে সেই নিয়ে এখনই কোনও মন্তব্য করেন নি কেউই।

চলে তা নয়। অফ দ্য ট্র্যাকও এমন অনেক কিছু ঘটে যা জানার পর সাধারণ খেলাপ্রেমীরা বলে ওঠেন, ' ওরে বাবা এত কিছু ঘটে গেল এর মধ্যে। আমরা কিছু জানতেই পারলাম না।' বস্তুত ক্রিকেট, ফুটবল, হকি, টেনিস, ভারোত্তলন, জিমন্যাস্টিক, সাতার, দাবা, ব্যাডমিন্টন সহ নানাবিধ খেলাতেই এমন চোরাগোপ্তা ঘটনার প্রাদুর্ভাব ঘটে। যা শুধু ভাবিয়ে তোলেই না, যাকে বলে একেবারে হইচই ফেলে দেয় সর্বত্র।

এবার না হয় ক্রিকেটীয় জগতের সেই বিস্ময়কর অধ্যায়টি

শারদীয় আলিপুর বার্তা ১৪২৬

আসছে

কবিতা লিখেছেন

রত্নেশ্বর হাজরা ● পি সি সরকার জুনিয়র ● দীপ মুখোপাধ্যায় ● শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ও আরও অনেকে।

গল্প লিখেছেন

সঞ্জীবচট্টোপাধ্যায় ● বুদ্ধদেবগুহ ● সিদ্ধার্থসিংহ ● অরিন্দম আচার্য ● সুকুমার মণ্ডল ● শচীন্দ্রনাথ বড়পণ্ডা ● জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় ● নির্মল গোস্বামী ● প্রণব গুহ ● পার্থসারথি গুহ ও আরও অনেকে।

সুরকার আর ডি বর্মনকে নিয়ে লিখছেন তাঁর বন্ধু দিগ্বিজয় চৌধুরি।

ভগবান কি বা কে? বলছেন ডাঃ সুবোধ চৌধুরী।

জাদুকর কেসির স্মৃতি রোমন্থন করেছেন তাঁর ছাত্র জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

নাচ থেকে অভিনয় সমান পারদর্শী নৃত্য সম্রাজ্ঞী মিস শেফালী, তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ।

যেসব নাটক নিয়ে হয়েছে সিনেমা তার খোঁজ দিচ্ছেন অভিনেতা ডঃ শঙ্কর ঘোষ।

সাহিত্যিক হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে লিখছেন তাঁর কন্যা তপতী দেবী।

সবুজের দুনিয়ায় বিচরণ করে তাঁদের নিয়ে লিখছেন ডঃ জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়।

জঙ্গলের মধ্যে এক টুকরো গ্রামের ছবি এঁকেছেন ডঃ দীপক কুমার বড়পণ্ডা।

সুন্দরবনের মাটির কৃষ্টি নিয়ে উজ্জ্বল সরদার।

শ্রীরামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দ সবসময় প্রাসঙ্গিক তাঁদের ভাবধারা নিয়ে আলোচনায় প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্যামল কুমার সেন।

নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুকে খোলা চিঠি পাঠালেন ডঃ জয়ন্ত চৌধুরী।

বলে রাখুন নিকটবর্তী স্টলে বা ফোনে করুন এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9434497772 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com